মানব-গীতা

পারমার্থিক কাব্য।

পৃথ্বীরাজ-মহাকাব্য, শিবাজী-মহাকাব্য, মাইকেল

মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত প্রভৃতি

প্রণেতা

কবিভূষণ

শ্রীযোগীন্দ্র নাথ বসু বি, এ,

বিরচিত

কলিকাতা

১৩৩২

মূল্য এক টাকা চারি আনা।

৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী হইতে
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কবিভূষণ শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু কৃত
কবিতানুবাদ কঠোপনিষৎ
মূল ও ব্যাখ্যা সম্বলিত ; গীতার সঙ্গে প্রতিদিন পঠনীয়।
মূল্য দশ আনা।

প্রিণ্টার—শ্রীরাজেন্দ্রলাল সরকার
কাত্যায়নী মেসিন প্রেস
৩৯।২ শিবনারায়ণ দাসের লেন,
কলিকাতা।

শ্রীহরির দাস, দাসী
যাঁরা এ ধরায়,
থাকুন কুটীরে কিম্বা
রাজার সভায় ;
লক্ষ্য করি', নিরন্তর,
ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম্ম,
পালি'ছেন, অকপটে,
যাঁরা নিজ ধর্ম্ম ;
উদ্দেশে তাঁ'সবে আমি,
করি' নমস্কার,
অর্পিনু মানব-গীতা
প্রীতি-উপহার।

নিবেদন

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এ গ্রন্থের নাম মানব-গীতা রাখা হইল কেন। প্রত্যুত্তরে আমার নিবেদন এই যে, গীতার সহিত ইহার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে; যে সকল গ্রন্থের একেবারেই সাদৃশ্য নাই, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা উভয় সাহিত্যেই সেরূপ বহু গ্রন্থ, * বিনা প্রতিবাদে, গীতা নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে; পারমার্থিক তত্ত্বের ন্যায় মানবের সাংসারিক কর্ত্তব্যও ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। এই ত্রিবিধ কারণে আমি ইহার এইরূপ নামকরণে প্রণোদিত হইয়াছি। ভগবৎ শব্দের পরিবর্ত্তে মানব শব্দ ব্যবহারের অপর কারণ যাহা আছে, তাহা বুঝান নিষ্প্রয়োজন বলিয়া উল্লেখ করিলাম না।

স্বর্গ, নরক, আত্মা, পরমাত্মা এবং পরলোক সম্বন্ধে ইহাতে যে সকল কথা বলা হইয়াছে তাহা কোন শাস্ত্র-বিশেষের বা ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ মতানুবর্ত্তিনী নহে। বিভিন্ন শাস্ত্র ও মত আলোচনায় যাহা যুক্তিসঙ্গত বোধ হইয়াছে, আমি ইহাতে তাহাই সন্নিবিষ্ট করিয়াছি।

---

* সংস্কৃত ভাষায় গুরুগীতা, ভগবতী-গীতা, রাম-গীতা, শিব-গীতা, উত্তর-গীতা, গণেশ-গীতা, যম-গীতা, জীবন্মুক্তি-গীতা, হংস গীতা, পাণ্ডব-গীতা, গীতাসার, নারদ-গীতা, পিতৃ-গীতা এবং সপ্তশ্লোকী গীতা আছে। স্বর্গীয় ভূধর চট্টোপাধ্যায় এগুলি সানুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালাভাষায় পরমকল্যাণ-গীতা, কালাচাঁদ-গীতা গৌরাঙ্গ-গীতা প্রভৃতি সুপরিচিত।

প্রয়োজনবোধে আমার রচিত কঠোপনিষদের কবিতানুবাদ ও অপর কোন কোন পুস্তক হইতে দুই চারিটী স্থল উদ্ধৃত করিয়াছি। এরূপ রীতি দীর্ঘকাল হইতেই আমাদিগের সাহিত্যে চলিয়া আসিতেছে। সাধারণ পাঠকের সুবিধা হইবে বিবেচনায় অপেক্ষাকৃত দুরূহ ও অপ্রচলিত কতকগুলি শব্দের অর্থ পাদটীকারূপে প্রদান করিয়াছি। অনবধানতায় এরূপ কোন শব্দ পরিত্যক্ত হইয়া থাকিলে পাঠক ক্ষমা করিবেন। শব্দের অর্থ দিয়াই আমি নিরস্ত হইয়াছি; ক্বচিৎ দুই একটী স্থল ব্যতীত ব্যাখ্যা দিই নাই।

আর্থিক তত্ত্বের আলোচনায় পারমার্থিক তত্ত্ব সম্বন্ধে লোকের ঔদাসীন্য জন্মিয়াছে। সংসারে অর্থ ও পরমার্থ উভয়রই প্রয়োজন আছে, ইহা বুঝাইবার জন্যই আমি এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছি। একদিকে, যেমন, এই কঙ্কর-কণ্টকময় পৃথিবীতে বাস করিয়া এবং কৃমি-কীটাণু-পূর্ণ দেহ লইয়া কেবল পারমার্থিক তত্ত্বের আলোচনা করিলে প্রকৃতিকে ব্যঙ্গ করা হয়, অপরদিকে, তেমনই, পারমার্থিক তত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া আর্থিক তত্ত্বমাত্র লইয়া থাকিলে আমরা কেবল কফ-বাত-পিত্ত-ময় দেহ ভিন্ন আর কিছুই নহি ইহাই প্রমাণ করা হয়। সেইজন্য সামঞ্জস্য আবশ্যক। আমার গ্রন্থ উদ্দেশ্যের উপযোগী হইয়াছে বিবেচিত হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। ইতি

৬৫।এ গোয়াবাগান লেন,
কলিকাতা
আষাঢ়, ১৩৩২।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু।

সূচীপত্র।

বিষয়		পত্রাঙ্ক।
১।	প্রথম অধ্যায়—সূচনা	১-৬
২।	দ্বিতীয় অধ্যায়—গুরূপদেশ	৭-২০
৩।	তৃতীয় অধ্যায়—দুঃখে সুখ, সুখে দুঃখ	২১-৩০
৪।	চতুর্থ অধ্যায়—সমাজ	৩১-৪৮
৫।	পঞ্চম অধ্যায়—সৃষ্টি-প্রকরণ	৪৯-৮১
৬।	ষষ্ঠ অধ্যায়—পরলোক	৮২-৯৫
৭।	সপ্তম অধ্যায়—আত্মা ও পরমাত্মা	৯৬-১২৪
৮।	অষ্টম অধ্যায়—কর্ম্মযোগ	১২৫-১৪২
৯।	নবম অধ্যায়—দীক্ষাদান	১৪৩-১৬৪
১০।	দশম অধ্যায়—সাধন-মার্গ	১৬৫-১৮৮
১১।	একাদশ অধ্যায়—ইহলোক	১৮৯-২০৮
১২।	দ্বাদশ অধ্যায়—মহাপ্রয়াণ	২০৯-২২৩

সাহিত্য-পরিষৎ
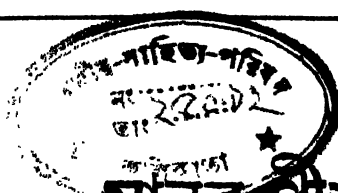
মানব-গীতা।

প্রথম অধ্যায়।

সূচনা।

কে আমি ?
কি হেতু আমি আসিনু ধরায় ?
প্রাণ ধরি, কর্ম্ম করি,
কাহার ইচ্ছায় ?
আমি কি কেবল জড়,—
রক্ত-মাংসময় ?
অথবা অজড় কেহ
দেহে মোর রয় ?
হ'বে কি এ দেহ-নাশে
বিনাশ আমার ?
অথবা লভিব আমি
জীবন আবার ?

সে জীবনে, কোন্ ভাবে,
কোথায়, রহিব ?
পৃথিবীর দুঃখ, তাপ,
পুনঃ, কি সহিব ?
আছে কি অপর লোক ?
কেমন সে দেশ ?
নাহি ইন্দ্রিয়জ মোহ ?
নাহি শোক, ক্লেশ ?
শুধু কি প্রেমের সিন্ধু,
সে দেশে, উথলে ?
অথবা বিদ্বেষ-বহ্নি,
সে দেশেও, জ্বলে ?
পৃথিবীর স্মৃতি ল'য়ে
যা'ব কি তথায় ?
পা'ব দেখা
আত্মজন, সঙ্গিনী, সখায় ?
সেই লোক শেষ ?
কিম্বা আছে তা'র পর
প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ
আরও লোকান্তর ?
বিশ্বস্রষ্টা যিনি,
আমি যাঁহার সৃজন,

তাঁর সনে,

কভু, মোর হ'বে কি মিলন ?

কোন্ কর্ম্মে, কোন্ ধর্ম্মে,

কোন্ সাধনায়,

স্রষ্টাসনে

সৃষ্ট জীব মিলিবারে পায় ?

এই যে পৃথিবী,

যাহে আছি বর্ত্তমান,

তত্ত্ব তা'র (ও) নাহি বুঝি,

অবোধ, অজ্ঞান।

অল্পে তুষ্ট,

ভূমা * প্রতি চিত্ত নাহি ধায় ;

রহিয়াছি,

কূপবাসী মণ্ডূকের প্রায়।

হেরি, হেথা,

ত্রিতাপের জ্বলে দাবানল ;

পুড়ে তাহে,

মুগ্ধ, নর-পতঙ্গের দল।

সবল

দুর্ব্বল প্রতি করে অত্যাচার ;

* ভূমা = বহুত্ব, বিশালত্ব।

অবিভেদে,

নর, নারী করে হাহাকার।

দগ্ধীভূত,

হেথা, নর দারিদ্র্য-দহনে ;

অজ্ঞতায় অন্ধ,

হেথা, কোটি কোটি জনে।

পাপী,

হেথা, মদগর্ব্বে, ঊর্দ্ধে, তুলে শির ;

অধোমুখ সাধুজন,

নেত্রে বহে নীর।

ন্যায়বান যিনি,

যিনি দয়ার আধার,

তাঁর রাজ্যে

কেন ক্লেশ, কেন অত্যাচার ?

সহস্র সংশয়ে,

হেন, আকুল অন্তর ;

নাহি গুরু,

নাহি শাস্ত্র লভিতে উত্তর।*

তাই, অন্তর্য্যামী দেব !

আরাধি তোমায় ;

* পাঠক এই সকল প্রশ্নের উত্তর যথাস্থলে দেখিতে পাইবেন।

বুঝাও তা',

চিত্ত যাহা বুঝিবারে চায়।

পিতারূপে

তুমি মোরে করেছ পালন,

গুরুরূপে

জ্ঞান, এবে, কর বিতরণ।

হে সর্ব্বজ্ঞ!

কৃপাগুণে, হৃদয়ে আমার

জ্যোতি তব

প্রতিভাত রাখ অনিবার।

পারি, যেন,

নিরখিতে মানস-নয়নে,

কি অপূর্ব্ব লীলা তব

ব্যক্ত ত্রিভুবনে।

কি শকতি, কিবা জ্ঞান,

কি প্রেম মধুর

রাখিয়াছ, ওতপ্রোত, *

দয়ার ঠাকুর!

---

* ওতপ্রোত = ওত এবং প্রোত। ওত = যাহা বয়ন করা হইয়াছে; প্রোত = অন্তর্ব্যাপ্ত। সর্ব্বস্থান ব্যাপ্ত করিয়া। বস্ত্রের টানা পরেনের মত।

বুঝি' নিজে,

বুঝাইতে চাহি অন্যজনে

পুরাও বাসনা মোর,

কৃপা-বিতরণে।

যুগে যুগে

ভক্ত তব জন্মেছেন যাঁরা,

হৃদে মোর

আবির্ভূত হ'ন আসি' তাঁরা;

লভি ভাষা

তব তত্ত্ব করিতে প্রচার,

ক্ষীণ দেহে

মহাশক্তি হউক সঞ্চার।

আমি ক্ষুদ্র, আমি দীন,

কিছু মোর নাই;

বলাইবে তুমি যাহা,

বলি, যেন, তাই।

তব শ্রীমুখের বাণী

শুনি, বিশ্বরাজ!

তৃপ্ত হ'ক, তৃপ্ত হ'ক

মানব-সমাজ।

———০———

দ্বিতীয় অধ্যায়।

গুরূপদেশ।

তুলি' কল কল তান মন্দাকিনী * গায় গান,
স্তব্ধ, স্থির শুনে হিমাচল;
স্বরে মিলাইয়া স্বর মরমর মরমর
সাথে গায় দেবদারুদল।
লয়ে ভূর্জ্জপত্র-গন্ধ ঊষানিল, মন্দ মন্দ,
কাষায় সৌরভে ভরে দেশ;
পূরব-অচল শিরে জ্যোতি-রেখা ফুটে ধীরে,
তিমিরা রজনী অবশেষ।
অলক্ত-মণ্ডিত ছবি, ক্রমে' সমুদিত রবি,
আরঞ্জিত পূর্ব্বাশার দ্বার;
লভি' নব রবিকর দূর গিরি-শৃঙ্গ'পর
বহ্নি-জ্যোতি বিকাশে তুষার।
আবরিয়া বনস্থল, গিরিপাদ, নদীজল,
ছিল গাঢ় কুজ্ঝটিকা-রাশি;
ধূমাকারে উথলিত, বর্ণ ধরি নীল, পীত,
অকস্মাৎ, গেল কোথা ভাসি'।

* মন্দাকিনী—হিমাচল বাহিনী, স্বনাম-প্রসিদ্ধা নদী।

ক্রমে ব্যক্ত জল, স্থল, তরু, লতা, ফুল, ফল,
জাগি' উঠে সুপ্ত জীবগণ ;
বসি তরুশাখা'পরে কলকণ্ঠে, শতস্বরে
গায় পাখী উষা-সঙ্কীর্ত্তন ।
বন্য হংস, দলে দলে, নামি' মন্দাকিনী-জলে
সন্তরিয়া কেলি করে সুখে ;
হরিণী শাবক সনে, তৃণাঙ্কুর অন্বেষণে,
নদী-কূলে বিচরে কৌতুকে ।
নাহি, সেথা, হিংসা-ভয় পশু, পাখী সমুদয়
প্রেমডোরে বদ্ধ পরস্পর ;
আস্বাদিয়া বনফল, পিয়ে মন্দাকিনী-জল,
সমতৃপ্ত সবার অন্তর ।
তরুমূলে, শিলাসনে, উপাবিষ্ট, নিরজনে,
সদ্যঃস্নাত যোগী একজন ;
তুষার-শীতল বায় রোমাঞ্চিত করে কায়,
তবু ভস্মমাত্র আচ্ছাদন ।
গলে শোভে অক্ষমাল, শিরে শুভ্র জটাজাল,
শিশির-কণিকা পড়ি' তা'য় ।
উদ্ভাসিত রবিকরে কি অপূর্ব্ব শোভা ধরে,
পরাজিয়া রতন-বিভায় ।
প্রশান্ত মধুর মূর্ত্তি, নিত্য তাহে পায় স্ফূর্ত্তি
শান্তি, প্রেম, অপার্থিব জ্ঞান ;

ঈষৎ মধুর হাস মুখে সদা পরকাশ,
শীর্ণ দেহ কিন্তু জ্যোতিষ্মান।

নিম্নে তৃণাসন 'পর শিষ্য এক জুড়ি' কর,
গুরু-মুখে চাহি' অনিমেষ;
স্তব্ধ, স্থির দুইজন, স্তব্ধ তরু, গিরি, বন,
মহাধ্যানে মগ্ন যেন দেশ।

জ্যোতির বসনে সাজি' চপল তরঙ্গরাজী
উঠে, পড়ে তটিনী-মাঝার;
দেখাইয়া শিষ্যবরে ক'ন গুরু স্নেহভরে;—
"দেখ, বৎস! দেখ একবার।

সৃজন, সংস্থিতি, লয় এইরূপ বিশ্বে হয়,
এই নদী, এ তরঙ্গ-দল,
এক হয়ে, ভিন্ন যথা ব্রহ্মে, জীবে জেন তথা,
ব্রহ্ম স্থির, জীবাত্মা চপল।

ব্রহ্ম-নদী নির্ব্বিকার, তরঙ্গের মূলাধার,
নাহি তা'র উত্থান, পতন;
কিন্তু এ তরঙ্গ-দল পতনে হইবে জল,
তরঙ্গ উত্থিত যতক্ষণ।

ব্রহ্মে সমুদ্ভূত হয়, ব্রহ্মে পুনঃ পায় লয়,
জীবাত্মাও তরঙ্গ সমান;

নির্গুণে গুণের যোগ হ'লে করে কর্ম্মভোগ,
অন্তে, পুনঃ, ঘুচে ব্যবধান! *
শুন, বৎস! হয়ে স্থির, দূর হ'তে কি গম্ভীর
উঠে স্বর তরঙ্গ-নিকরে,
কহে যেন কল কল মন, বুদ্ধি, ক্ষিতি, জল
ব্রহ্ম হ'তে সকলি নিঃসরে।
দেখ তুমি লক্ষ্য করি,' জ্যোতির মুকুট পরি'
তরঙ্গ শোভি'ছে রবি-করে;
না হ'তে মুহূর্ত্ত শেষ, কোথা যাবে এ সুবেশ!
মিলাইবে নদী বক্ষ'পরে।
এইরূপ কত নর সৌভাগ্য-তপন-কর
লভি' পরে অপরূপ সাজ;
নিজ পরিণাম ভুলি' রহি' ক্ষণ শির তুলি'
লুঠি' পুনঃ পড়ে ধূলিমাঝ।
তুমি ধীর, মতিমান অর্জ্জিবারে তত্ত্ব-জ্ঞান
গৃহ ছাড়ি' আসিয়াছ বনে:
শাস্ত্রে শিখিয়াছ যাহা মিলাইয়া লহ তাহা,
প্রকৃতির উপদেশ সনে।
প্রকৃতি নীরব নয়, নিজ ভাষে কথা কয়,
ব্রহ্ম রহি' অন্তরালে তা'র

* ব্যবধান = দূরত্ব, পার্থক্য।

অদৃশ্যে সঞ্চারি' শক্তি দেন জ্ঞান, দেন ভক্তি,
শ্রোতৃভেদে করিয়া বিচার।
ব্রহ্মে নিত্য রেখ মতি, তিনিই জীবের গতি,
অতন্দ্রিত করো তাঁরে ধ্যান;
তিনি ব্যাপ্ত বিশ্বময়, ধাতা, পাতা, সর্ব্বাশ্রয়
জেন স্থির, হইবে কল্যাণ।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড তাঁর সাক্ষ্য দেয় মহিমার,
চরাচর তাঁহার সৃজন।
অদৃশ্য অব্যক্ত হয়ে, জলে, স্থলে, শূন্যে রয়ে
তিনি বিশ্ব করেন পালন।
মহাসিন্ধু কল্লোলিত গায় তাঁর গুণগীত,
কীর্ত্তিস্তম্ভ তাঁর মহীধরে;
তিমি শৈল-খণ্ডাকার যে করে গঠিত তাঁর
ইন্দ্রগোপ * রচিত সে করে।
যে অসীম শক্তিবলে সুবিশাল হিমাচলে
নিজস্থানে রেখেছেন স্থির,
তাহারি প্রভাবে রাজে পরাগ কুসুম মাঝে,
দূর্ব্বাদলে সাজে শিশির।
রবি, শশী, হুতাশন করে জ্যোতি বিকীরণ,
শিরে বহি' তাঁহারি আদেশ;

* ইন্দ্রগোপ = নবনীতের ন্যায় সুকোমল প্রগাঢ় রক্তবর্ণ এক-জাতীয় ক্ষুদ্র কীট; বর্ষাগমে পার্ব্বত্য ভূমিতে দৃষ্ট হয়।

স্নিগ্ধ করি' ভূমণ্ডল ঢালে ধারা মেঘদল,
জড় জীবে তুষি' অবিশেষ।
কাননে কুসুম ফুটে, আকাশে তারকা উঠে,
তাঁহারি আদেশে নদী ধায় ;
গ্রহ হ'তে গ্রহান্তরে তেজ পর্য্যটন করে,
ব্যোম বহি' শব্দ চলি যায়।
নাহি তাঁর রূপ, নাম, ভক্ত-হৃদে তাঁর ধাম,
যথাজ্ঞান, পূজে নর তাঁরে ;
কেহ নিরালম্ব ধ্যানে, * কেহ যজ্ঞ-অনুষ্ঠানে,
ধূপ, দীপ নানা উপচারে !
নামে মাত্র ভিন্ন হ'ন, মন্দিরে, মস্‌জিদে র'ন,
পূজা ল'ন রহি' সর্ব্বস্থানে ;
মতভেদ চলি যায়, সেই তাঁ'র কৃপা পায়,
এক ব্রহ্ম বলি যেই জানে।
ব্রহ্ম তব হ'ন ধ্যেয়, তিনি বাচ্য, তিনি গেয়,
হ'ন তিনি জীবন-সম্বল।
জনক সদৃশ হও, গৃহী হয়ে ঋষি-রও,
পরব্রহ্ম করুন মঙ্গল।
আপনার গৃহে গিয়া, ব্রহ্মে নিত্য আরাধিয়া,
কর, এবে, জীবন যাপন ;

* নিরালম্ব ধ্যানে—মূর্ত্ত্যাদি আশ্রয় বা অবলম্বনশূন্য চিন্তায়।

ত্যজি' সংসারীর কর্ম্ম, কঠোর সন্ন্যাস-ধর্ম্ম
আচরিয়া নাহি প্রয়োজন।"
অঞ্জলি বাঁধিয়া শিরে শিষ্য উত্তরিলা ধীরে ;—
"কি দোষ করিনু শ্রীচরণে ?
তবে কেন মোর প্রতি হ'ল হেন অনুমতি ?
নাহি সাধ ফিরিতে ভবনে।
পদধূলি ধরি' মাথে র'ব সদা সাথে সাথে.
এই মোর আছে অভিলাষ ;
পত্নী, পুত্র, পরিবার নাহি চাহি, প্রভো ! আর,
শ্রীচরণে হ'ব চিরদাস।
সংসারে অতৃপ্ত হয়ে আসি' এই হিমালয়ে
ভেবেছিনু কাটাব জীবন ;
প্রাক্তন * কর্ম্মের ফলে, অতীত সুকৃতি-বলে.
লভিনু প্রভুর দরশন।
অনাহারে, অনিদ্রায় হেরি' মোরে মৃতপ্রায়,
পিতৃস্নেহে বাঁচাইয়া প্রাণ,
ভক্তি-শাস্ত্রে দিয়া শিক্ষা, অবশেষে, দিলা দীক্ষা.
একাক্ষর মন্ত্র করি দান।
পঞ্চবর্ষ হ'ল গত, রহিয়া সুতের মত,
আজ, প্রভো ! বলুন কেমনে

* প্রাক্তন = পূর্ব্ব জন্মকৃত।

গৃহেতে ফিরিয়া যা'ব ? কি শান্তি তথায় পা'ব,
আপনারে একা রাখি' বনে ?
বিজন এ হিমালয়, যদি, কভু, রোগ হয়,
কে করিবে শুশ্রূষা, সেবন ?
কেবা আনি' দিবে জল, সমিধ, কুসুম, ফল,
কে করিবে অগ্নি-প্রজ্বালন ?
ব্যাধিতে অশক্ত হয়ে, উপবাস-ক্লেশ সয়ে,
হেথা, প্রভো ! র'বেন আপনি,
আমি কোন প্রাণে গিয়া, আপনারে পাশরিয়া,
দিব মুখে ক্ষীর, সর, ননী ?"
বুঝি শিষ্য-অভিপ্রায় গুরু, পুনঃ, ক'ন তাঁয় :—
"বৎস ! তব বৃথা চিন্তা, ভয় ;
ব্যাধির কি শক্তি আছে আসিবে যে মোর কাছে ?
রক্ষক আমার মৃত্যুঞ্জয়।
যদি বল হরে জরা জীবনে না র'ব মরা,
সন্ন্যাসীর সমাধি শরণ ;
তুমি, নিরুদ্বেগ হয়ে, যাও ফিরি' নিজালয়ে :
মোর তরে চিন্তা অকারণ।
অতল সাগর-জলে ক্ষুদ্র মীন শিশু-দলে
বল, কেবা যোগায় আহার ?
অজাত শিশুর তরে জননীর বক্ষ'পরে,
স্তন্য-সুধা কে করে সঞ্চার ?

ভয়ে দেব বিশ্বম্ভর, পালি' নিত্য চরাচর,
ভুলিবেন তিনি ভক্তজনে,
এ বিশ্বাস কেন আজ তোমার হৃদয় মাঝ,
উপজিল, * বল, অকারণে ?
এ পৃথিবী কর্ম্মভূমি, কর্ম্ম বিসর্জ্জিয়া তুমি,
রহিও না হেথা উদাসীন ;
কোটি কণ্ঠে, কোটি স্বরে, তোমারে আহ্বান করে,
কত আর্ত্ত, কত দীন, হীন।
পূজা-ধ্যান-পরায়ণ আছে ভক্ত বহুজন,
কর্ম্মী ভক্ত দুর্লভ ধরায় ;
কর্ম্ম-অনুষ্ঠানে, তাই, তোমারে প্রেরিতে চাই,
যোগ্যপাত্র বুঝেছি তোমায়।
শাস্ত্রলব্ধ দিব্যজ্ঞান শিষ্যে গিয়া কর দান,
অবিদ্যা-তিমিরে মগ্ন দেশ ;
সহি' রোগ, দুঃখ, শোক অবসন্ন প্রায় লোক,
দুর্গতির নাহি, বৎস ! শেষ।
রহিয়া গৃহস্থাশ্রমে কহে লোক মতিভ্রমে,
পরিত্যাজ্য কামিনী, কাঞ্চন ;
তুমি অনাসক্ত মনে বুঝাইও সর্ব্বজনে,
উভয়ের আছে প্রয়োজন।

* উপজিল = উৎপন্ন হইল।

মৈত্রেয়ীর * ভগ্নী যা'রা, হের কি দশায় তা'রা,
রহিয়াছে, ভারত ভিতরে ;
দেখ, বুঝি, কি অসার তৃপ্ত লয়ে অলঙ্কার !
পরাবিদ্যা ত্যজে অনাদরে।
তুমি বুঝাইও ধর্ম্ম, নির্দ্দেশ করিও কর্ম্ম,
যথাযোগ্য বিদ্যা করো দান ;
নর, নারী যদি সবে সুশিক্ষা না পায়, তবে,
ভারতের না হ'বে কল্যাণ।
যেমন শকতি যার তেমনি কর্ম্মের ভার
প্রতিজনে নাহি লয় যদি,
লাঞ্ছিত, ধিক্কৃত হ'য়ে মরম-বেদনা স'য়ে,
রহিতে হইবে নিরবধি।
সন্ন্যাসী আমার মত এ ভারতে কত শত,
নিত্য, তুমি পাবে দেখিবারে ;
সু-গৃহস্থ একজন মিলে, বৎস! কদাচন,
গৃহী-ঋষি দুর্ল্লভ সংসারে।"

---

* মৈত্রেয়ী = যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্যের পত্নী। সপত্নী কাত্যায়নীর সহিত ধন-বিভাগ-কালে "আমি যাহা দ্বারা অমরতা লাভ করিতে পারি আপনি আমাকে তাহাই দিন" স্বামীর নিকট তাঁহার এই প্রার্থনা চিরস্মরণীয়া। মৈত্রেয়ীর ভগ্নী অর্থাৎ তাঁহার স্বদেশীয়া এবং সমধর্ম্মাবলম্বিনী নারী। পরাবিদ্যা = ব্রহ্মবিদ্যা। যাজ্ঞবল্ক্য পত্নীর এই প্রার্থনা অনুসারে তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করিয়াছিলেন।

মুছিয়া নয়নধার শিষ্য কহে পুনর্ব্বার ;—
"প্রতিবাদ যোগ্য মোর নয় ;
আদেশ হয়েছে যাহা, অবশ্য পালিব তাহা,
ফিরিয়া যাইব নিজালয়।
কিন্তু নিবেদিতে চাই, নিত্য যেন দেখা পাই
প্রভু-পাদে মানস-নয়নে ;
আমি দীন, নিঃসহায়, কেহ মোর নাহি, হায় !
আশ্বাসিতে অভয়-বচনে।
সংসারের প্রলোভন করে যদি আকর্ষণ,
বদ্ধ পুনঃ হই মোহ-ডোরে
সে ডোর করিতে ছিন্ন নাহি কেহ প্রভু ভিন্ন,
কৃপাগুণে রক্ষিবেন মোরে।
সহজে চপল মতি, ঘটিবে নরকে গতি,"
গুরু ক'ন ; "নাহি, বৎস ! ভয় ;
তোমারে ধরিয়া হাতে যাব আমি, সাথে সাথে,
রণে, বনে শুনা'ব "অভয়"।
যেখানে, যখন যা'বে, আমারে দেখিতে পা'বে,
অশরীরী র'ব সর্ব্বস্থানে ;
হেরিবে তোমার চিত্ত ফিরিয়া আসিবে, নিত্য,
পাপ হ'তে আমার আহ্বানে।

শিখায়েছি আমি যাহা, মনে যদি রাখ তাহা,
না রহিবে ক্লৈব্য, * দৈন্য, ভয় ;
শুনিবে আমার স্বর প্রধ্বনিত নিরন্তর
পূর্ণ করি' তোমার হৃদয়।
কে বলিল তুমি দীন সহায়-সম্পদ-হীন ?
প্রভু তব সর্ব্বশক্তিমান,
বসিলে তাঁহার ধ্যানে বিদ্যুৎ ছুটিবে প্রাণে,
তাঁর বলে হ'বে বলীয়ান।
এই স্থির রেখ জানি', উঠে নিত্য ব্রহ্মবাণী
জড়, জীব, স্থাবর, জঙ্গমে ;
ভক্ত শুনিবারে পায়, অবিশ্বাস করি' তা'য়
পড়িও না যেন মহাভ্রমে।
অলীক বচন নয় ; বুঝ এই হিমালয়
শিখাই'ছে কি কথা কহিয়া ;
বিপুল তুষার-ভার শিরোদেশে নিত্য তা'র,
তথাপি সে রহেছে সহিয়া।
সে তুষারে হিমনদী গঠিত না হ'ত যদি,
কি ঘটিত গঙ্গা-যমুনার ?
স্নিগ্ধ-শ্যাম কৃষিক্ষেত্র কভু কি জুড়া'ত নেত্র,
নিদর্শন দেব-করুণার ?

* ক্লৈব্য = কাপুরুষোচিত লক্ষণ বা ব্যবহার।

প্রসন্না জীবের প্রতি এই দেবী বসুমতী,
বিদারিয়া বক্ষ আপনার,
কত শস্য, কত ধন, করি'ছেন বিতরণ,
মহৌষধ সুধার আধার।
সিন্ধু হ'তে ক্ষার জল আকর্ষি' জলদ-দল
অমৃতাম্বু বর্ষে নিরন্তর।
অমেধ্য, * অশুচি যাহা শুচি, শুদ্ধ হয় তাহা
পরশিলে দেব বৈশ্বানর।
সবে, হেন, বিশ্বমাঝ সাধি' নিজ, নিজ কাজ
কহে কথা নীরব ভাষায়;
সে ভাষা আকাশে উঠে, ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া ছুটে,
ধীর জন শুনিবারে পায়;
জানি' তোমা' প্রজ্ঞাবান, করিয়াছি দীক্ষা দান,
মন্ত্র মোর না হ'বে নিষ্ফল;
স্মরণে লভিবে ভক্তি, মননে অর্জিবে শক্তি,
বিজিত হইবে রিপুদল।
কিবা ক্ষুদ্র, কি মহান জীবিত, কি গতপ্রাণ
গুরুরূপে বরিও সবায়;
রহিল তোমার প্রতি এই মোর অনুমতি,
নিত্য তুমি হেরিবে আমায়।

---

* অমেধ্য = অপবিত্র। বৈশ্বানর = অগ্নি।

তীর্থোদক স্পর্শি শিরে যাও এবে গৃহে ফিরে,
ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহী গিয়া হও;
করি এই আশীর্ব্বাদ, পুরুক মনের সাধ,
সুখে, দুঃখে অবিচল রও।”
এত বলি শির’পর স্থাপিয়া দক্ষিণ কর
জপিলেন মন্ত্র একাক্ষর;
উৎসাহে পূরিল প্রাণ, দেহ হ’ল বলীয়ান,
হর্ষে পূর্ণ হইল অন্তর;
সম্বরি’ নয়ননীর, ভূমে লুটাইয়া শির,
প্রণমিয়া গুরুর চরণে
শিষ্য, বনপথ ধরি’, শৈল হ’তে অবতরি’,
ফিরিলেন আপন ভবনে॥

তৃতীয় অধ্যায়।

দুঃখে সুখ, সুখে দুঃখ।

নিবিড় জলদ-জালে আবৃত গগন,
বহে উচ্ছৃঙ্খল বায়ু শোঁ শোঁ শন্ শন্।
আকাশ বিদারি' ছুটে ঘর্ঘরি' অশনি,
বিদ্যুৎ-প্রভায় উঠে চমকি' ধরণী।
মড় মড় তরুশাখা ভাঙ্গি' পড়ে ঝড়ে,
মাটীর প্রাচীর ধসে, * অট্টালিকা নড়ে।
ঝম্ ঝম্ বৃষ্টিধারা ঝরে অবিরল :
মহানন্দে ভেককুল করে কোলাহল।
কল কল্ কল কল্ স্রোত বহি' যায়,
উচ্ছ্বসিত নদ, নদী তীর বেগে ধায়।
কর্দ্দমাক্ত পল্লীপথ, দুর্গম, বিজন,
চলেছেন সেই পথে পান্থ একজন।
গৈরিক বসন অঙ্গে, কমণ্ডলু করে,
জটিল, পিঙ্গল কেশ শোভে শির 'পরে।
নগ্নদেহ, শূন্যপদ, অনাবৃত শির,
ধারা বহি' ঝরে অঙ্গে বরষার নীর।

* ধসে = খসিয়া বা গলিয়া পড়ে।

প্রসন্ন বদন, নাহি ক্লান্তি-চিহ্ন তা'য়,
নিরুদ্বেগ বজ্রপাতে, তীব্র ঝটিকায়।
দূর হ'তে গৃহ এক নিরখি' নয়নে,
না জানি, কাহার পান্থ নমিলা চরণে।
ক্রমে আসি' উপনীত হৈলা তা'র দ্বারে,
রুদ্ধ হেরি' 'দ্বার খোল' কহে বারে বারে।
ঝটিকার বেগে কেহ শুনিতে না পায়,
নিরখি' আঘাতি' পান্থ উন্মোচিলা তা'য়।
তখনও দিনমান হয় নাই শেষ
কিন্তু মেঘচ্ছায়ে ছিল অন্ধকার দেশ।
মৃন্ময় প্রদীপ এক ছিল প্রজ্বলিত,
রশ্মি তা'র পান্থ-মুখে হইল পতিত।
নিরখি', চমকি' বৃদ্ধা নারী একজন,
জিজ্ঞাসিলা ;—"কেবা তুমি, কেন আগমন ?
বাঁচাতে প্রশান্তে মোর এলে কি, শঙ্কর ?"
এত বলি' প্রণমিলা পড়ি' ভূমি'পর
শশব্যস্ত হ'য়ে পান্থ, উঠাইয়া তা'য়,
ভক্তিভরে, বার বার, প্রণমিলা পায়।
জিজ্ঞাসিলা বৃদ্ধা :—"সাধু ! একি ব্যবহার ?
কেন প্রণমিছ তুমি চরণে আমার ?
ঘটেছে ত সর্ব্বনাশ, কেন আর, তবে,
পাপস্পৃষ্ট করিতেছ বল আমা সবে।

দয়া করি' দাও মোর প্রশান্ত জীবন,
অনাথা আমরা, পদে লইনু শরণ।"
"দেবের দেবতা তুমি, জননি আমার,
আমি যে অনন্ত তব, দেখ একবার।"
উত্তরিলা পান্থ। মাতা, শুনি' কণ্ঠস্বর,
মুখপানে চাহি', তাঁ'রে বক্ষের উপর
অমনি ধরিলা চাপি'। লুপ্ত হ'ল জ্ঞান :
রহিলা দাঁড়ায়ে যেন স্থাণুর সমান।
কহিলা চেতনা লভি' কতক্ষণ পরে
"সত্য কি, অনন্ত! তুই ফিরে এলি ঘরে?
এতদিন, বাছা মোর, ছিলিরে কোথায়?
কেমনে ভুলিয়াছিলি অভাগিনী মায়?
ছাড়িবনা তোরে আর : নিঠুর সন্তান!
আবার ছাড়িস্ যদি না র'বে পরাণ।"
না হইতে কথা শেষ, উন্মাদিনীপ্রায়,
দাঁড়াইলা আসি' এক রমণী তথায়।
মলিনবসনা, অঙ্গে নাহি আভরণ,
সীমন্তে সিন্দূর মাত্র সধবা-লক্ষণ।
অশ্রু-কলঙ্কিত মুখ, শীর্ণ কলেবর,
ঘন দীর্ঘশ্বাসে তনু কাঁপে থর থর।
নিরখি তাঁহায় বৃদ্ধা গদ গদ স্বরে
কহিলা ;—"বউমা! দেখ কে এসেছে ঘরে।"

দৃষ্টিমাত্র, মুহূর্ত্তকে, বুঝিলেন সতী।
পঞ্চবর্ষ পরে তাঁর প্রত্যাগত পতি।
চাহি মুখপানে, "মোর প্রশান্ত কোথায় ?"
এতবলি' অচৈতন্যা পড়িলা ধরায়।
ললাটে, নয়নে করি' সলিল সেচন
করিলা সতীরে পান্থ পুনঃ সচেতন।
সম্বোধি' তনয়ে বৃদ্ধা কহিলা কাতরে ;—
"আজ, বাবা ! সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে ঘরে।
প্রশান্ত আছিল গৃহে নিদ্রায় মগন,
কোথা হ'তে কালসর্প করেছে দংশন।
দুর্দ্দিন বলিয়া ওঝা আসিতে না চায়,
শূদ্র সে, তবুও তা'র ধরিয়াছি পায়।
জানে সে দরিদ্র মোরা ; যোগ্য পুরস্কারে,
পারিব না পরিতুষ্ট করিতে তাহারে।
তবে সে আসিবে কেন ? হায়রে সংসার !
দরিদ্রের, অনাথের বন্ধু মেলা ভার।
বউমা ডাকিবে বলি' বাহিরিতে চায়,
লোক-লজ্জা-ভয়ে আমি রোধিয়াছি তা'য়।
তুমি, বাবা ! গৃহে তা'র যাও একবার,
বৃদ্ধা আমি, শক্তি নাহি যাইবারে আর।"

শ্রুতিমাত্র ব্যগ্র পান্থ, প্রবেশিয়া ঘরে,
হেরিলা বালক এক পড়ি' শয্যা'পরে।

কাক-পক্ষ সম শিরে শোভিত কুন্তল,
কিবা সুগঠিত দেহ ললিত, কোমল!
অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্র, জ্যোতি নাহি তা'য়,
নাসারন্ধ্র, মুখ হ'তে ফেন বাহিরায়।
নীলাভ দেহের বর্ণ, শ্বাস নাহি বয়,
পরশনে হিমবৎ স্নিগ্ধ জ্ঞান হয়।
বুঝিলা, পরশি' নাড়ী, চলি গেছে প্রাণ,
মন্ত্রের প্রয়োগ বৃথা ঔষধ-প্রদান।
রহিলা চাহিয়া পান্থ নির্ব্বাক্, নিশ্চল,
না ফেলিলা বিন্দুমাত্র নয়নের জল।
কহিলা; "ঔষধ, মাতঃ! বৃথায় এখন,
অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার এবে যোগ্য আয়োজন।
এ দুর্দ্দিনে প্রতিবাসী না আসিবে কেহ,
আপনি লইয়া আমি যা'ব তা'র দেহ।
জনক তাহার আমি, পুত্র সে আমার,
তবে কেন অন্য জনে দিব তা'র ভার!"
এতবলি' হয়ে পান্থ বদ্ধপরিকর
তুলিলা তনয়ে নিজ স্কন্ধের উপর।
নাহি সঙ্গী মাত্র, নাহি কোন আয়োজন,
চলিলা একাকী, ডাকি' "অন্তে নারায়ণ!"
শ্মশান-বাহিনী নদী তাহে ভাসাইয়া
নীরবে ফিরিলা গৃহে, স্নান সমাপিয়া।

শ্বশ্রূ, বধূ, প্রত্যাগত পথিকে হেরিয়া,
উঠিলেন, এক, সাথে চীৎকার করিয়া ।
"এ দুর্দ্দিনে কোথা রাখি' আসিলে তাহারে ?"
এই কথা জিজ্ঞাসেন দোঁহে বারে বারে ।
"হয়ত শৃগালে তা'রে করি'ছে ভক্ষণ,
হা বিধাতঃ ! ছিল এই তোমার লিখন ।"
পথিক কহেন :—"আর কি ফল রোদনে ?
আসিবেনা সে ত ফিরে ; যদি তিন জনে
কাঁদি মোরা চির দিন । মর্ত্ত্যলীলা শেষে
গিয়াছে সে হেথা হ'তে অন্য কোন দেশে ।
বিশ্বের জননী যিনি, ক্রোড় প্রসারিয়া,
লয়েছেন তুলি' তা'রে । কি ফল কাঁদিয়া ?
নহে সে আশ্রয়হীন । জন্মে নর ভবে
কর্ম্ম সাধনের তরে ; শেষ কর্ম্ম যবে,
যায় সে অন্যত্র চলি' ; কেন অশ্রুধার ?
ধৈর্য্য ধর দোঁহে ; দোষ নাহি বিধাতার ।
কোন গৃহে নাহি রোগ, না আছে মরণ,
এই ভাবি' কর দোঁহে শোক সম্বরণ ।"
মাতা ক'ন :—"জানি, বাবা ! জানি এ সকল ;
কিন্তু মন নাহি বুঝে, ঝরে নেত্র-জল ।
বিশেষতঃ এই ক্ষোভ র'বে, সদা, মনে,
চিকিৎসা করা'তে না পাইনু কোন জনে ।

না আসিল কেহ তা'রে দেখিবার তরে,
বুকে লয়ে মোরা দোঁহে রহিলাম ঘরে।
একটি ঔষধ যদি পারিতাম দিতে,
এত পরিতাপ, তবে, না হইত চিতে।
থা'ক ও কথায় আর প্রয়োজন নাই ;
ঘটিবার ছিল যাহা, ঘটিয়াছে তাই।
বল্ এবে, আছিস্ কি করি' অনাহার,
তাই, শুকায়েছে মুখ, বাছারে আমার!
বউমা! থাক মা তুমি।" বলিয়া অমনি,
অতি ব্যগ্রা, কক্ষান্তরে পশিলা জননী ;
হায়রে সংসার এই! যদি না রহিত,
মায়া, মোহ, বাঁচিবারে, বল, কে চাহিত?
নিশা সমাগত ক্রমে ; প্রবেশিয়া ঘরে
বসিলা দম্পতি, মৌনে, শয্যার উপরে।
স্তিমিত প্রদীপালোকে আঁধার ভবন,
বিপদে সান্ত্বনা দেয় নাহি হেন জন।
বাহিরে বহিতেছিল, তখনও, ঝড়।
গরজিতেছিল বজ্র কড় কড় কড়।
কিন্তু যে ঝটিকা-ক্ষুব্ধ দোঁহার হৃদয়,
তার কাছে বৃষ্টি, বজ্র তুচ্ছ সমুদয়।
মুখে না নিঃসরে বাণী, নেত্রে নাহি জল,
চিত্রার্পিত সম দোঁহে, নিস্পন্দ, নিশ্চল।

নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস, শুধু, অগ্নিশিখা প্রায়,
উভয়ের বক্ষ ভেদি' বাহিরিতে চায়।
বহুক্ষণ পরে সতী লয়ে পতি-কর
অজ্ঞাসিলা রাখি' নিজ বক্ষের উপর।
"সত্য কি গিয়াছে চলি' প্রশান্ত আমার?
'মা মা' বলে সে কি মোরে ডাকিবেনা আর?
দণ্ডে, দণ্ডে বাছা মোরে জিজ্ঞাসিত এসে
'কোথা বাবা? কবে তিনি ফিরিবেন দেশে?'
এইত এসেছ তুমি, কোথা সে এখন?
হায় বিধি! এই ছিল ললাটে লিখন।
চিবুক ধরিয়া সে যে কহিত আমায়,
'তুমি গিয়া, ফিরাইয়া, আন, মা! বাবায়।
না হয় আমারে, সেথা দাও, মা পাঠায়ে
পায়ে ধরি, আমি তাঁরে আনিব ফিরায়ে।'
ছিল কি মধুর কথা! কি মমতা প্রাণে!
সকলি হইল বৃথা, বিধির বিধানে।
অভাগীরে ত্যজি' যদি না যাইতে বন,
হয়ত বাছার মোর রহিত জীবন।
জন্মে জন্মে করেছিনু কত মহাপাপ,
তাই এত ক্লেশ, তাই, এত মনস্তাপ।
অগতির গতি যিনি, প্রভু ভগবান,
না জানি দিবেন মোরে কবে পদে স্থান।"

সতীর নয়নধারা ঝরে অবিরল ;
অনন্ত রহেন কিন্তু অটল, অচল।
সস্নেহে কহেন ;—“প্রিয়ে ! দৃঢ় কর মন,
বৃথা এই পরিতাপ, বৃথা এ রোদন।
কর্ম্মভূমি ভূমণ্ডল, কর্ম্ম হ’লে শেষ,
ফিরি চলি’ যায় জীব, যা’র যথা দেশ।
প্রশান্ত গিয়াছে নিজ কর্ম্ম অনুসারে ;
কি শক্তি মোদের হেথা, রাখিতে তাহারে।
আমি যে সংসার ত্যজি, গিয়াছিনু বনে
নহে ইচ্ছাকৃত ; তা’ও কর্ম্ম-নিবন্ধনে।
পা’ব গুরু, হ’বে লাভ অপার্থিব জ্ঞান,
কর্ম্মফলে মোর, ছিল বিধির বিধান।
পূর্ণ মনোরথ ; তাই, কর্ম্ম অনুসারে
আসিয়াছি ফিরি গৃহে ; প্রবেশি সংসারে,
আরম্ভিব নব কর্ম্ম। প্রতি নর, নারী
আমাদের পুত্র, কন্যা অন্তরে বিচারি,’
এস, দোঁহে পাতি, পুনঃ, নবীন সংসার,
সহায় ব্রহ্মাণ্ড-পতি হ’বেন দোঁহার।
সত্য, প্রিয়ে ! ত্যজি’ তোমা’ ছিনু হিমালয়ে,
কিন্তু তুমি ছিলে, নিত্য, জাগ্রত হৃদয়ে।
আর না যাইব কভু ত্যজিয়া তোমায়,
আর মনোব্যথা কভু নাহি দিব মা’য়।

গৃহী হয়ে শ্রীগুরুর আদেশ পালিব,
গৃহীর কর্ত্তব্য যাহা উভয়ে সাধিব।
হয়ো, প্রিয়ে! তুমি মোর করম-সঙ্গিনী,
উদ্বেগ, অশান্তি মাঝে শান্তি-প্রদায়িনী,
যদি দেখ বাহু মোর অলস, অবশ,
শক্তিরূপা হয়ে দিও তোমার পরশ।
বহু আশা লয়ে, প্রিয়ে! আসিয়াছি ঘরে;
এস, দোঁহে ভুলি শোক হেরি' পরস্পরে।"
উত্তরিলা সতী: "নাথ! যে জ্ঞান তোমায়,
রাখিয়াছে দৃঢ়, স্থির, দাও তা' আমায়।
পারি যেন সুখে, দুঃখে রহিতে অটল;
বিষাদে নয়নে যেন নাহি আসে জল।
'দয়াময় দয়াময় তিনি দয়াময়'
অন্তরে, বাহিরে যেন উপলব্ধি হয়!"
অনন্ত কহেন;—"প্রিয়ে! লভিবে সে জ্ঞান,
যে দিন পাইবে দীক্ষা; দুঃখ অবসান,
হইবে নিশ্চিত; এবে, লভহ বিরাম,
নিশীথ বিগতপ্রায়, স্মর ইষ্ট নাম।"
পঞ্চবর্ষ পরে হেরি' প্রত্যাগত পতি
পুত্র-শোক কথঞ্চিৎ পাশরিলা সতী।
অপূর্ব্ব বিধির লীলা কে বুঝিতে পারে?
দুঃখে সুখ, সুখে দুঃখ নিত্য এ সংসারে॥

চতুর্থ অধ্যায়।

সমাজ।

ধীরে ধীরে হরিপুরে হইল প্রচার,
ফিরেছে অনন্ত ভট্ট গৃহে আপনার।
এতদিন হিমালয়ে ছিল যোগিবেশে,
তপঃসিদ্ধ হয়ে, এবে, আসিয়াছে দেশে।
নাহি তা'র পূর্ব্বরূপ, পূর্ব্ব কণ্ঠস্বর ;
বচনে অমৃত ঝরে, কান্তি মনোহর।
মধুর হাস্যেতে তা'র উজ্জ্বল বদন,
মুখে বাণী নিরন্তর 'নমো নারায়ণ'।
যেই শুনে, সেই বলে ;—শিশুকাল হ'তে
অনন্ত ধার্ম্মিক ছিল জানি ভাল মতে।
পিতা তাঁ'র একপত্রী * ছিলেন পণ্ডিত,
বহুগুণে ছিল তাঁর হৃদয় মণ্ডিত।
পিতামহ ছিলা সিদ্ধ যোগ-সাধনায়,
বর্দ্ধমানাধিপ আসি' সেবিতেন তাঁয়।

---

* একপত্রী = একজনের মাত্র নিমন্ত্রণ হইলেও যাঁহার নামে পত্র আসে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বা অদ্বিতীয়।

হেন বংশে জন্ম যা'র সিদ্ধ যে সে হ'বে,
নহে তা' বিচিত্র ; এই কথা কহে সবে।
কেহ বলে ; সর্ব্বশাস্ত্রে ছিল তাঁ'র জ্ঞান,
তার্কিক না ছিল কেহ তাঁহার সমান।
তর্কলভ্যা নহে মুক্তি বিচারিয়া মনে,
গিয়াছিলা হিমালয়ে গুরু-অন্বেষণে।
ভাল হ'ল হেন জন ফিরিলেন গ্রামে,
সমাদৃত হ'বে গ্রাম, এবে, তাঁর নামে।
কেহ কহে, গিয়াছিনু দেখিবারে তাঁরে,
মুগ্ধ হয়ে আসিয়াছি তাঁর ব্যবহারে।
কি যেন জ্যোতিতে তাঁর দেহ উদ্ভাসিত,
কি যেন আনন্দে তাঁর চিত্ত পুলকিত।
একমাত্র পুত্র তাঁর মৃত পূর্ব্বদিন,
তথাপি বদন তাঁর নহে বিমলিন।
প্রতিবাসী যদি গিয়া কুশল সুধায়,
মিষ্ট আলাপনে তুষ্ট করেন তাহায়!
সকলের কথা তাঁর রহেছে স্মরণে ;
সবার সংবাদ ল'ন মধুর বচনে।
লভেছেন দৈব শক্তি গুরু-কৃপাবলে,
আদেশ করেন যদি জলে অগ্নি জ্বলে।
বাহিরে না পা'বে দেখা লক্ষণ তাহার,
সাধারণ জন সম সদা ব্যবহার।

কিন্তু ভস্মে আচ্ছাদিত অনলের প্রায়
দিব্যজ্যোতি, যেন, তাঁর মুখে বাহিরায়।
হেরি তাঁরে মনে মোর জন্মিয়াছে সাধ,
পত্নী, পুত্র সঙ্গে লয়ে মাগিব প্রসাদ।
অনন্তের প্রতিবাসী ছিল একজন,
ছিল তা'র ব্যবসায় কুশীদ গ্রহণ।
একবার তা'র কাছে যে লইত ঋণ,
না হইত তাহা হ'তে মুক্ত কোন দিন।
লইত সুদের সুদ চক্র-বৃদ্ধি-হারে. *
হরিত সর্ব্বস্ব তা'র যে কোন প্রকারে।
হরিপুরে ছিল সেই শ্রেষ্ঠ ঋণদাতা,
সংসার অচল দেখি' অনন্তের মাতা
লয়েছিলা, কয়বারে, মুদ্রা পঞ্চশত ;
তদবধি অন্তরে সে ভাবিত নিয়ত।
অনন্তের পুত্র শিশু ; নারী দু'জনার,
এ ঋণ শোধিতে শক্তি নাহি হ'বে আর।
স্বল্পায়াসে কিনে ল'ব ভদ্রাসন বাড়ী,
পায়ে ধরি' কাঁদিলেও, নাহি দিব ছাড়ি'।

---

* কুশীদ = সুদ। চক্র-বৃদ্ধি-হারে = সুদকে আসল গণ্য করিয়া তাহার উপর সুদ লইবার নিয়মে।

হেন ফলবান বৃক্ষ, হেন সরোবর,
নাহি অন্য কারও এই গ্রামের ভিতর।
হেন তুলসীর দল আর কোথা নাই,
নিত্য দিব নারায়ণে, যদি ইহা পাই।
অনন্ত ফিরেছে দেখি' হইয়া নিরাশ,
ভাবিল সে, পূরিল না বুঝি অভিলাষ।
অনন্তের যদি কেহ প্রশংসা করিত,
ঈর্ষায় জ্বলিত দুষ্ট, মরমে মরিত।
কহিত সে;—"যে যা বল, বিশ্বাস না হয়,
সাধু হ'লে কি হেতু ফিরিবে লোকালয়?
সাধুর স্বতন্ত্র রীতি, স্বতন্ত্র আচার,
না জানি' তোমরা কর প্রশংসা তাহার।
পর্ব্বত-কন্দরে র'বে হ'য়ে তুষ্ট মন,
গলিত বৃক্ষের পত্র করিবে ভোজন।
উলঙ্গ রহিয়া অঙ্গে বিভূতি লেপিবে,
মৌনব্রতে র'বে সদা, বাক্য না কহিবে;
সেই বটে সাধু। সত্য তাঁর তপস্যায়,
ইন্দ্র, চন্দ্র, হুতাশন সবে ভয় পায়।
অশন, বসন চায়, গৃহে চায় নারী,
এ কেমন সাধু আমি বুঝিতে না পারি।
শুনিয়াছি যদবধি ফিরিয়াছে ঘরে,
একদণ্ড পত্নী-সঙ্গ ত্যাগ নাহি করে।

নিজের বসনে তা'র মোছে নেত্রজল,
সাথে সাথে রাখে করি' পূজা, পাঠ ছল।
রমণীর মোহ যেবা ভুলিতে না পারে,
তা'রে সাধু বল কোন্ শাস্ত্র অনুসারে ?
জ্ঞান হয়, তপোবনে করি' অনাচার,
তাড়িত হইয়া দেশে এসেছে আবার।
এসেছে আসুক, কিছু ক্ষতি নাহি তা'য় ;
কিন্তু যেন হরিপুরে থাকিতে না চায়।
যা'ক কোন দূরগ্রামে ; হেথা যদি রয়,
একঘরে হ'তে হ'বে, কহিনু নিশ্চয়।"

অন্য ব্যঙ্গচ্ছলে বলে ;—"যা' বলিলে তুমি,
সাধু কি কখনও রহে পরশিয়া ভূমি ?
গঞ্জিকার ধূমে স্ফীত করিয়া উদর,
ব্যোমযান সম র'হে মেঘের উপর।
পূর্ণ একসের আটা, আধসের ডাল,
অহিফেন একতোলা, ভাঙ্গ্ এক তাল,
এই মাত্র চাহে। ব্রত এমনি কঠোর !
ভিক্ষা মাগিবারে ধায় না হইতে ভোর।
ক্ষণেক বিলম্ব হ'লে ঘৃত আনি' দিতে,
চিমিটা লইয়া ধায় গৃহস্থে বধিতে।
পুরুষ যদ্যপি, দৈবে, নাহি থাকে ঘরে,
হাঁক ডাক, লম্ফ ঝম্প কতরূপ করে।

জটা হ'তে দেয় জল, তামা করে সোণা,
স্বচক্ষে দেখেছি ইহা, নহে কথা শোনা।
এসব দুর্ল্লভ গুণ যার নাহি থাকে,
কোন্ মূঢ় আছে হেন সাধু ক'বে তা'কে !"
এইরূপ নানাজন নানা কথা কয় ;
স্তুতি, নিন্দা অনন্তের সমান উভয়।
হরিপুরবাসী ছিল যুবা একজন,
লোকে দিয়াছিল তা'র নাম দুঃশাসন।
দুর্ম্মুখ, কলহপ্রিয়, কঠোর হৃদয়,
না গণিত হিতাহিত, না জানিত ভয়।
স্বভাবে সরল ছিল শিশুর সমান,
কিন্তু উত্তেজিত হ'লে হারাইত জ্ঞান।
বারণ সদৃশ বলী, শিলা-দৃঢ় দেহ.
মল্ল-যুদ্ধে, তুল্য তার নাহি ছিল কেহ।
'হারে রে রে' বলি যবে ছাড়িত হুঙ্কার,
ধ্বনিত হইত গ্রাম কণ্ঠস্বরে তা'র।
অসি-যুদ্ধে অদ্বিতীয় শঙ্কর চৌহান
করেছিল বহু যত্নে তা'রে শিক্ষাদান।
কম্পিত তস্কর, দস্যু হ'ত তা'র নামে,
কর্ম্মকার সিঁদকাটী না গড়িত গ্রামে।*

* চোরে কামারে দেখা নাই অথচ সিঁদকাটী গড়া হয় বলিয়া

ছিল তা'র বহু দোষ ছিল বহু গুণ;
শত্রুতায়, মিত্রতায় সমান নিপুণ।
ছিল সে শ্মশান-বন্ধু, আর্ত্তের সহায়,
ছিল পটু সংক্রামক ব্যাধির সেবায়!
বহুমতে করিত সে পর-উপকার.
কিন্তু বিরোধিলে কেহ না পেত নিস্তার।
করিত সে শত্রুধ্বংস যে কোন প্রকারে,
তাই হরিপুরে সবে ডরিত তাহারে।
করেছিল শাস্ত্রচর্চ্চা কিশোর যখন
শস্ত্র ধরি, শাস্ত্র, ক্রমে, দিল বিসর্জ্জন।
বহুদিন হ'তে সেই হরিপুর গ্রামে,
প্রতিষ্ঠিতা ছিলা কালী উগ্রতারা নামে।
ভীষণ-সুন্দর মূর্ত্তি, পাষাণে গঠিত,
না জানি কে কোন্ কালে করিলা স্থাপিত।
চতুর্ভুজা, ত্রি-নয়না, মুণ্ডমালা গলে,
শবরূপী শিব তাঁর পড়ি পদতলে।
নবঘন কেশ-জাল উড়ে পৃষ্ঠ'পরে,
বালেন্দু ললাটদেশে কিবা শোভা ধরে।
রুধির-রঞ্জিত মা'র অভয় চরণ
কোটি কোকনদ-কান্তি করে প্রদর্শন।

একটা প্রবাদ আছে। দুঃশাসনের ভয়ে কামারেরা গোপনেও সিঁদকাটী গড়িতে সাহস করিত না।

বরাভয়-অসি-মুণ্ড করে সুশোভিত,
ভ্রূকুটি-ভীষণ আস্যে হাস্য প্রকটিত।
পরিবৃত চতুষ্পার্শ্বে সুদৃঢ় প্রাচীরে,
ইষ্টক-নির্ম্মিত এক বিশাল মন্দিরে,
ছিল দেবী-মূর্ত্তি। বহু তরু মহাকায়,
অশ্বত্থ, পর্কটী, * বট নিবিড় ছায়ায়,
রাখিত মন্দিরভূমি অন্ধকারময় ;
দিবসেও প্রবেশিতে জনমিত ভয়।
তরুর কোটরে বহু রহিত তক্ষক,
নির্ভয়ে করিত বাস বাদুড়, পেচক।
গভীর নিশীথে মিলি' তাহাদের স্বর,
করিত সন্ত্রস্ত বহু শ্রোতার অন্তর।
মন্দিরের পুরোহিত কহিতেন সবে :—
"ছায়ারূপী কেহ, নিত্য মন্ত্র-পাঠ-রবে,
মন্দির ধ্বনিত করি পূজা করে মা'য়,
তা'রই প্রতিধ্বনি উঠে আসুরী ভাষায়।"
কেহ বা কহিত ; "আসি' ভূতপ্রেতগণ,
পূজিছে দেবীরে, তাই হেন গরজন।"
এইরূপ নানাকথা, হইয়া রচিত,
[illegible]রিপুরে গৃহে, গৃহে হইত কথিত।

---

* পর্কটী = পাকুড় গাছ।

ধনী দুঃখী, দ্বিজ শূদ্র, গ্রামবাসী যত,
দেবীর সেবক ছিল দেবীপদে নত।
হ'ত পূর্ণমনস্কাম কৃপায় তাঁহার,
দেবীর ক্রোধের ভয় ছিল সবাকার।
দেবীর পরম ভক্ত ছিল দুঃশাসন ;
ধ্যান, জ্ঞান ছিল তা'র দেবীর চরণ।
ঝরিত নয়ন তা'র উগ্রতারা-নামে,
"মা মা" বলি', মাঝে মাঝে, ছুটিত সে গ্রামে।
অনন্তের কথা শুনি' কৌতুকী হইয়া.
কার্য্য তাঁর দুঃশাসন দেখিত আসিয়া।

দেখে একদিন, ভোগ দিয়া জনার্দ্দনে,
অনন্ত বাঁটেন অন্ন ক্ষুধাতুর জনে।
তৃপ্ত হ'য়ে অন্য সবে করিলে গমন
চণ্ডালের নারী এক দিল দরশন।
অঙ্গে তা'র উঠে খড়ি, শিরে রুক্ষকেশ,
রোগে অনাহারে দেহ অস্থি-চর্ম্ম-শেষ।
কহিল সে :- "তিন দিন পেটে ভাত নাই,
তাড়াইয়া দেয় সবে, যা'র কাছে যাই।
চণ্ডাল বলিয়া লোক করে "দূর দূর"
চণ্ডালেরে কেন হেন নির্দ্দয় ঠাকুর ?"
শুনিয়া অনন্ত করি স্থান সম্মার্জ্জন
কাছে বসি' পরিতোষে করান ভোজন।

যাহা কিছু ছিল অন্ন দিয়া সব তা'রে
রহিলা পত্নীর সহ নিজে অনাহারে।
দ্বিতীয় দিবস দেখে, গ্রামের প্রান্তরে,
অনন্ত রোপেন বৃক্ষ আপনার করে।
চম্পক, অশ্বথ, বট, বকুল. রসাল,
রোপিয়া, বেষ্টনী মাঝে, দেন আলবাল।*
অঙ্গ হ'তে, দরদর, ঘর্ম্মধারা বয়;
নাহি তবু ক্লান্তি-বোধ, প্রফুল্ল হৃদয়।
জিজ্ঞাসিলে দুঃশাসন করিলা উত্তর,
"জীবের পরম বন্ধু যত তরুবর।
নিঃস্বার্থ হইয়া করে পর-উপকার,
কা'র (ও) কাছে নাহি চায় প্রতিদান তা'র।
কেহ দেয় পত্র, পুষ্প, কেহ দেয় ফল,
ছায়াদানে করে কেহ পৃথিবী শীতল।
ওষধি, ঔষধরূপে এই তরুগণ
নিজদেহ দিয়া রাখে জীবের জীবন।
পরমা প্রকৃতি যিনি, ব্রহ্মাণ্ড-ঈশ্বরী,
তাঁহার আদেশে আমি তরু-সেবা করি।
সেবায় ফলিবে ফল; সাধনা আমার,
সিদ্ধ হ'বে, সুনিশ্চিত, কৃপায় তাঁহার।

*আলবাল—বৃক্ষমূলে জলদানার্থ মৃত্তিকা-নির্ম্মিত আধার।

যতগুলি তরু আমি রোপিলাম আজ,
একটীও রক্ষা যদি পায় তা'র মাঝ,
একটী পথিক যদি তাহার ছায়ায়,
নিদাঘ-মধ্যাহ্নে শুয়ে, সুখে, নিদ্রা যায়,
একটী বিহগ তা'র ফলে তৃপ্ত হয়,
একটী ফুলের গন্ধ বায়ু যদি বয়,
বৃথাশ্রম, তবে, ভাই ! না হ'বে আমার ;
সংসারে যা' কিছু করি, সব(ই) পূজা তাঁর।"

তৃতীয় দিবস দেখে, মধ্যাহ্ন-সময়ে,
অনন্ত মন্দিরে যান মাতা, পত্নী লয়ে।
সঙ্গে আছে পূজাদ্রব্য, ধূপ, সর্জ্জরস, *
স্কন্ধে লয়েছেন এক জলের কলস।
আস্তৃত গমন-পথ তপ্ত বালুকায়,
কাতরা জননী পদ নিক্ষেপিয়া তা'য়।
তাই কলসের বারি যতনে লইয়া,
পতি, পত্নী, অগ্রে অগ্রে, যান ছিটাইয়া।
মন্দিরের অর্দ্ধ ভগ্ন সিঁড়ী আরোহণে,
কি জানি হুছট লাগে মাতার চরণে,
এই ভয়ে জননীরে ক্রোড়েতে তুলিয়া,
অনন্ত মন্দির মাঝে দেন পঁহুছিয়া।

---

* সর্জ্জরস—শাল বৃক্ষের নির্য্যাস অর্থাৎ ধূনা।

নিরখি' সকল লোক সবিস্ময়ে কয় ;
'হেন পুত্র, হেন বধূ কলিতে না হয়।'
দুঃশাসন অনন্তের হেরি' ব্যবহার
দূর হ'তে ভূমে পড়ি' করে নমস্কার।
আপন মাতার কথা পড়ে তা'র মনে,
গৃহে যায়, ছাড়ি' শ্বাস, সজল নয়নে।
ছিল দুই দল লোক হরিপুর মাঝে,
পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী তা'রা সর্ব্বকাজে।
সদসৎ-দোষ-গুণ না আনি' বিচারে
একে অন্যে দিত বাধা বিবিধ প্রকারে।
অনন্তের অনুরাগী হেরি' এক দলে,
ভাবিত অপর দল, বলে কিম্বা ছলে,
কিরূপে লাঞ্ছিত তাঁরে করিবে স্বগ্রামে,
নানা অপবাদ, তাই, দিত তাঁর নামে।
ঋণদাতা, এ দলের অগ্রণী হইয়া,
ভাবিত, কিরূপে তাঁরে দিবে তাড়াইয়া
হরিপুর হ'তে। যদি অন্য গ্রামে যায়,
ভদ্রাসন লইবার ঘটিবে উপায়।
অনন্ত সমাজচ্যুত হ'লে একবার,
অপমানে গ্রামে, তবে, না রহিবে আর।
তাই সে কহিত ;—"এই ভণ্ড যদি রয়,
সদাচার-ভ্রষ্ট গ্রাম হইবে নিশ্চয়।

গৃহ ত্যজি' একবার যে লয় সন্ন্যাস
নহে শাস্ত্রবিধি তা'র গৃহাশ্রমে বাস।
সন্ন্যাসীর জাতি নাই, না আছে আচার,
লুপ্ত তা'র পিণ্ডোদক, লোক-ব্যবহার।
কিরূপে এ হেন জন রহিবে সমাজে,"
প্রচারিত হ'ল কথা ক্রমে গ্রাম মাঝে।
সরল প্রকৃতি যারা ভাবে মিথ্যা নয়,
সন্ন্যাসীর গৃহে বাস উচিত না হয়।
ঘটিল সুযোগ; এক শ্রাদ্ধ-নিমন্ত্রণে
প্রতিপক্ষ দল স্থির করিল গোপনে;
উপস্থিত হইবেন গ্রামবাসী সবে,
কেবল অনন্ত ভট্ট অনাহুত র'বে।
এ সংবাদ যেইক্ষণে হ'ল প্রচারিত,
তুমুল কলহে গ্রাম হ'ল আন্দোলিত।
কত নিন্দা, কত কুৎসা হইল রটন,
হ'ল সমুদ্ধৃত কত শাস্ত্রের বচন।
মুষ্ট্যামুষ্টি, কেশাকেশি হইল কোথায়,
পাঁতি * দিয়া কত শাস্ত্রী লভিলা বিদায়।
শেষে হ'ল স্থির, মিলি' দেবীর অঙ্গনে,
নিজ নিজ মত দিবে গ্রামবৃদ্ধগণে।

---

* পাঁতি = ব্যবস্থা পত্র:

বহুজন বশীভূত আছিল তাহার,
ঋণদাতা ভাবে, মোর চিন্তা নাহি আর।
দেবীর মন্দির-দ্বার করি' উদ্‌ঘাটন
বসিল অঙ্গন মাঝে পল্লীবাসিগণ।
সম্মুখে করালা কালী ; তৃতীয় নয়নে,
বাহিরে অনল, যেন, হেরে সর্ব্বজনে।
উদ্যত কৃপাণে, যেন, ঝরে রক্তধার ;
ভাবে দুই দল, হেরি' অধর্ম্ম-আচার –
ক্রুদ্ধা দেবী ; তাই তাঁর এহেন মূরতি ;
দেখিব করুণা তাঁর হয় কা'র প্রতি।
বিতণ্ডা, বিতর্ক কত হ'ল যে সভায়,
নাহি প্রয়োজন তা'র দীর্ঘ বর্ণনায়।
কেহ কহে ;—"অনন্তের কি হইল দোষ,
অকারণ তা'র প্রতি কেন এত রোষ ?"
অন্য পক্ষ কহে ;—"তা'র কোন দোষ নাই,
কিন্তু মোরা শাস্ত্রমত চলিবারে চাই।
সন্ন্যাস-আশ্রম যেবা লয় একবার
সে পুনঃ হইবে গৃহী, একি ব্যবহার ?
মগ্নপ্রায় আর্য্যভূমি পাপ-সিন্ধু-জলে,
তোমরা কিহেতু চাও ডুবাতে অতলে" ?

কেহ কহে ;—"নিত্যানন্দ * লইয়া সন্ন্যাস,
করিয়াছিলেন, পুনঃ, গৃহাশ্রমে বাস।
এখনও আছে তাঁর বহু বংশধর,"
শ্রুতিমাত্র অন্য পক্ষ করিল উত্তর।
"নিতানন্দ প্রভু ছিলা বিষ্ণু অবতার,
তাঁর সনে অনন্ত কি যোগ্য তুলনার?
নীলকণ্ঠ করিলেন কালকূট পান,
করনা তোমরা, দেখি বাঁচে কিনা প্রাণ।"
প্রহর অবধি হেন মহাতর্ক হয়,
সাধারণ জন যত মৌনী হ'য়ে রয়।

দেবীর পূজারি এক প্রাচীন ব্রাহ্মণ,
কহিলেন সম্বোধিয়া, "শুন সর্ব্বজন!
দেখেছি স্বপন আমি, গত নিশাশেষে,
মূর্ত্তিমতী উগ্রতারা কহি'ছেন এসে ;
অনন্ত নির্দ্দোষ ; গুরু-আজ্ঞা-অনুসারে,
আসিয়াছে গৃহে ফিরি' ; আদরে তাহারে,
লও স্বসমাজে সবে।' এতেক কহিয়া,
অন্তর্হিতা হৈলা দেবী ; দেখ বিচারিয়া,

* শ্রীচৈতন্য দেবের সহচর নিত্যানন্দ,সন্ন্যাস-মন্ত্র গ্রহণ করিয়া, কিয়ৎকাল অবধূতের ন্যায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। পরে জাহ্নবী দেবীর পাণিগ্রহণান্তে পুনর্ব্বার সংসারাশ্রমে প্রবিষ্ট হ'ন। খড়দহের গোস্বামিগণ তাঁহার পুত্র বীরভদ্রের বংশধর।

কি কর্ত্তব্য আমাদের।” প্রতিপক্ষগণ,
কহিল অমনি ;—“হেন সহস্র স্বপন,
দেখি মোরা প্রতিদিন ; কোন্ পুণ্যবলে,
হেরিলে দেবীরে তুমি ? বুঝেছি কৌশলে,
চাহ সাধিবারে কার্য্য ; চলিবেনা ছল ;
স্বপ্ন তব অহিফেন-সেবনের ফল।”
অনন্ত জুড়িয়া কর কহেন সবায় ;—
“অপাংক্তেয় * কর মোরে ক্ষোভ নাহি তায়।
কিন্তু সকলের পদে এই ভিক্ষা চাই,
গ্রামে রহি’ যেন সবে সেবিবারে পাই।
বহু সুখ-স্মৃতিপূর্ণ এ গ্রাম আমার,
বায়ু, জল, তৃণ, তরু, ধূলিকণা তার
পবিত্র আমার নেত্রে। ইচ্ছা নাহি হয়,
এ গ্রাম ছাড়িয়া কোথা লইতে আশ্রয়।
অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য গ্রামে রহেছে ত কত,
আমারেও কোরো জ্ঞান তা’ সবার মত।
পিতা, পিতামহ প্রাণ ত্যজিলা যথায়,
ইচ্ছা মোর সেখানেই যেন প্রাণ যায়।”
ঋণদাতা দাঁড়াইয়া সর্ব্বজনে কয় ;—
“অধর্ম্ম-প্রস্তাব হেন শ্রুতিযোগ্য নয়।

* অপাংক্তেয়=এক পংক্তিতে উপবেশন ও ভোজনাদির অযোগ্য।

দেবী উগ্রতারা যথা করেন বিরাজ,
না পা'বে প্রশ্রয় সেথা হেন পাপ কাজ।
দৃষ্টান্তে তাহার অন্য অবিবেকিজন
করিবে তাহারি মত পাপ-আচরণ।
তার্কিক সে, যুক্তি, তর্ক তুলি নানামতে
লওয়াইবে যুবজনে আপনার পথে।
চাহিনা শুনিতে মোরা কা'র (ও) কোন কথা,
অনন্ত ছাড়িয়া গ্রাম যা'ক ইচ্ছা যথা।"
দুঃশাসন এতক্ষণ আছিল নীরবে,
দাঁড়াইল এইবার মৌনী হেরি সবে।
আরক্ত চন্দনে তার ললাট অঙ্কিত,
আরক্ত কুসুম-মাল্যে কণ্ঠ বিভূষিত।
পরিঘ * সদৃশ বাহু করি আস্ফালন
জলদ-গম্ভীর স্বরে কহিল বচন ;—
"জান সবে, বটি আমি দেবীর কিঙ্কর,
তাঁহার প্রসাদে কা'রে নাহি করি ডর।
দেবীর আদেশে আমি কহিতেছি সবে,
অনন্তের প্রতিপক্ষ যেই জন হ'বে,
ভুঞ্জিবে দেবীর ক্রোধ। অন্য দেবগণ
আজ্ঞাবর্ত্তী সবে তাঁর ; রুষ্ট হুতাশন

* পরিঘ — মুদ্গর।

দহিবেন গৃহ তা'র। ক্রুদ্ধ হ'লে পাশী *
গবী, বলীবর্দ্দ তা'র স্রোতে যাবে ভাসি'।
কুবের অদৃশ্যে করি' গদার প্রহার
বিচূর্ণিত করিবেন মস্তক তাহার।
এই বুঝি কর সবে যোগ্য আচরণ ;"
এতবলি অনন্তের বন্দিলা চরণ।

ইঙ্গিতে যা' দুঃশাসন কহিল তথায়,
না রহিল অবিদিত। অমনি সভায়
উঠিল অস্ফুট ধ্বনি। সবে পরস্পরে
জিজ্ঞাসয়ে, হেন কর্ম্ম কা'র ইচ্ছা করে।
কেহ বলে, "আমি তা'রে দিব নিমন্ত্রণ।"
কেহ বলে, "তা'র গৃহে করিব ভোজন ;"
সবাই নিরীহ, সেথা। বুঝি' অভিপ্রায়,
দলপতি যা'রা, তা'রা সভা ত্যজি' যায়।
ভঙ্গ হ'ল পল্লীসভা ; নির্ব্বিকার মনে
অনন্ত আসিলা ফিরি' আপন ভবনে।

ধিক্‌রে সমাজ! তোরে ধিক্ শতবার।
দুর্ব্বলের প্রতি তোর যত অত্যাচার!
সমর্থ, সবল তোরে লাঙ্ঘে পদাঘাতে
তথাপি কুকুর সম ছুটিস্ পশ্চাতে।

* পাশী = পাশ অস্ত্রধারী বরুণ।

পঞ্চম অধ্যায়।

সৃষ্টি-প্রকরণ।

(১)

অনন্ত ব্যাপৃত এবে আপনার কাজে,
নাহি প্রতিবাদী তাঁর হরিপুর মাঝে।
শুনি' তাঁর অধ্যাপন
মুগ্ধ হয় ছাত্রগণ,
দূরগ্রাম হ'তে আসি' হয় উপনীত ;
গৃহ তাঁর শাস্ত্রপাঠে সদা মুখরিত।

(২)

দুর্ল্লভ ঔষধ বহু রহি' হিমালয়ে
শিখিলা যা' গুরুস্থানে, বীতকাম হয়ে,
বিতরেন রোগিজনে
কৃতার্থ গণিয়া মনে,
ধনী, দুঃখী সমবেত হয় তাঁর দ্বারে ;
রহে চিরঋণী ফল লভি' ব্যবহারে।

(৩)

নিত্য সদাব্রত তাঁর স্থাপিত ভবনে ;
বুভুক্ষু কখন(ও) নাহি ফিরে অনশনে ;
ভোগের প্রসাদ লয়ে
গৃহে যায় হৃষ্ট হয়ে,
মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে কত অন্ধ, পঙ্গুজন ;
সবে বলে, 'জয় জয় লক্ষ্মী-জনার্দ্দন।'

(৪)

নাহি অর্থ, নাহি চিন্তা, নাহি উপার্জ্জন,
উদ্যানের তরু ক'টী মাত্র আলম্বন। *
অথচ অভাব নাই,
অঙ্গনে না হয় ঠাঁই,
এত দ্রব্য, নিত্য নিত্য, আসে ভারে ভার,
অন্নদা আপনি যেন পূরেন ভাণ্ডার।

(৫)

গোপ আনে দধি, দুগ্ধ ; কৃষক তণ্ডুল ;
গ্রাম্যলোক ক্ষেত্র হ'তে দেয় ফল, মূল।
ব্যাধিমুক্ত ধনিজন
অযাচিত দেন ধন,
দেন বস্ত্র, অলঙ্কার ; নিরখিয়া সতী,
লক্ষ্মী-জনার্দ্দনে দেন পুলকিত মতি।

* আলম্বন—আশ্রয় বা অবলম্বন।

(৬)

সঞ্চয়ের কথা নাহি স্থান পায় মনে,
মুক্তহস্ত দরিদ্রের অভাব মোচনে।
নিত্য গৃহে আসে যাহা,
নিত্য ব্যয় হয় তাহা,
জিজ্ঞাসিলে কেহ, ক'ন ;—"চিন্তা কর দূর,
কল্যের যা' প্রয়োজন জানেন ঠাকুর।"

(৭)

পতি, পত্নী, মাতা ক্লান্তি না জানেন কেহ,
জীবের সেবায় সম-সমর্পিত দেহ।
যথা সহি' রোগ, শোক
আর্ত্তনাদ করে লোক,
বধূ সনে গিয়া মাতা দাঁড়ান তথায়,
মধুর বচনে তৃপ্ত করেন সবায়।

(৮)

নিদারুণ পুত্রশোক পাশরিয়া সতী,
করেন তা' প্রাণপণে, তুষ্ট যাহে পতি।
জননী সদৃশী হয়ে,
পীড়িত ছাত্রেরে লয়ে,
দেন পথ্য, দেন অঙ্গে বুলাইয়া হাত ;
সজল নয়নে তা'রা করে প্রণিপাত।

(৯)

দূরাগত ছাত্র রহি' অনন্তের ঘরে
লভি অন্ন, বস্ত্র পাঠ সমাপন করে।
বিদায়-দক্ষিণা দিতে
আসে সবে ; হৃষ্টচিতে,
গুরু কন :—"যাও, বৎস ! আপনার গ্রামে
স্থাপ গিয়া চতুষ্পাঠী তব পিতৃনামে।

(১০)

জেন সেই মাত্র গুরু-দক্ষিণা তোমার,
অগ্রাহ্য অপর সব। মনে রেখ আর,
কভু যেন নিরাশায়
বিদ্যার্থী না ফিরে যায়,
অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য হ'ক কোরো বিদ্যা দান
সর্ব্বজীবে সমদৃষ্টি জেন ভগবান।

(১১)

রবি, শশী প্রতি বস্তু করেন উজ্জ্বল,
হউক চন্দন কিম্বা হউক তা' মল।
পবিত্রতা মূর্ত্তিমতী,
হের দেবী ভাগীরথী
সুগন্ধ কুসুম, তথা, শব বিগলিত,
সমভাবে, বক্ষে ল'য়ে হ'ন প্রবাহিত।

(১২)

অজ্ঞান-তমসাবৃত এবে আর্য্যভূমি,
মুহূর্ত্তের তরে বৎস! ভুলিও না তুমি।
যা'রে পা'বে দিও জ্ঞান,
না চাহিও প্রতিদান,
রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ-সংস্কার
সকলের মূলে জেন জ্ঞানের বিস্তার।

(১৩)

অবিভেদে দ্বিজ, শূদ্র বুঝায়ো সকলে,
ভারতের এ দুর্দ্দশা অজ্ঞতার ফলে:
দাসত্ব, দুর্ভিক্ষ, রোগ,
নিগ্রহ, লাঞ্ছনা-ভোগ
ঘটিবে, যাবৎ লোক র'বে উদাসীন
শিখা'তে তা' দিগে, যা'রা এবে জ্ঞানহীন।

(১৪)

অসঙ্কোচে শিখাইও পত্নীরে, মাতায়,
নিজ কুটুম্বিনীগণে; দোষ নাহি তা'য়।
কাতরা হেরিলে কা'রে
বুঝাইয়া বলো তাঁরে,
সীতা, শৈব্যা কি বেদনা সহিলা জীবনে
না হয় উজ্জ্বল মণি বিনা ঘরষণে।

(১৫)

কহিও পতির সনে দেবী অরুন্ধতী
সাধিলা কি উগ্র তপ ; লোপামুদ্রা সতী *
রাজার কুমারী হয়ে,
আরণ্য প্রদেশে র'য়ে
প্রচারিলা জ্ঞান, ধর্ম্ম অনার্য্যের মাঝে ;
দাক্ষিণাত্যে স্মৃতি তাঁর এখন(ও) বিরাজে।"

(১৬)

কৃষক, বণিক, বৈদ্য যে আসে যখন
দেন হিত-উপদেশ যোগ্য যে যেমন।
কোন শস্যে কোন্ সার
উপযুক্ত ব্যবহার,
কোন্ দেশে কোন্ দ্রব্য হয় উৎপাদন,
ঔষধের কিবা ক্রিয়া, রোগের লক্ষণ।

(১৭)

বিস্মিত হইত লোক হেরি' জ্ঞান তাঁর,
সর্ব্বসিদ্ধ তিনি বলি' করিত বিচার।
কহিতেন তিনি ;—"ভাই !
দৈবশক্তি মোর নাই ;

---

* লোপামুদ্রা দেবী বিদর্ভরাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; অগস্ত্যের সহিত দাক্ষিণাপথে বাস করিয়া ইনি, তথায়, আর্য্য-সভ্যতা ও জ্ঞান প্রচারে স্বামীর সঙ্গিনী হইয়াছিলেন।

মেধাগুণে, শ্রমফলে লব্ধ সমুদয় ;
অসাধ্য-সাধন-পটু এই গুণদ্বয়।

(১৮)

অনন্ত, সায়াহ্নে, কভু, দেবীর মন্দিরে,
করেন পুরাণ-পাঠ ; চতুর্দ্দিক ঘিরে
ব'সে নর, নারী যত,
নানা প্রশ্ন অবিরত
করে কৌতূহলে লোক ; সহাস্য বদনে
অনন্ত উত্তর দেন ; প্রীত সর্ব্বজনে।

(১৯)

যেমন শাস্ত্রের জ্ঞান, তেমনি ভকতি,
বুঝা'তে অল্পধী জনে তেমনি শকতি।
মধুর কণ্ঠের স্বর,
অঙ্গ-ভঙ্গী মনোহর,
চিত্রার্পিত প্রায় লোক শুনে দাঁড়াইয়া ;
পাঠ-শেষে যায় গৃহে পুলকিত হিয়া।

(২০)

একদিন করজোড়ে কহে দুঃশাসন ;—
"শুনিবারে চাহি মোরা সৃষ্টি-প্রকরণ।
নিষ্কাম, নির্গুণ যিনি
কেন সৃজিলেন তিনি

জড়জীবে পূর্ণ ধরা, যাহে, নিরন্তর,
সুখ দুঃখ, জন্ম মৃত্যু দ্বন্দ্বী পরস্পর।

(২১)

অপার করুণা যাঁর, অনন্ত শকতি,
কি হেতু নিষ্ঠুর তিনি সৃষ্ট জীব প্রতি ?
হেরি, কভু, অকস্মাৎ,
আসে মহা ঝঞ্ঝাবাত,
কভু ভূকম্পন, কভু উথলে সাগর,
দেয় প্রাণ, নির্ব্বিশেষে, পশু, পক্ষী, নর।

(২২)

একি রুদ্র-লীলা তাঁর ? যিনি দয়াময়
তাঁর রাজ্যে কেন এত অমঙ্গল হয় ?
পর্ব্বত-প্রমাণ দুখ
স্বল্প মাত্র হেথা সুখ,
কি হেতু এ বিশ্ব তিনি সৃজিলা এমন ?
দয়াময় তবে লোকে বলে কি কারণ ?

(২৩)

দেখি, হেথা, কত জন অধর্ম্ম-আচারে
লভে পদ, লভে ধন, প্রতিষ্ঠা সংসারে।
পরিশ্রমী সাধুজন
রহে করি অনশন,

অলস, অন্যের ধনে অধিকারী হয়ে
মহাসুখে যাপে কাল নানা ভোগ লয়ে।

(২৪)

কেন হেন বিধি তাঁর ? ইচ্ছামাত্র যিনি
পারেন নাশিতে বিশ্ব, কি কারণে তিনি
নিরখি' অধর্ম্মাচার
না করেন প্রতিকার *
কেমনে কহিব তাঁরে, ভবে, ন্যায়বান ?
বুঝাইয়া দাও তুমি, আমরা অজ্ঞান।"

(২৫)

অনন্ত কহেন তাঁরে, বিস্মিত অন্তর ;—
"একে একে দিব তব প্রশ্নের উত্তর।
শুন সৃষ্টি-প্রকরণ;
বহু ভ্রম নিরসন †
হ'বে তাহে ; অতঃপর জিজ্ঞাস্য যা' থাকে,
বুঝাইব, পুনর্ব্বার কহিলে আমাকে !"
এত বলি নবচ্ছন্দে আরম্ভিলা গীত ;
শুনে হরিপুরবাসী হ'য়ে পুলকিত।

"নীল মেঘমালে ঘিরেছে আকাশ,
আঁধার বেড়েছে বসুধা-তল ;

* প্রতিকার = প্রতিবিধান। † নিরসন = অপনোদন, দূরীকরণ।

ঘর ঘর ঘোর গরজে অশনি,
ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝরিছে জল।
ফণিনী-লীলায় দামিনী চমকে,
শোঁ শোঁ শোঁ শোঁ রবে ঝটিকা বয়,
ভাঙ্গি' তটভূমি, প্লাবিয়া পুলিন,
স্ফীত নদ, নদী ধাবিত হয়।
গিরিচূড়া হ'তে মহাবেগে স্রোত
পাষাণ-প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ছুটে ;
ফেন রাশি রাশি উথলে কোথাও,
ধূমাকারে কণা কোথাও উঠে।
প্রসারি' কলাপ শিখী নাচে সুখে,
বলাকা বিহরে জলদ-কোলে,
লভি' ধারা-জল পুলকিত প্রাণ,
ভেক ডাকে ঘন গম্ভীর রোলে।
কুটজ, কেতকী বিতরে সুবাস,
জল-ভরে নত বিটপিগণ ;
নব তৃণ-দলে শ্যামল প্রান্তর,
ঝিল্লী-রবে সদা মুখর বন।
মাঠ, বাট, * গ্রাম সলিলে পূরিত,
প্রবাসে পথিক চলে না আর ;

* বাট = পথ।

তপোবন মাঝে ক্ষীণ হোমানল,
অবরুদ্ধ কত কুটীর-দ্বার।
তীর্থ-পর্য্যটন ত্যজি' বহু ঋষি,
সমাগত এবে নৈমিষ মাঝে ;
নাহি অন্য কাজ, রত সঙ্কীর্ত্তনে,
মৃদঙ্গ, মন্দিরা, ত্রিতন্ত্রী বাজে।
প্রভাত, মধ্যাহ্ন প্রদোষ, নিশীথ
বিরাম, শয়ন নাহিক কা'র ;
কণ্ঠে কণ্ঠে শুধু উঠে হরিনাম,
ভুবন-পাবন, জীবন-সার।
পর্ণশালা এক, নব বিনির্ম্মিত,
বিরাজিছে শালপাদপ-মূলে ;
গোময়-লেপিত বেদী শোভে মাঝে,
পরিবৃত চারু পল্লব ফুলে।
মৃন্ময় প্রদীপ বিনাশে আঁধার,
উথলয়ে মৃদু ধূপের বাস ;
মহর্ষি মরীচি, বসিয়া তথায়,
ক'ন হরি-কথা কলুষ-নাশ।
'আপন আনন্দে আপনি বিভোর,
কারণ-স্বরূপে ছিলেন প্রভু ;
হইল বাসনা রচিব জগৎ,
মহাশূন্য হেন না র'বে কভু।

আলোক, আঁধার করিব সৃজন,
সৃজিব পবন, অনল, জল ;
আকাশ, পাতাল ভূধর, সাগর,
ফুল, ফল, লতা, পাদপ-দল।
উজলিবে নভঃ রবি, শশী, তারা,
সলিল জীবের জুড়াবে কায় ;
অমৃতের ধারা বরষিবে মেঘ,
বহিবে সুবাস মলয়বায়।
কোটি কোটি লোক করিব সৃজন
এক হ'তে ভিন্ন অপর হ'বে ;
পৃথক হইয়া রহিবে সদৃশ,
একই নিয়মে চলিবে সবে।
প্রতিলোক মাঝে নব উপাদান
রাখিব নবীন জীবের তরে ;
ইন্দ্রিয়-বিষয় লভি' নব নব
উপভোগ যেন হরষে করে।
সৃজিব অমর স্বরগ-ভুবনে,
মরতে বসা'ব মরতবাসী ;
দিব দুঃখ, সুখ, জরা, মৃত্যু, ব্যাধি,
আশা, অবসাদ, * রোদন, হাসি।

* অবসাদ—বিষাদ, নিরাশা।

অচেতন জড়ে করিব চেতন,
জীবন-শকতি করিয়া দান ;
লভিবে সে জড় ক্রম-বিবর্ত্তনে
অসীম শকতি, অসীম জ্ঞান।
পশু হ'তে ক্রমে জন্মিবে মানব,
নিজ প্রতিরূপ করিব তায় ;
নর জীব হ'য়ে অমরের মাঝে
দেখিব সে যেন রহিতে পায়।
জ্ঞানে, গুণে, ক্রমে, হ'বে সে উন্নত,
শাসিবে পৃথিবী আপন বলে ;
অনল, বিজলি পালিবে আদেশ,
প্রভুতা লভিবে অনিলে, জলে।
প্রকৃতির সাথে যুঝি' অবিরত
দিনে দিনে তা'র বাড়িবে জ্ঞান ;
যথা প্রয়োজন নানা দ্রব্য রচি'
সঙ্কটে, বিপদে লভিবে ত্রাণ।
দিব স্বাধীনতা করমে তাহার,
নিজ হিতাহিত বুঝিবে নিজে,
মান, অপমান, দুঃখ, শোক সহি'
শিখিবে কি ফল ধরে কি বীজে।
দিব বুদ্ধি, মন, রাখিবে স্ববশে
কাম, ক্রোধ, মোহ, ইন্দ্রিয়-দলে ;

বসি আত্মারূপে অন্তরে তাহার
দেখিব সে যেন সুপথে চলে।
হইবে সমাজ নরনারী লয়ে,
স্নেহে, প্রেমে বাঁধা রহিবে সবে ;
আপন বেদনা পাসরিবে একে,
হেরিবে অপরে ব্যথিত যবে।
জননীর প্রাণে দিব স্নেহ-সুধা,
সতী-প্রেমে বাঁধা রহিবে পতি ;
আপনি বসিব ভকত-হৃদয়ে
যদি হেরি তা'র আমাতে মতি।
রহি' এক লোকে অর্জ্জি' জ্ঞান, প্রেম
যাবে চলি' জীব অপর মাঝ,
তথা হ'তে পুনঃ যাবে ভিন্ন লোকে,
হয়ে সমুন্নত, সাধিয়া কাজ।
লোক লোকান্তর ভ্রমি' হেন জীব
আসি' মোর মাঝে লভিবে লয় ;
চির মিলনের সুখে হ'বে সুখী,
ঘুচিবে বিরহ-বেদনা, ভয়।
ইচ্ছাময় তিনি, শক্তি সীমাহীন,
হৃদয়ে বাসনা-উদয় সনে,
মহাশূন্য মাঝে সঞ্চারিল প্রাণ,
মূরতি-বিকাশ হইল ক্ষণে।

তেজ-বিকীরণে জন্মিল আলোক,
ঘনীভূত বাষ্প হইল জল ;
লভি' উপাদান তাপে, শৈত্যে, চাপে
জনমিল গ্রহ, তারকাদল।
নাশিতে আঁধার শশী, দিবাকর
আরম্ভ করিল কিরণ দান ;
অমৃতের ধারা বরষিল মেঘ,
বহিল সমীর বাঁচা'তে প্রাণ।
ফল-পুষ্পে ভরা জন্মিল অবনী,
কোটি কোটি জীব বসিল তায় ;
গিরি-শৃঙ্গ সম মহাবপু কেহ,
কেহ ক্ষুদ্র অণু সদৃশ কায়।
একজাতি হ'তে হইল অপর,
প্রভেদ জন্মিল দোঁহার মাঝে ;
সে প্রভেদ হ'তে ভিন্ন, ভিন্ন জাতি,
দেখা দিল সাজি' নবীন সাজে।
দেশ-কাল-ভেদে আকারে, অভ্যাসে
না রহিল কেহ কাহার (ও) মত ;
স্থল-জল-চর, গ্রাম-বনবাসী,
এইরূপে জাতি জন্মিল কত।
নিজ নিজ সুখ অন্বেষিয়া তা'রা
যথাযোগ্য স্থান লইল সবে ;

সবল দুর্ব্বলে করিল বিনাশ,
ধ্বংস কত জাতি হইল ভবে।
পশুধর্ম্ম সেই মানবের মাঝে
এখন (ও) রহেছে বিরাজমান ;
তা'ই রক্তপাত, তা'ই অত্যাচার,
এক অপরের লই'ছে প্রাণ।
কিন্তু পশু হ'তে জনমিছে দেব,
মরুমাঝে যথা জনমে জল,
তা'ই রাম, বুদ্ধ হয়ে আবির্ভূত,
করি'ছেন ধন্য ধরণীতল।
এইরূপে, ক্রমে, গঠিল সমাজ,
হ'ল রাজা, প্রজা, সুজন, চোর ;
যে যাহার কাজ লাগিল সাধিতে,
নিরখেন বিভু আনন্দে ভোর। *
প্রতি জীবে সদা রহি' বর্ত্তমান
যার যে বাসনা শুনেন হরি :
তাপিত, ব্যথিত যে আছ যথায়,
এস তাঁর পদে প্রণতি করি।"
অনন্ত কহেন ;—"এবে বুঝ, দুঃশাসন !
কি হেতু হইল এই বিশ্বের সৃজন।

* ভোর — বিভোর, আত্মহারা

আপন আনন্দ জীবে করিতে প্রদান
জড়মাঝে বিশ্বপতি সঞ্চারিলা প্রাণ।
করিলেন অমরত্বে অধিকারী তা'রে,
যেন সে পূর্ণতা, ক্রমে, লভিবারে পারে ?
যোগ্য উপাদান যত করিয়া সৃজন,
মনের সহিত করি' সম্বন্ধ স্থাপন,
জীবাত্মায় পাঠাইয়া দিলেন ধরায়,
যেন সে কল্যাণপথে অবিরাম ধায়।
স্ফুলিঙ্গ অনল হ'তে, যথা, ভিন্ন নয় ;
জীবাত্মা, পরাত্মা, তথা, অভিন্ন উভয়।
যোগী যথা শীতাতপে অক্লিষ্ট শরীর,
আত্মা তথা হর্ষামর্ষে * র'ন সদা স্থির।
রহি হেথা অবিচল মোহ, দুঃখ, শোকে।
জীবাত্মা লভেন শান্তি পশি' ব্রহ্মলোকে।
নির্গুণ শব্দের অর্থ গুণহীন নয় ;
গুণের অতীত তিনি, শাস্ত্রে এই কয়।
আপনি নিষ্কাম, মাত্র, জীবের মঙ্গলে
গুণের বিকাশ তাঁর, শ্রুতি এই বলে।
না ছিলাম মোরা এই বিশ্বে বর্ত্তমান,
সৃজিলেন, শুধু, কৃপাবশে ভগবান !

* অমর্ষ = ক্রোধ, বিদ্বেষ ; স্বাভিলষিত প্রতিঘাতে অসহন।

করিলেন সর্ব্ব-ইষ্ট-কল্যাণ-আধার,
নম তাঁরে, অযাচিত হেন দয়া যাঁর।
নহে সুখ স্বল্প, দুঃখ পর্ব্বত-প্রমাণ,
প্রত্যক্ষ করহ বিশ্বে কত তাঁর দান।
যে সুখ সমীর দেয়, দেয় যাহা জল,
বিহগ-সঙ্গীত দেয়, দেয় ফুল, ফল ;
দেয় মাতৃ-ক্রোড়, দেয় অপত্যে চুম্বন,
সমপ্রাণ দম্পতির মধুর মিলন ;
দেয় গুরু-উপদেশ, সেবা নন্দিনীর,
দেয় চির-সুহৃদের প্রেম সুগভীর ;
অধ্যয়নে, অধ্যাপনে যত সুখ হয়,
সমষ্টি করিলে তা'র তুচ্ছ হিমালয়।
কিন্তু কেহ, কভু তাহা না করে গণন ;
সুখ স্বল্প এই ভ্রমে ভ্রান্ত সর্ব্বজন।
শুধু কি নরের সুখ বিবেচ্য তোমার ?
আছে বিশ্বে কোটি, কোটি, কোটি প্রাণী আর,
তাহাদের তুলনায় মুষ্টিমেয় নর ;
সকলের সুখ চা'ন ব্রহ্মাণ্ড-ঈশ্বর।
প্রভাতে সাগরকূলে যাও কভু যদি,
হেরিবে সুখের সেথা না আছে অবধি।
লভি নব রবিকর তরঙ্গ-নিচয়,
সজীব, নর্ত্তনশীল বলি' জ্ঞান হয়।

সেথা কোটি, কোটি কীট, জলচর কত,
কুর্দ্দন-ধাবন-সুখ ভুঞ্জে অবিরত।
সহস্র সহস্র পক্ষী, মিলি' সমস্বরে,
কি আনন্দে, এক সাথে, কলরব করে।
হেরিলে তা' দিগে তব না হইবে মনে,
দুঃখ, ক্লেশ তিলমাত্র আছে ত্রিভুবনে।
নিশীথে কানন মাঝে করিলে গমন,
বুঝিবে কি সুখে সেথা র'হে প্রাণিগণ।
খদ্যোৎ আলোক দেয়, ঝিল্লী গায় গীত,
সুখে তরুশাখে ফুল হয় প্রস্ফুটিত।
নিশাপ্রিয় কত কীট, পতঙ্গ, তথায়,
তৃপ্ত পুষ্প-রসে ঘূরে নর্ত্তক-লীলায়।
সকল প্রাণীর সুখ করিয়া গণন,
'সুখ স্বল্প' বলিতে কি চাহ, দুঃশাসন ?
ইতর প্রাণীর সুখ কি ফল বিচারে ?
জিজ্ঞাসিলে কেহ আমি কহিতেছি তাঁরে।
সকলের স্রষ্টা যিনি, যিনি সর্ব্বময়,
তাঁর কাছে কীট, নর সমান উভয়।
ইতর বলিয়া তাঁর ঘৃণা নাহি কা'রে,
সুখী হ'ন নিজে, সুখী হেরিলে সবারে।
আছে সত্য আকস্মিক দৈব দুর্ঘটন,
কিন্তু তা'র (ও) মাঝে আছে শুভের মিলন।

যে ঝঞ্ঝা মুহূর্ত্তে দেশ করে ছারখার,
উষ্ণ বিষ-বায়ু ঘোচে প্রবাহে তাহার।
তা' না হ'লে কৃত প্রাণী পাইত বিলয়,
কত বীজ ধ্বংস হ'ত, ভূমি মরুময়।
মানব কেবল চায় সুখ আপনার,
অন্য কা'র (ও) তরে নাহি চিন্তামাত্র তা'র।
কিন্তু তৃণ, তরু, কীট, পশু, নর, নারী
বিধাতার করুণার সবে অধিকারী।
অবারিত করি নিজ সদাব্রত দ্বার,
স্বকরে সবারে তিনি যোগান আহার।
যে প্রাণী জনম ল'বে লক্ষ বর্ষ পরে,
আয়োজন করি'ছেন, আজ, তা'র তরে।
বজ্রপাতে, ঝঞ্ঝাবাতে, ভূকম্পে, প্লাবনে,
হয় পৃথ্বী শক্তিমতী জীবের পালনে।
যে কম্পনে লোকালয় হয় উৎসাদিত,
সিন্ধুগর্ভে হয় তাহে ভূমি সমুত্থিত।
কত কোটি কোটি জীব তাহে বাস করে,
ফলে, ফুলে, জনপদে কিবা শোভা ধরে।
প্রকাশয়ে ধ্বংসলীলা আগ্নেয় ভূধর,
কিন্তু তা'র ভস্মে হয় মৃত্তিকা উর্ব্বর।
পৃথিবীর পৃষ্ঠ দৃঢ়, সুস্নিগ্ধ, শ্যামল,
কিন্তু অভ্যন্তরে জ্বলে প্রচণ্ড অনল।

তরল আগ্নেয় সিন্ধু বিরাজে তথায়,
মাঝে মাঝে বিদারিয়া বাহিরিতে চায়।
তাই হয় অগ্নিস্রাব, হয় ভূকম্পন ;
না হইলে ধরাপৃষ্ঠ না হ'ত এমন।
দুর্ঘটনে যদি সৃষ্টি, যদি স্থিতি হয়,
সংহার ঘটিলে তাহে কি আছে বিস্ময় ?
র'বে সত্ত্ব, র'বে রজ, তম চলি' যা'বে,
এ হেন অদ্ভূত মত কোন্ শাস্ত্রে পা'বে ?
সুখ, দুঃখ যদি চাহ করিতে গণন,
লইও সমষ্টি, ব্যষ্টি * কোরো না গ্রহণ।
বল এবে যুক্তি মোর বিচারিয়া মনে,
স্রষ্টা কি সৃষ্টেরে ক্লেশ দেন অকারণে।
ধ্বংসকার্য্য স্বল্পকালে শেষ হ'য়ে যায়,
পালন-পোষণ-শেষ না হয় ধরায়।
যত জীব তাহা হ'তে উপকৃত হয়,
অপকৃত জীব-সংখ্যা কভু তত নয়।
প্রতি কার্য্যে আছে, জেন, শুভ বিদ্যমান,
পাইবে প্রত্যক্ষ, কোথা', পরোক্ষ প্রমাণ।:
মানবের অন্তর্লীন দুষ্প্রবৃত্তি-চয়,
দুঃখ-তাপ-কশাঘাতে সুসংযত রয়।

* ব্যষ্টি = পৃথকভাবে গণনা।

না রহিত দুঃখ যদি, বলবান জন
অনাথ দুর্ব্বলে আরও করিত পীড়ন।
না শিখিত দুষ্টজন শিষ্ট ব্যবহার,
উত্তেজনা-বশে হ'ত নানা অত্যাচার।
স্বজাতির কর্ম্মে নর যত দুঃখ পায়,
দৈব দুঃখ নহে সম তা'র তুলনায়।
এক যুদ্ধে হতাহত হয় যত জনে,
নাহি হয়, তত কোন দৈব দুর্ঘটনে।
সৃষ্টিকার্য্য কোন দিন নাহি হ'বে শেষ,
অনিবার্য্য দুর্ঘটন, অনিবার্য্য ক্লেশ।
কিন্তু দেখ কত চেষ্টা করিতেছে নরে,
প্রকৃতির বিধ্বংসিনী শক্তিরোধ তরে।
কত যন্ত্র হইতেছে নিত্য উদ্ভাবন,
লক্ষ্য তা'র সুখবৃদ্ধি, দুঃখ-নিবারণ।
তুচ্ছ করি' স্রোতোবেগ, তীব্র ঝটিকায়,
কত তরী, নিরাপদ, সিন্ধুবক্ষে ধায়!
গৃহচূড়ে করি ধাতু-শলাকা স্থাপন,
বজ্রপাত হ'তে রক্ষা পায় গৃহিজন।
হয়ত সে দিন নহে দূরবর্ত্তী আর,
প্রতি দৈব দুর্ঘটনে হ'বে প্রতিকার।
যে বিদ্যুৎ নভোদেশ বিদারিত করে,
দাসী হ'য়ে, এবে, তাহা সেবিতেছে নরে।

যে স্রোত ভাসায় দেশ প্রচণ্ড প্লাবনে,
নিয়োজিত এবে তাহা গোধূম-পেষণে।
ব্যোম এবে বার্ত্তাবহ! শূন্যে, জলে, স্থলে,
বিজিতা প্রকৃতি, ক্রমে, মানবের বলে।
হয়ত ভূগর্ভস্থিত আগ্নেয় সাগর,
হয়ত সুদূরবর্ত্তী দীপ্ত দিবাকর,
বশীভূত মানবের উগ্র সাধনায়,
দিবে তেজ, দিবে দীপ্তি যেমন সে চায়,
নিজ প্রয়োজন মত! করিয়া বিচার
বল তুমি দুঃখে মাত্র পূর্ণ কি সংসার:
যে রোগ অসাধ্য বলি' ছিল পূর্ব্বে জ্ঞান,
অদৃশ্যে রহিত যাহা দেহে বর্ত্তমান।
যন্ত্রের সাহায্যে তাহা হ'তেছে গোচর,
যাতনায় কত শান্তি লভিতেছে নর।
অন্বেষিয়া জল, স্থল, ভূধর, কান্তার,
কত মহৌষধ নর করিছে প্রচার।
ছিল দুঃখ, তাই হেন শক্তির বিকাশ,
অন্যথায় হ'ত লোক অলস, উদাস।
বিনা শ্রমে চাহে সুখ অধিকাংশ জন;
উদ্বোধিতে তা' সবারে দুঃখের সৃজন।

যে অগ্নি প্রচ্ছন্ন রহে অরণি * ভিতরে,
ঋত্বিক ঘর্ষণে তাহা বহিষ্কৃত করে।
তাই বিশ্ব-যজ্ঞে,সেই ঋত্বিক-প্রধান,
করেছেন জীবগণে দুঃখ, তাপ দান।
নিয়মে চলিছে বিশ্ব, যথেচ্ছায় নয় ;
সে নিয়মে নাহি ঘটে কখন (ও) ব্যত্যয়। †
প্রতিজন চাহে যদি নিজ নিজ হিত,
সর্ব্ব শক্তিমান (ও) তথা হ'ন পরাজিত।
কৃষক বর্ষণ চায় শস্য হেতু তা'র,
কুম্ভ শুকাইতে রৌদ্র চাহে কুম্ভকার।
প্রতিবাসী দোঁহে ; বল, এ সকল স্থলে,
কা'র ইচ্ছা পরিপূর্ণ হ'বে কি কৌশলে।
গ্রহ, উপগ্রহ বদ্ধ যে মহাকর্ষণে,
ছাদ হ'তে প'ড়ে শিশু তাহারি কারণে।
তুমি কি বলিবে বিভু হ'লে দয়াবান,
না পড়িত শিশু, তা'র না যাইত প্রাণ।
সতর্ক রহিলে তা'র আত্মীয়, স্বজন,
অকালে শিশুর কভু না যেত জীবন।
আত্মকথা যদি কিছু নিবেদি' হেথায়,
কৃপাগুণে দোষ কেহ না ল'বেন তা'য়।

* অরণি = যজ্ঞীয় অগ্নি প্রজ্জ্বালনার্থ কাষ্ঠ।

† ব্যত্যয় = ব্যাঘাত, পরিবর্ত্তন।

বৃষ্টিজলে নিম্নভূমি হইলে প্লাবিত,
উচ্চভূমে আসে সর্প সবার বিদিত।
তাই এক সর্প আসি' আমার ভুবনে,
অন্ধকারে, শয্যাপার্শ্বে, আছিল গোপনে।
বালক তনয় মোর, নিদ্রার আবেশে,
হ'য়ত স্পর্শিয়াছিল তা'র পুচ্ছদেশে।
ক্রুদ্ধ সর্প করেছিল তাহারে দংশন,
ফলে তা'র ঘটেছিল শিশুর মরণ।
শিশুর কি ছিল দোষ ? সে ছিল নিদ্রিত ;
দোষ কি সর্পের ? জীব হ'লে উদ্বেজিত, *
যার যাহা অস্ত্র লয়ে আত্মরক্ষা করে ;
মৃগ করে শৃঙ্গে, ব্যাঘ্র দশনে, নখরে।
সর্পের কেবল অস্ত্র বিষদন্ত তা'র,
আত্মরক্ষা হেতু করেছিল ব্যবহার।
দোষ কি বিধির তবে ? অনন্ত শকতি,
যাঁর, তাঁর কি আক্রোশ হ'বে শিশুপ্রতি ?
সর্প-বিষ যে ঔষধ করে প্রতিকার,
হয়নি প্রয়োগ, তবে, দোষ কিবা তাঁর ?
সর্প, শিশু, বিশ্বস্রষ্টা কা'রও দোষ নাই,
কারণে জনমে কার্য্য, জন্মিয়াছে তাই।

* উদ্বেজিত = ক্রুদ্ধ, উত্ত্যক্ত।

কেন বিভু সৃজিলেন ক্রূর বিষধর,
জিজ্ঞাসহ কেহ যদি পাইবে উত্তর।
কিন্তু অগ্রে বল ; যদি ছাগমেষগণ
জিজ্ঞাসয়, কেন লোভী নরের সৃজন ?
আছে খাদ্য তাহাদের উদ্ভিজ্জ ত কত,
তবে কেন আমা সবে বধে অবিরত ?
কি উত্তর দিবে তা'র ? তরুলতাগণ
ক'রে সুখ-দুঃখ বোধ ? তারাও চেতন ;—
তাই বহু ঋষি, পাছে পায় তা'রা দুখ,
ভাবি' শাখা-ফল-ভঙ্গে ছিলেন বিমুখ।
পড়িত যে জীর্ণ পত্র ভূমির উপরে,
লইতেন তাহা মাত্র প্রাণরক্ষা তরে ;—
তা'রা যদি কহে, দুষ্ট ছাগমেষগণ,
নিরন্তর লয় যা'রা মোদের জীবন,
কি হেতু জন্মিল বিশ্বে ? দিবে কি উত্তর ?
দ্বন্দ্ব মৈত্রী, হিংসা প্রেমে চলে চরাচর।
ভিন্ন প্রকৃতির জীব যতদিন র'বে,
জিঘাংসা, বিরোধ কভু বিলুপ্ত না হ'বে।
সবে হ'লে একধর্ম্মী, সবে একাকার,
সৃষ্টির বৈচিত্র্য, তবে, না রহিত আর ?
তা' হ'লেও দ্বন্দ্ব নাহি হ'ত অবসান,
প্রত্যেকে না হ'ত যদি এক মনঃপ্রাণ।

রাখিও স্মরণে আরও ; সৃষ্টির নিয়মে,
এক জীব হ'তে বহু উপজয় ক্রমে।
সাম্যেতে বৈষম্য আছে ; এক উপাদানে,
জন্মে তাই ভিন্ন বস্তু বিধির বিধানে।
যে বীজ হইতে সর্প জন্মেছে ধরায়,
অন্য বহু জীব জন্ম লভেছে তাহায়।
সকলেই নহে সম, নহে বিষধর ;
ভূচর, খেচর কেহ, কেহ জলচর।
ক্রম-পরিণতি-সূত্রে বাঁধা ছিল সবে,
এক বিনা অন্য সৃষ্টি কিরূপে সম্ভবে ?
শিল্পী যথা সুরচিত মুকুতামালায়,
গাঁথে মুক্তা, যারপর যেটী শোভা পায়।
সেইরূপ যিনি বিশ্বে শিল্পীর প্রধান,
দিয়াছেন প্রতি জীবে যথাযোগ্য স্থান।
সৃষ্টি কার্য্যে প্রত্যেকের ছিল প্রয়োজন,
কেমনে সর্পেরে তবে করিবে বর্জ্জন ?
দুজ্ঞের্য় এ সৃষ্টিতত্ত্ব ; সংবৎসর যদি,
কহি আমি, তবু, তা'র না হ'বে অবধি।
স্রষ্টার উদ্দেশ্য চাহে বুঝিতে যেজন,
উচিত তাহার জড়-তত্ত্ব-আলোচন।

পরা বা অপরা বিদ্যা * সব খুঁজে তাঁরে,
বিদ্যা হ'তে ভক্তি হয় বিশুদ্ধা সংসারে।
জড়-সম্বন্ধিনী বিদ্যা অর্জ্জিবে যে যত,
চৈতন্যের নিদর্শন পাইবে সে তত।
লভি' তাঁর করুণার অসংখ্য প্রমাণ,
বিস্ময়ে রহিবে স্তব্ধ, হারাইবে জ্ঞান।
হেরিবে দাঁড়ায়ে তিনি ব্যাপি' চরাচর,
শুনিবে রোদসী † পূর্ণ করে তাঁর স্বর।
বুঝিবে, সন্দেহহীন, আপনার মনে
চলে বিশ্ব দয়া, ন্যায়, শক্তির মিলনে।
সুধায়েছ, দুঃশাসন! অধর্ম্ম-আচারে,
কেন পদ, মান লোক লভে এ সংসারে?
পরিশ্রমী সাধু কেন র'ন অনশনে?
অলস আনন্দে র'হে পরার্জ্জিত ধনে।
এ বিশ্বের ন্যায়বান বিচারক যিনি
কেন তা'র প্রতিকার না করেন তিনি?
কহিয়াছি পূর্ব্বে যাহা করহ স্মরণ,
সমষ্টি লইও, ব্যষ্টি কোরোনা গণন।

---

* পরা বা অপরা বিদ্যা = পরাবিদ্যা ব্রহ্ম-জ্ঞানসম্বন্ধিনী বিদ্যা; বেদ, উপনিষৎ, বেদান্তাদি শাস্ত্র হইতে অর্জ্জিতা বিদ্যা। অপরা বিদ্যা ব্যাকরণ, ছন্দ ইত্যাদি। এখানে প্রাণিতত্ত্ব, উদ্ভিদ-তত্ত্ব প্রভৃতি।

† রোদসী = আকাশ ও পৃথিবী।

সত্য কি সতত ঘটে অধর্ম্মের জয় ?
সত্য কি পাপের শাস্তি হেথা নাহি হয় ?
পরিশ্রমী সাধু জন সত্য কি সংসারে,
বিফল-প্রয়াস হ'ন ? র'ন অনাহারে ?
পাঠ কর ইতিহাস, জীবন-চরিত ;
দেখ তা'র প্রতি পৃষ্ঠে কি আছে লিখিত।
গণনা করিয়া বল শতের মাঝারে,
সাফল্য অধর্ম্মে কত, কত ধর্ম্মাচারে।
কত পরাক্রান্ত রাজ্য করি' পাপাচার
হয়েছে বিলুপ্ত, দেখ, চিহ্ন নাহি তা'র।
ভারত লাঞ্ছিত বটে, তবু, ভূমণ্ডলে
রহেছে যে, সে কেবল পূর্ব্ব-পুণ্য-ফলে।
ছিল পাপ, তাই শাস্তি ঘটেছে তাহার,
প্রায়শ্চিত্ত-অন্তে পুনঃ উঠিবে আবার।
ধর্ম্ম তা'র ছিল লক্ষ্য ; পতনের মাঝে,
উত্থান-লক্ষণ, তাই, এখন (ও) বিরাজে।
নিরখি' প্রতীতি তব হয় নাকি মনে,
অধর্ম্মের জয় কভু না হয় ভুবনে ?
নিজ শ্রম-গুণে সুখ যত জন পায় ;
অলস সুখীর সংখ্যা তত কি ধরায় ?
শ্রমার্জ্জিত শাক-অন্নে যত তৃপ্তি হয়,
আলস্যের চর্ব্ব্য, চূষ্য, কভু, তত নয়।

অনিদ্রা, অজীর্ণ-রোগ, অকাল-মরণ,
নহে কি আলস্য-সঙ্গী ? বল, দুঃশাসন !
শ্রমী না অলস, পৃথ্বী কে শাসন করে ?
তৃপ্ত হয়ে লোকমাতা * র'ন কা'র ঘরে ?
মরুর উত্তাপ আর মেরুর তুষার,
উপেক্ষিয়া, সমভাবে যা'রা, অনিবার,
ঐশ্বর্য্য, প্রভুত্ব নিত্য করে উপার্জ্জন,
দেশ দেশান্তরে করে সাম্রাজ্য স্থাপন,
শ্রমী না অলস তা'রা ? কি কহিব আর,
অলসের মিলে মুষ্টি, শ্রমীর ভাণ্ডার।
কখন ও যদ্যপি তুমি দেখ ব্যতিক্রম,
নিয়ম বলিয়া তাহা করিও না ভ্রম।
অধর্ম্ম, আলস্য হ'তে যে সুখ জনমে,
বিদ্যুৎ-চপল তাহা সৃষ্টির নিয়মে।
প্রেয় ত্যজি' শ্রেয় তাই করিতে গ্রহণ,
বলেছেন তত্ত্বদর্শী পূর্ব্ব-ঋষিগণ।
কেন যে পাপীরে ধ্বংস না করেন হরি
কহিব, বুঝহ তাহা প্রণিধান করি।
মানবেরে স্বাধীনতা করি' প্রভু দান,
দিয়াছেন তা'র সাথে হিতাহিত জ্ঞান।

* লোকমাতা = লক্ষ্মী।

স্বেচ্ছায় আপন পদ করিলে স্খলিত,
ঘটে দুঃখ, ক্রমে জ্ঞান হয় উদ্বোধিত।
না হয় আলোক-জ্ঞান আঁধার বিহনে,
জল বিনা স্থল-বোধ হইবে কেমনে?
পাপ পুণ্য, শ্রেয় প্রেয়, তাই বর্ত্তমান,
নির্ব্বাচন করি ল'ন যিনি প্রজ্ঞাবান।
যত কেন মতিভ্রান্ত হউক না নর,
পাপে মুক্ত হ'ক চা'ন বিশ্বের ঈশ্বর।
দয়াময় তিনি, তাই, অপূর্ণ মানবে,
না করিয়া ধ্বংস দেন অবসর সবে,
পাপ সংশোধন তরে। বালকে তোমার,
এক মুষ্ট্যাঘাতে পার করিতে সংহার।
কিন্তু সে কখন যদি করে কোন দোষ,
রাখ কি তাহার প্রতি অন্তহীন রোষ?
যদি সে শোধিত হয় আপন চেষ্টায়,
বল তুমি, পাওনা কি আনন্দ তাহায়।
সবার জনক যিনি, তিনিও, তেমতি,
পাপীরে হেরিলে শুদ্ধ প্রীত হ'ন অতি।
কিছুতেই সংশোধন নাহি হয় যা'র,
নিজ কর্ম্মফলে ধ্বংস অনিবার্য্য তা'র।
শুধু ন্যায়ে বিশ্ব যদি হইত শাসিত,
পৃথিবীর অর্দ্ধ জীব হ'ত তিরোহিত।

ব্যাঘ্র, ব্যাঘ্রধর্ম্মী নর সমান উভয়,
আছে প্রয়োজন, তাই, বর্ত্তমান রয়।
না রহিত দয়া তাঁ'র যদি ন্যায় সনে,
অস্তিত্ব মোদের লুপ্ত হইত ভুবনে।"
দুঃশাসন কহে ;—"মোর ঘুচিল সংশয়,
বুঝিলাম বিশ্বস্রষ্টা বটে দয়াময়।
তা' না হ'লে, জড়ে করি' সঞ্চারিত প্রাণ,
অখণ্ড আনন্দ কেন করিবেন দান।
বুঝিলাম এ সংসারে আছে বটে দুঃখ,
কিন্তু তুলনায় তা'র স্বল্প নহে সুখ।
বুঝিলাম দুঃখ, শক্তি-বিকাশের মূল,
বিনা নিষ্পেষণে ধান্যে না হয় তণ্ডুল।
বুঝিলাম দয়া সহ ন্যায়ের মিলনে,
জীবের মঙ্গল নিত্য ঘটিছে ভুবনে।
কি অপার কৃপা তাঁর, কি অসীম জ্ঞান!
যে চাহিবে যত, তত পাইবে প্রমাণ।
কিন্তু আমি ভাবি যবে, জনমে বিস্ময়,
একাধারে রুদ্র যিনি, তিনি দয়াময়!
সৌন্দর্য্য যাঁহার ব্যক্ত পূর্ণ শশধরে,
কোমলতা ব্যক্ত যাঁর কুসুম-নিকরে।
মাধুর্য্য যাঁহার ব্যক্ত জননীর স্তনে,
তিনি হেন পটু রুদ্রমূর্ত্তি-প্রকটনে।"

না হইতে কথাশেষ, সহসা, উঠিয়া,
প্রবীণা রমণী এক ক'ন সম্বোধিয়া :—
"রুদ্রমূর্ত্তি যদি তব না দেখা'তে তুমি,
হ'ত না কি হরিপুর অধর্ম্মের ভূমি ?
অনন্ত, তাড়িত হয়ে, যেত গ্রামান্তরে,
কে করিত ধর্ম্মচর্চ্চা ঘূরি' ঘরে ঘরে।
নাহি জানি শাস্ত্র, কিন্তু মন মোর বলে,
যিনি শিব, তিনি রুদ্র, * তাই বিশ্ব চলে।"
পরিতৃপ্ত সর্ব্বজন পুরাণ-শ্রবণে,
যা'ন গৃহে, প্রণমিয়া দেবীর চরণে।

---

* শিব = শুভদ, কল্যাণপ্রদ। রুদ্র = ভীষণ ; ভয়োৎপাদক।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

পরলোক

বসন্তে ফুটেছে ফুল,
গাহি'ছে বিহগ-কুল,
বরষে অমৃত মৃদু মলয় পবন ;
স্বর-সুধা ঢালি' কাণে
বহে নদী কলতানে,
বিমল জোছনালোকে উজল ভুবন ।
সহকার-শাখা 'পরে
বসিয়া পঞ্চম স্বরে
"কুহু কুহু" অবিরাম তুলে পিক তান ;
পাপিয়ার কণ্ঠস্বর,
ভেদ করি' নীলাম্বর,
মরতে বহিয়া আনে স্বরগের গান ।
অনন্ত পত্নীর সনে,
শুদ্ধ, সমাহিত * মনে,
বসেছেন আপনার অঙ্গনের মাঝে :

* সমাহিত = সমাধিনিষ্ঠ ; ভগবচ্চিন্তা-পরায়ণ ।

উভয়ের শির 'পরি,
নীলাকাশ দীপ্ত করি',
শশী সনে অগণন তারকা বিরাজে।
শোভা হেরি' পুলকিত,
তনু হ'ল রোমাঞ্চিত,
অনন্ত কহেন ;—"প্রিয়ে ! কর দরশন ;
পূজিবারে বিশ্বরাজে,
আজ কি অপূর্ব্ব সাজে,
সেজেছে প্রকৃতি, হেরি' জুড়ায় নয়ন।
শ্যামাঙ্গ কৌমুদীবাসে,
কিবা শোভা পরকাশে,
তারকা-মুকুতা-জালে ভূষিত কবরী ;
শুভ্র চন্দনের বিন্দু,
ভালে বিরাজিছে ইন্দু,
ঝিল্লী-রবে করে স্তুতি, পুষ্পাঞ্জলি ধরি'।
পুলকাশ্রু হিমজল
নেত্রে ঝরে অবিরল,
মলয় সমীর করে চামর ব্যজন ;
মঞ্জরিত সহকার,
বিতরি' সৌরভভার,
ধূপ-গন্ধে প্রমোদিছে বন, উপবন !

হেন শোভা নিরখিয়া,
কা'র নাহি ভুলে হিয়া,
ভক্তিভরে শির নত নাহি হয় কা'র ?
এস, প্রিয়ে! দুইজনে,
নমি তাঁর শ্রীচরণে,
প্রকৃতি, ভকতিভরে, পূজা করে যাঁর।"
নীরব হইলা পতি ;
প্রণমি' কহিলা সতী,
"দু' একটী কথা, নাথ! চাহি জিজ্ঞাসিতে।
কৃপায় দেছেন দীক্ষা,
দিন এবে যোগ্য শিক্ষা,
ঘুচাতে সংশয়-তম, ভ্রম নিরাসিতে। *
অই যে আকাশ মাঝে,
অসংখ্য তারকা রাজে,
কেহ রশ্মি-বিন্দুমাত্র, কেহ জ্যোতিষ্মান ;
আরক্ত, পিঙ্গল, পীত,
নানা বর্ণে আরঞ্জিত,
উত্তরে, পশ্চিমে, যাম্যে আছে বিদ্যমান :
ওরা কি জীবাত্মা সবে,
কর্ম্ম সমাপিয়া ভবে,
স্বরগপুরীতে এবে করি'ছে বিরাজ ?

* নিরাসিতে = দূর করিতে।

দেখি'ছে ওদের মাতা,
আত্মবন্ধু, জায়া, ভ্রাতা,
কি করি'ছে, রহি' এই মরতের মাঝ ?
স্মরণে কি হৃষ্ট তাঁ'রা,
বরষে কিরণ-ধারা,
মাঝে মাঝে সমধিক হয়ে সমুজ্জ্বল ?
বিস্মরণে হয় ম্লান,
নাহি করে জ্যোতিদান,
নিষ্প্রভ, মলিন, হয় নয়ন সজল ?
প্রশান্ত, নক্ষত্র হয়ে,
স্বরগ মাঝারে রয়ে,
দেখি'ছে কি মোরা তা'রে করি কি স্মরণ ?
বাছারে ! কি ক'ব আমি,
জানেন অন্তরযামী,
ইষ্টমন্ত্র মোর তোর নাম-উচ্চারণ।
না না কাঁদিব না আর,
বল, নাথ ! একবার,
ওরা কি ভূর্ভুবর্লোক, তপঃ, সত্য, জন ;
পুণ্যবান যথা রয়,
ধ্যানে অনুভূতি হয়,
সাযুজ্য * তাঁহার, যিনি চিদানন্দ ঘন।†

* সাযুজ্য = যোগ। † চিদানন্দ ঘন = নিবিড় জ্ঞান ও আনন্দরূপ।

শুনি প্রশ্ন, সবিস্ময়,
"উহারা জীবাত্মা নয়"
অনন্ত কহেন ;—ধীর মধুর বচনে,
"এই পৃথিবীর প্রায়,
উহারাও মহাকায়,
জড়পিণ্ড, আছে বদ্ধ অদৃশ্য বন্ধনে ;
তুষারে আবৃত কেহ,
অগ্নিময় কা'র (ও) দেহ,
আন্দোলিত কেহ নিত্য তীব্র ঝটিকায়
কেহ স্নিগ্ধ, সুশ্যামল,
আছে তাহে জল, স্থল,
আছে নদ, নদী, গিরি ; কেহ মরুপ্রায়।
বেড়ি' যথা দিবাকরে,
পৃথিবী ভ্রমণ করে,
পৃথিবীরে বেড়ি' শশী নিজ পথে ধায় :
সেইরূপ, অবিরত,
গ্রহ, উপগ্রহ যত,
নিজ সূর্য্যে বেড়ি' চলে বিভুর আজ্ঞায়।
আমাদের দিবাকর
নিজ হ'তে মহত্তর
বেড়ি' কোন(ও) সূর্য্যে শূন্যে ভ্রমি'ছে যেমন :

কোটি হেন দিবাকর,
বিরাজে গগন 'পর,
কা'র শক্তি পারে তাহা করিতে গণন।

ক্ষুদ্র জ্যোতির্বিন্দু প্রায়,
চর্ম্ম-চক্ষু হেরে যায়,
তা'রা সবে এক, এক দীপ্ত দিনকর;

আলোকে মিলায়ে রয়,
তিমিরে সুদৃশ্য হয়,
বিস্মিত, বিমুগ্ধ করি' ভক্তের অন্তর।

নহে সবে সমতুল,
কেহ সূক্ষ্ম, কেহ স্থূল,
আছে ভিন্ন উপাদান তা'দের মাঝারে;

বাষ্পমাত্র কা'র (ও) দেহ,
অগ্নি-স্রোত-পূর্ণ কেহ,
মর্ত্ত্য, জীব, সেথা, বাস করিতে না পারে;

কিন্তু মহাসিন্ধু তলে
যাঁহার নিয়ম-বলে
কোটি কোটি জীব, নিত্য, সুখে করে বাস;

কভু সেথা, ক্ষণ তরে,
বায়ু না প্রবেশ করে,
তথাপি তা'দের বহে নিঃশ্বাস, প্রশ্বাস।

সে দেশ আলোকহীন,
তবু লক্ষ লক্ষ মীন,
স্পর্শলব্ধ জ্ঞানে, ঘ্রাণে রক্ষে আপনায় ;
করে খাদ্য-অন্বেষণ,
অন্য জীবে আক্রমণ,
কর্ণে নাহি শুনে, নেত্রে দেখিতে না পায়।

সুমেরু, কি ভয়ঙ্কর !
অর্দ্ধ বর্ষ দিনকর,
সে দেশের নভোমাঝে না হ'ন উদয়।
হিমশিলা স্তূপাকারে
পাবে মাত্র দেখিবারে,
তুষার-ঝটিকা সদা মহাবেগে বয়।

তবু কত জীবগণ
করে সুখে বিচরণ,
যাঁহার নিয়মে, প্রিয়ে ! গ্রহতারা মাঝে।
অপূর্ব্ব কৌশল বলে
সৃজি, যোগ্য জীব দলে
তিনি রেখেছেন রত, নিজ নিজ কাজে।

হ'ক রুদ্রমূর্ত্তি দেশ,
তথাপি না হয় ক্লেশ,
অগ্নিতে না হয় ভস্ম, না হয় অঙ্গার ;

তুচ্ছ করি ঝটিকায়
যথা ইচ্ছা তথা ধায়,
নিস্পন্দ করিতে দেহ না পারে তুষার।
সে দেশে জন্ম লয়ে,
তা'রি উপযুক্ত হয়ে:
রহিতে শকতি বিভু করেন প্রদান;
সৃজন, পালন, লয়
যাঁহার ইচ্ছায় হয়,
কি অসাধ্য তাঁর? তিনি সর্ব্ব শক্তিমান।
উহারা জীবাত্মা নয়,
জেন তুমি সুনিশ্চয়,
গুণ-দ্রব্য-ভেদে ভিন্ন লোক হয় জ্ঞান;
যেবা যে লোকের যোগ্য,
যা'র যাহা কর্ম্মভোগ্য,
সে যায় তথায়, এই বিধির বিধান।
কেহ বা কর্ম্মের ফলে,
আসে ফিরি' ভূমণ্ডলে,
কর্ম্ম সমাপিয়া, পুনঃ, লোকান্তরে যায়;
গতাগতি এই মত
হয়, প্রিয়ে! অবিরত,
যতদিন ব্রহ্মে সত্ত্বা লোপ নাহি পায়।

দিতে পাপে পরিত্রাণ,
কৃপাসিন্ধু ভগবান,
নব ক্ষেত্রে নব কর্ম্ম করেন নির্দ্দেশ ;
পাছে গিয়া নবলোকে,
অতীতের দুঃখ শোকে,
মুগ্ধ রহে জীব, তাই স্মৃতি হয় শেষ।

জন্মান্তর-স্মৃতি যদি,
অবিলুপ্ত নিরবধি,
রহিত, জীবের কভু না হ'ত কল্যাণ ;
মায়া, মোহ, কাম, ক্রোধ,
শত্রুতার প্রতিশোধ-
প্রবৃত্তি রহিত তা'র মাঝে বর্ত্তমান!

কেমন সে নব ক্ষেত্র'
হেরেনি মানব-নেত্র,
বটে কিনা মর্ত্ত্য হ'তে অধিক সুন্দর ;
অকাল-মরণ-শোক,
সেথা নাহি জানে লোক,
কিম্বা তাহা শোকে, দুঃখে নিত্য জরজর ;
কিন্তু এ প্রতীতি হয়,
বিশাল জ্যোতিষ্কচয়,
শূন্য, প্রাণিহীন ওরা কখনও নয় ;

সূচ্যগ্রে র'হে যে জল,
তা'তেও জীবাণু দল,
হেরি যবে, নিরন্তর, বিরাজিত রয়।

যোগ্য কর্ম্ম-উপাদান,
রাখি' তাহে বর্ত্তমান,
জীবাত্মায় সেথা বিভু করেন প্রেরণ :

সাধি' আপনার কর্ম্ম,
আচরিয়া নিজ ধর্ম্ম,
করে আত্মা তথা হ'তে অন্যত্র গমন।

অপূর্ণ মানব-জ্ঞান,
তাই, করি' অনুমান,
না হেরি' নরক, স্বর্গ নানা কথা কয় ;

স্বরগে অমর-বালা,
পরি' পারিজাত-মালা,
বিহরে নন্দন বনে ; পিক কুহরয়।

ভীমমূর্ত্তি যমদূত,
ডাকিনী, পিশাচ, ভূত,
তথায়, নরকে শাস্তি দেয় পাপিজনে ;

নরের প্রকৃতি যাহা,
ব্রহ্মে আরোপয়ে তাহা,
পতিত-পাবন তিনি না পড়ে স্মরণে।

এইমাত্র জেন স্থির,
ধ্বংস হয় এ শরীর,
আত্মার বিধ্বংস, প্রিয়ে! কদাপি না হয়;
যা' কিছু কল্যাণ-মূল,
উন্নতির অনুকূল,
লোক লোকান্তরে তা'র সাথে সাথে রয়।

পার্থিব দৃষ্টান্ত দিয়ে
বুঝা'ব তোমারে, প্রিয়ে!
যদি তুমি ক্ষার জল করিয়া গ্রহণ,
উত্তপ্ত করহ তা'রে,
উঠিবে তা' বাষ্পাকারে,
শৈত্যে পুনঃ জলরূপ করিবে ধারণ।

শুদ্ধ, সুনির্ম্মল যাহা
বাষ্পরূপী হ'বে তাহা,
আধারে পড়িয়া র'বে অবিশুদ্ধ মল;
আপন কিরণ দিয়া
লবণাম্বু আকর্ষিয়া,
এইরূপে, দেন রবি সুধাসম জল।

ভ্রমি' লোক লোকান্তরে
আত্মা নব বেশ ধরে
নব কর্ম্ম-গুণে, হেন, মলহীন হয়;

যায় পাপ, তাপ, রোগ,
করে নিত্যানন্দ-ভোগ,
পূর্ণব্রহ্ম সনাতনে শেষে পায় লয়।

যদি পুনঃ কর্ম্মফলে
আসে এই ভূমণ্ডলে,
অতীতের স্মৃতি তা'র লুপ্ত হ'য়ে যায়;

না চিনে আপন জনে,
শত্রু, মিত্র নাহি গণে,
দেখে পরস্পরে যেন অজ্ঞাতের প্রায়।

প্রশান্তের তরে আর
কেন ফেল আঁখিধার?
অসম্পূর্ণ ছিল কর্ম্ম, তাই, অল্প দিন;

রহিয়া সে ভূমণ্ডলে
স্বস্থানে গিয়াছে চলে,
যথাকালে, পরব্রহ্মে হইবারে লীন।"

শুনিয়া কহিলা সতী;—
"জীবাত্মার এই গতি,
হয় যদি, তবে, শোক না করিব আর;

প্রশান্ত এ মর্ত্ত্যে থা'ক
কিম্বা লোকান্তরে যা'ক,
আছে সে, বিশ্বাস হ'বে সান্ত্বনা আমার।

সত্য বটে বাঞ্ছা হয়,
যদি সে জনম লয়,
মোরা দোঁহে যেন হই মাতা, পিতা তা'র ;
আবার ধরিয়া বুকে,
চুম্ব দিই চাঁদমুখে,
"মা মা মা মা" বাণী তা'র শুনি পুনর্ব্বার।
কিন্তু বুঝিয়েছি মনে,
হেন সাধ অকারণে ;
সে হ'ক বা অন্য কেহ হ'ক পুত্র মোর ;
স্মৃতি যদি হয় লুপ্ত,
পরস্পর রহি' গুপ্ত,
নির্ব্বিশেষে হ'বে চিত্ত আনন্দে বিভোর।
তোমার মধুর বাণী
প্রাণে শান্তি দেয় আনি',
কিন্তু যত শুনি মোর তৃপ্তি নাহি হয় ;
আত্মার স্বরূপ যাহা,
ব্যাখ্যান করিও তাহা,
প্রজ্ঞাদৃষ্টি * ঋষিমুখে শাস্ত্র যাহা কয়।

* প্রজ্ঞাদৃষ্টি, প্রজ্ঞা—প্রকৃষ্ট জ্ঞান ; প্রজ্ঞাদৃষ্টি=জ্ঞাননেত্র ; শাস্ত্রার্থ হইতে অর্জ্জিত জ্ঞানসম্পন্ন।

জননী আমার তরে,
আছেন অপেক্ষা করে,
যাই এবে, পদ তাঁর করিতে সেবন ;
যখন সুযোগ হ'বে
কহিও আমারে তবে,
চাহি আমি আত্মতত্ত্ব করিতে শ্রবণ।"

সপ্তম অধ্যায়।

আত্মা ও পরমাত্মা।

সমাপ্ত আরতি ; যত অভ্যাগত জন,
প্রসাদ লইয়া গৃহে করেছে গমন।
অনন্ত, জ্যোছনালোকে, বসিয়া অঙ্গনে,
কহিছেন নানা কথা জননীর সনে।
কখন(ও) সুধান মাতা, "শুনি লোকে বলে,
সন্ধ্যার আরতি-বাদ্য আসে হিমাচলে,
কৈলাস হইতে। গিরি কাঁপে থরথর,
নাচে যবে ভূতগণ শিবের কিঙ্কর।
তুই বাবা! কখনও কি শুনেছিস তাহা,
অথবা কল্পনামাত্র লোকে কহে যাহা।"
অনন্ত কহেন ; "মাতঃ! কি ভাগ্য আমার,
শুনিব যে বাদ্যধ্বনি শঙ্কর-পূজার।
শুনিতাম বটে করি' পূর্ণিত অম্বর,
উঠে যেন অনাহত * ওম্ ওম্ স্বর!

---

* অনাহত = কোনও রূপ যন্ত্রাদির বিনা সাহায্যে উৎপন্ন ; স্বভাব-সম্ভূত।

শুনিতাম তাহা মোর হৃদয় ভিতরে,
মন্দাকিনী-কল-কলে, পত্রের মর্ম্মরে।
আরতির শব্দ কা'রও শ্রুতিলভ্য নয়"
এইরূপ দুই জনে নানা কথা হয়।
শাশুড়ীর কাছে বসি বধূ গুণবতী,
গাঁথি'ছেন পুষ্পমাল্য, হরষিত মতি।
কল্যুৎসব পরদিন ; লক্ষ্মী জনার্দ্দনে,
সাজা'বেন মনোমত পুষ্প-আভরণে,
তাই নিজ করে করি' কুসুম চয়ন,
গাঁথিছেন চারুহার। সুধাংশু-কিরণ,
পড়িয়াছে অনন্তের মুখের উপরে ;
শ্বশ্রূ, বধূ দুইজন, অতৃপ্ত অন্তরে,
হেরিছেন বার বার। স্বভাব-সুন্দর
সে মুখ, এখন, যেন, আরও মনোহর,
হয়েছে, আরতি-শেষে ; সন্ধ্যা-বন্দনায়,
লব্ধ পরাজ্যোতি * তাহে ফুটি' বাহিরায়।
ভাবেন জননী মোর সার্থক জীবন,
হেন পুত্রে গর্ভে তাই করেছি ধারণ।
না জানি বিধির কিবা করুণা অপার,
হারানিধি তাই মোরে দেছেন আবার।

* পরাজ্যোতি = অপার্থিব দীপ্তি বা কান্তি।

মুগ্ধচিত্তে পতিমুখ নিরখিয়া সতী,
বিচারেন, মোর সম কেবা ভাগ্যবতী।
তবু সে আনন্দ মাঝে উঠে দীর্ঘশ্বাস,
ভাবি, বুঝি, পাছে ল'ন আবার সন্ন্যাস।
কহেন জননী ঃ—"আজ নাহি অন্য কেহ ;
নাহি শিরঃপীড়া মোর, সুস্থ আছে দেহ।
আছে অবসর ; তুমি বুঝাও আমায়,
কি পার্থক্য মন আর জীবের আত্মায়।
দুই আছে বর্ত্তমান জীবের ভিতর,
কা'র কি বিশিষ্ট কার্য্য নহে সুগোচর।
জনকের মুখে তব করেছি শ্রবণ,
আছে ভিন্ন মত, ভিন্ন শাস্ত্রের বচন।
নাস্তিক চার্ব্বাক নাকি গিয়াছেন বলি'
শরীর-ধ্বংসের সঙ্গে দুই যায় চলি'।
বাদ, প্রতিবাদ শুনি' ফল কিছু নাই :
প্রামাণ্য, সঙ্গত যাহা বল তুমি তাই।
বউমাও, শুনিয়াছি, চাহে জানিবারে,
আত্মার স্বরূপ তুমি বুঝাও তাহারে।
প্রশান্তের তরে তা'র শান্তি নাহি মনে,
চাহে যেন ছুটিবারে তা'র অন্বেষণে।
পরলোক-কথা যদি শুনিতে সে চায়,
বল তুমি, মন তা'র যাহে শান্তি পায়।

আর(ও) বাবা! বল, সেই পরম-ঈশ্বর,
কেমনে হবেন মোর চিত্তে সুগোচর।
শোকে, তাপে শুষ্ক মোর হয়ে গেছে প্রাণ:
পা'ব না কি কৃপা তাঁর? পা'ব না কি ত্রাণ?
পাষাণীরে করেছেন তিনি ত উদ্ধার,
মোর প্রতি কৃপা তবে হ'বে না কি তাঁর?
কেহ কহে কর্ম্মে মুক্তি, কেহ কহে জ্ঞানে,
কেহ কহে মুক্তি হয় নিরালম্ব-ধ্যানে।
আমি অজ্ঞ; ধ্যান, জ্ঞান, কর্ম্ম মোর নাই:
পা'ব না কি মুক্তি তবে? সদা ভাবি তাই।
যে জন, কখন (ও), তাঁর দরশন পায়,
সে নাকি সংসার হ'তে মুক্ত হয়ে যায়।
না জানি এমন ভাগ্য হ'বে কি আমার,
সংসারে রহিয়া পা'ব দরশন তাঁর।
আমারে যদ্যপি দেখা নাহি দেন হরি,
এই মাত্র চাই, তিনি, করুণা বিতরি',
হ'ন মোর উপলভ্য। যা আছে উপায়
বল্ তুই, প্রাণ মোর জানিবারে চায়।"
অনন্ত কহেন:—"অগ্রে, কর, মা! শ্রবণ,
আত্মা, মন উভয়ের বিশিষ্ট লক্ষণ।
কহিব, পশ্চাতে, জীব কোন সাধনায়
উপলব্ধি করে সেই পরম আত্মায়।

উপলব্ধি, দরশন ভিন্ন দুই নয় ;
নয়নে দর্শন, জ্ঞানে উপলব্ধি হয়।
যা' কিছু জগতে হের, সূক্ষ্ম কিম্বা স্থূল,
উদ্ভূত তা' ব্রহ্ম হ'তে, তিনি বিশ্ব-মূল।
এক, জড় দেহধারী, অজড় অপর
এই দু'য়ে গড়েছেন বিভু চরাচর।
জড় দেহধারী বিশ্বে আকাশ, ভূতল,
জীবের শরীর, ঘট, পট, ফুল, ফল।
অজড়ের নাহি দেহ ; অস্তিত্ব তাহার,
হয় অনুভূতি মাত্রে অন্তর মাঝার।
ভিন্ন ভিন্ন গুণ, মাতঃ! আছে জড় মাঝে,
রূপ, রস, গন্ধ আদি তাহাতে বিরাজে।
চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা, ত্বক্ হ'তে হয়,
তা'দের অস্তিত্ব-বোধ। অজড় উভয়,
আত্মা, মন ; কিন্তু নহে দোঁহার ধরম
সমতুল্য ; করে তারা বিভিন্ন করম।
পার্থিব দৃষ্টান্ত এক করি' প্রদর্শন,
বুঝাইব উভয়ের কা'র কি লক্ষণ।
অনলে উত্তপ্ত জল, ধরি' বাষ্পাকার,
উৎপাদন করে বেগ ; প্রভাবে তাহার,
সুবিপুল লৌহযান, বায়ুবেগে ধায় ;
আরোহী সচ্ছন্দে র'ন আসীন তাহায়।

বাষ্প, বেগ, লৌহযান ভিন্ন পরস্পর,
তথাপি সম্বন্ধ আছে তা'দের ভিতর।
বাষ্প বিনা বেগ কভু উদ্ভূত না হয়,
বিনা বেগ স্থানু সম যান পড়ি' রয়।
বাষ্প, বেগ দুই ব্যর্থ না রহিলে যান ;
এক বিনা অন্য দুই পঙ্গুর সমান।
শরীর যানের তুল্য ; ইন্দ্রিয় নিচয়,
বাষ্পের সদৃশ তাহে বর্ত্তমান রয়।
মন তুলনার যোগ্য হয় বেগ সনে,
নাহি জন্মে বাষ্পরূপ ইন্দ্রিয় বিহনে।
বাষ্প যদি অসংযত রহে বাষ্পাধারে,
চূর্ণ হয় যন্ত্র, বেগ জন্মিতে না পারে।
ইন্দ্রিয়ও, তথা, যদি সংযত না রয়,
অনর্থ, বিপত্তি বহু দেহে উপজয়।
আরোহী নহেন বাষ্প, নাহি হ'ন যান,
অথবা যানের বেগ ; উচ্চ তাঁর স্থান।
অপর তিনের ধ্বংসে ধ্বংস নাহি তাঁর,
যথা ইচ্ছা নবযানে করেন বিহার।
আত্মা এই আরোহীর সদৃশ, জননি !
নহে তাঁর স্থান মাত্র এ ক্ষুদ্র ধরণী।
লোক লোকান্তরে যান বিধির ইচ্ছায়,
অবশেষে ব্রহ্মে তাঁর সত্তা লোপ পায়।

মন হ'তে আছে যে যে পার্থক্য তাঁহার,
পরিস্ফুট করি' তাহা বুঝা'ব এবার।
প্রথম পার্থক্য, মন আপনি অক্ষম ;
ইন্দ্রিয় বিহনে তা'র না রহে করম।
অক্রিয় ইন্দ্রিয় হবে, জীবের মরণে,
'মিলে দেহ-উপাদান, মহাভূত সনে,
মন তবে নাহি রহে, লুপ্ত হয়ে যায়,
কিন্তু হেন ধ্বংস কভু না ঘটে আত্মায়।
আত্মা অবিনাশী, তাঁর না আছে মরণ,
লোক হ'তে লোকান্তরে করেন ভ্রমণ।
প্রতিলোকে উপাদান রহে অনুকূল,
কোথাও বা সূক্ষ্ম তাহা ; কোথাও বা স্থূল ;
সহি' দুঃখ, ভুঞ্জি' সুখ, উপার্জ্জিয়া জ্ঞান,
আত্মা তথা হ'তে, পুনঃ, করেন প্রস্থান।
অনন্ত উন্নতি তাঁর ব্রহ্মের ঈপ্সিত,
ব্রহ্ম-সত্তা-গুণে আত্মা, তাই, সঞ্জীবিত।
নশ্বর দেহেতে আত্মা নিজে অনশ্বর,
সদা কাল নব, নিত্য, অজর, অমর।
মন চলে ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া অনুসারে,
দুষ্টেন্দ্রিয়ে বশীভূত করিতে না পারে।
করে ভোগ ; পরিণাম না করে বিচার ;
ধর্ম্মাধর্ম্ম-হিতাহিত বোধ নাহি তা'র।

আত্মা কিন্তু ইন্দ্রিয়েরে করিয়া শাসন,
প্রেয় ত্যজি শ্রেয় চা'ন করিতে গ্রহণ।
যায় মন ইন্দ্রিয়ের যতদূর গতি,
অতীন্দ্রিয় কর্ম্মে তা'র না আছে শকতি।
আত্মা কিন্তু প্রজ্ঞাবলে করেন দর্শন,
নেত্রের অদৃশ্য যাহা ; করেন শ্রবণ
শ্রোত্র যাহা কখনও শুনিতে না পায়,
মনের অলভ্য শক্তি বিরাজে তাঁহায়।
পরমাত্মা আত্মা মাঝে করেন বিরাজ,
উপলভ্য হ'ন তিনি ইন্দ্রিয়-সমাজ.
বহির্ম্মুখ হ'তে যবে অন্তর্ম্মুখে ধায়,
[illegible] সুনিশ্চল, বাহ্য বিষয় না চায়।
মন তবে রহে স্তব্ধ, কর্ম্ম-অবসানে ;
আত্মা উপলব্ধি ব্রহ্মে করেন প্রজ্ঞানে। *
আত্মার স্বরূপ নাতঃ ; ব্যক্ত করা যায়,
পরমাত্মা, ব্রহ্ম, ন'ন বক্তব্য ভাষায়।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড এই রচনা তাঁহার,
তাঁহার নিয়ম-বলে চলে এ সংসার।
সনাতন তিনি ; নাহি বৃদ্ধি, নাহি ক্ষয়,
সর্ব্বজ্ঞ, সচ্চিদানন্দ, দীন-দয়াময়।

* প্রজ্ঞানে = প্রকৃষ্ট জ্ঞানে. ভগবৎ-কৃপায় লব্ধ আস্তিকী বুদ্ধিতে।

বিরাজিত র'ন তিনি আত্মার মাঝারে,
মন তাঁয় উপলব্ধি করিতে না পারে।
প্রতি জীবাত্মায় তিনি যদি বর্ত্তমান,
কেন তাঁরে হেরে, শুধু, যারা জ্ঞানবান ;
জিজ্ঞাসহ যদি, তবে, শুন প্রত্যুত্তর ;
প্রতিজল-কণে প্রতিবিম্বিত ভাস্কর।
কিন্তু শুদ্ধ জলে যথা বিম্বপাত হয়,
সমল সলিলে তথা ঘটিবার নয়,
অজ্ঞতায় অন্ধ, মুগ্ধ পাপ-বাসনায়,
হেন জন নাহি পারে হেরিতে তাঁহায়।
দুর্জ্ঞেয় স্বরূপ তাঁর, প্রজ্ঞাবান নরে,
একাগ্রতা গুণে মাত্র উপলব্ধি করে।"

কহিলা জননী :—"বাবা! বুঝিনু এখন
কি পার্থক্য উভয়ের। বিনশ্বর মন,
আত্মা অবিনাশী। মন ইন্দ্রিয়বিহনে
না হয় সমর্থ কোন কর্ম্ম সম্পাদনে।
আত্মা কিন্তু ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া-অবসানে
পারে ব্রহ্মে উপলব্ধি করিবারে ধ্যানে।
উভয়ে স্বতন্ত্র বটে ; উত্তরে তোমার,
হ'ল দৃঢ়ীভূত এক আজন্ম সংস্কার।
শুনি যুক্তি তব মোর হ'তেছে প্রত্যয়,
লোক লোকান্তর, তবে, কাল্পনিক নয়।

হয়ত গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ আছে বর্ত্তমান,
ভিন্ন নামে, ভিন্ন লোকে করে অধিষ্ঠান।
ব্রহ্ম লক্ষ্য সকলের ; ধ্যান-ধারণায়.
জ্ঞানিজন মাত্র করে উপলব্ধি তাঁয়।
বল এইবার সেই ব্রহ্মাণ্ড-ঈশ্বর,
কোন সাধনায় মোর হ'বেন গোচর।
কিন্তু, অগ্রে, বউমারে দাও বুঝাইয়া,
সে যাহা জানিতে চায়। উৎসুক হইয়া,
বুঝিতেছি, রহেছে সে। বল, মা! আমার,
কি আছে জিজ্ঞাস্য তব ? মন বা আত্মার
প্রকৃতি কিরূপ তুমি চাহ কি বুঝিতে ?
অসঙ্কোচে বল, লজ্জা নাহি সুধাইতে।"
কহিলেন বধূ ;—"আমি চাহি জানিবারে
আত্মা অবিনাশী কোন্ যুক্তি অনুসারে।
মন যথা ধ্বংস হয় জীবের মরণে
আত্মা যে না হয় ধ্বংস বুঝিব কেমনে।
কর্ম্ম হেতু আত্মা যদি লোকান্তরে যায়,
মন বিনা কোন্ কর্ম্ম সাধে সে তথায় ?
এই দুই প্রশ্ন মোর উঠে সদা মনে,
আর (ও) জানিবারে চাই পরমাত্মা সনে
জীবাত্মার কি সম্বন্ধ। অপূর্ণ মানব
কেমনে অন্তরে তা'র করে অনুভব

সেই পূর্ণ সনাতনে ? উভয়ের মাঝে
জ্ঞানে, প্রেমে ব্যবধান যখন বিরাজে,
কেমনে দোঁহার, তবে, হয় সম্মিলন ?"
অনন্ত কহেন :—"তুমি শুন দিয়া মন
প্রশ্নের উত্তর তব। চাহ শুনিবারে,
আত্মা অবিনাশী কোন যুক্তি অনুসারে।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যুক্তি এই, জীবাত্মার মাঝে,
অসীম আকাঙ্ক্ষা আর শকতি বিরাজে,
উপার্জ্জিতে জ্ঞান, প্রেম। একটী জনমে
করে সে অর্জ্জন যাহা আপন করমে,
অতি ক্ষুদ্র, স্বল্প তাহা ; ভাণ্ডার অক্ষয়,
জ্ঞানে সে, সম্মুখে তা'র বিরাজিত রয়।
ক্ষুধা দিয়া সন্তানেরে আহার্য্যে বঞ্চিত,
করেন জননী যদি, হয় কি উচিত ?
অনুপম স্নেহ যাঁর, বিশ্বমাতা যিনি,
পারেন কি নিজ সুতে বঞ্চিবারে তিনি ?
জ্ঞানার্জ্জন-স্পৃহা যদি রহে অবিরত,
অঙ্কুরে বিনাশ তা'র হয় কি সঙ্গত ?
অখণ্ড আনন্দ জীবে করিবারে দান,
সৃজেছেন তা'রে যেই বিভু কৃপাবান,
হেন কার্য্য কখনও না তাঁরে শোভা পায়,
হ'তে পারে অসুরের হেন অভিপ্রায়।

তাই মোর আছে মনে সুদৃঢ় বিশ্বাস.
আত্মা চিরজীবী, তা'র, না আছে বিনাশ।
অমর স্বরূপে ভ্রমি' লোক লোকান্তরে,
অর্জ্জনীয় যাহা আত্মা, ক্রমে, লাভ করে।
সুধায়েছ, আত্মা যদি লোকান্তরে যায়,
মন বিনা কোন্ কর্ম্ম সাধে সে তথায়।
যে বিধানে জন্মে মন এই ভূমণ্ডলে,
জন্মে মন লোকান্তরে সে বিধান বলে।
সেখানেও আছে হেন ইন্দ্রিয়-বিনয়,
মনের উৎপত্তি, সেথা, এরূপেই হয়।
হয়ত, সেখানে, বহু ইন্দ্রিয় তাহার,
মর্ত্ত্যে যাহা অগোচর, জ্ঞানের ভাণ্ডার
উন্মুক্ত করিয়া দেয়; সেই জ্ঞান লয়ে
অন্য লোকে যায় আত্মা জ্ঞানলুব্ধ হ'য়ে।
এইরূপে জ্ঞান তা'র পূর্ণ হয় যবে,
পরব্রহ্ম মাঝে আত্মা লয় পায় তবে।
প্রত্যেক জনমে, ধরি নব কলেবর,
নব মন লয়ে কর্ম্ম করে নিরন্তর।
গীতার অমৃত বাণী করিলে স্মরণ
বুঝিবে প্রামাণ্য কিনা আমার বচন।
বলেছেন দ্বৈপায়ন, যেইরূপ নরে
ত্যজি জীর্ণ বস্ত্র নব পরিধান করে,

সেইরূপ জীর্ণ দেহ করিয়া বর্জ্জন
আত্মা নব নব দেহ করেন গ্রহণ। *
যে লোক যেমন, দেহ সেইরূপ হয়,
হ্রস্ব, দীর্ঘ, সূক্ষ্ম, স্থূল নানাভাবে রয়।
লোকে বলে, গন্ধর্ব্বের রূপ মনোহর,
বিকট পিশাচ, অশ্ব-বদন কিন্নর।
মানবের অগোচর ধরে বহুগুণ;
শ্রেষ্ঠ কোন অংশে, পুনঃ, কোন অংশে ন্যূন।
তাঁরাও অপূর্ণ; সেই পরম আত্মায়
উচ্চতর লোকে গিয়া লভিবারে চায়।
সত্য বটে নাহি কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ
তাঁদের অস্তিত্ব-বোধে। কিন্তু কয় জ্ঞান,
অনাদি, অনন্ত কোথা ব্রহ্মাণ্ড-ঈশ্বর!
কোথা এই কীটাদপি ক্ষুদ্র, তুচ্ছ নর।
নাহি কি অপর কেহ উভয়ের মাঝে
ক্রম-সংবর্দ্ধিত শক্তি যাঁহাতে বিরাজে?

---

* বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।
ভগবদগীতা দ্বিতীয় অধ্যায় ২২ শ্লোক।

শরীরাণি বহু বচনান্ত করিয়া প্রত্যেক জন্মে নব কলেবর-ধারণ সুব্যক্ত করিয়াছেন।

পার্থিব দৃষ্টান্তে ইহা ধারণা না হয় ;
তাই ভাবি লোকান্তরে শ্রেষ্ঠ জীব রয় ;
যে নামেই অভিহিত * কর ক্ষতি নাই ;
আছে তা'রা, এইমাত্র, বলিবারে চাই ।
তোমার তৃতীয় প্রশ্ন অপূর্ণের সনে
পূর্ণের মিলন হয় সম্ভব কেমনে ।
উত্তর ইহার এই ; জীবাত্মা যখন
হয় পূর্ণ, ঘটে, তবে, ব্রহ্ম-সম্মিলন ।
অপূর্ণ যাবৎ, ঘটে গতাগতি তা'র,
অত্র বা অমুত্র ; বিশ্ব অসীম, অপার ;
বলেছেন তা'ই শ্রুতি অমর ভাষায়
বহু লোক ভ্রমি' আত্মা হেরে পরাত্মায় ।
'যথা স্বপ্নলব্ধ জ্ঞান
নহে পূর্ণ, শুদ্ধিমান
কল্পনা, বাসনা তাহে বিজড়িত রয় ;
পিতৃলোকে ব্রহ্মজ্ঞান সেইরূপ হয় ।
না ঘুচিলে মোহ, মায়া
যথা জলগত ছায়া'
বিবিক্ত, বিশুদ্ধ নাহি হয় কদাচন,
গন্ধর্ব্ব-লোকেতে তথা ব্রহ্ম-দরশন ।

* অভিহিত—কথিত, বর্ণিত।

শুধু ব্রহ্মলোক মাঝে
ছায়াতপ যথা রাজে,
আত্মা, পরমাত্মা তথা সুবিবিক্ত * হয়
অন্য লোকে হেন জ্ঞান লভিবার নয়।'
অনুধ্যান কর এই শ্রুতির বচন
বুঝিবে, কেমনে, তবে হয়, সম্মিলন

---

* সুবিবিক্ত—সুস্পষ্ট।

যথাদর্শে তথাত্মনি, যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে,
যথাপ্সু পরীব দদৃশে তথা গন্ধর্ব্বলোকে, ছায়াতপয়োরিব
ব্রহ্মলোকে।

কঠোপনিষৎ দ্বিতীয় অধ্যায়, ৩য় বল্লী পঞ্চম শ্লোক।

ইহার ভাবার্থ এই :—পিতৃলোক ও গন্ধর্ব্বলোক নরলোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও এই দুই লোকে ব্রহ্মদর্শন সুস্পষ্ট হয় না। স্বপ্নলব্ধ জ্ঞান যেমন কল্পনা ও সংস্কার বশতঃ সত্যে ও মিথ্যায় জড়িত থাকে, বিশুদ্ধ হয় না, পিতৃলোকেও ব্রহ্মদর্শন সেইরূপ সুস্পষ্ট হয় না। জলের উপর যে ছায়া পতিত হয় জলের নিত্য চাঞ্চল্য বশতঃ তাহা যেমন অবিকৃত হয় না, গন্ধর্ব্বলোকেও সেইরূপ অবিকৃত ব্রহ্মদর্শন ঘটে না। কারণ পিতৃলোক ও গন্ধর্ব্বলোক উভয়ের কুত্রাপি আসক্তি লোপ পায় না। একমাত্র ব্রহ্মলোকেই ছায়া ও আতপের অর্থাৎ অন্ধকার ও আলোকের ন্যায় অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে, বদ্ধ আত্মা ও পরমাত্মার পরস্পর সুস্পষ্ট দর্শনলাভ ঘটে। অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ প্রদর্শনের জন্যই ছায়াতপ উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে।

পূর্ণ সনে অপূর্ণের। একটী জনমে,
একমাত্র লোকে কিম্বা একটী করমে
নহে ইহা সাধ্য। তাই করুণানিধান,
উদ্দেশ্য যাঁহার নিত্য বিশ্বের কল্যাণ,
করেছেন জীবাত্মায়, অজর, অমর
লভিতে পূর্ণতা ভ্রমি' লোক লোকান্তর।
নাহি বাধা সম সহ সমের মিলনে,
তেজ সহ যথা তেজ, বারি বারি সনে।
তুমি, মা! যা' বলেছিলে করি' অনুমান
শ্রুতিতেও দেখ তা'র রয়েছে প্রমাণ।
গন্ধর্ব্বলোকের আছে উল্লেখ তাহায়,
কিন্তু, সেথা, ব্রহ্মজ্ঞান না জন্মে আত্মায়।
আত্মা পরমাত্মা মাঝে যে সম্বন্ধ রয়,
ব্রহ্মলোকে মাত্র তাহা উপলব্ধি হয়।
যথা অপগত পাপ, যথা পূর্ণজ্ঞান,
অখণ্ড আনন্দ যথা নিত্য বর্ত্তমান।
অক্রিয় হইয়া জীব যথা ক্রিয়ারত,
অতীন্দ্রিয় সুখভোগ করেন নিয়ত;
লালসা, বাসনা মাত্র যথা নাহি রয়,
ব্রহ্ম-সংস্পর্শনে সর্ব্ব ইষ্টসিদ্ধ হয়।
সেই ব্রহ্মলোক; জীব বহু তপস্যায়,
বহু সাধনার ফলে সেইলোকে যায়।

শুন, এইবার, দোঁহে কিরূপ সাধনে
করে জীব উপলব্ধি ব্রহ্ম সনাতনে।
সর্ব্ব শক্তিমান, সর্ব্ব-অন্তর্যামী যিনি
জীবাত্মা যে কত ক্ষুদ্র জানেন তা' তিনি।
অন্তহীন কর্ম্ম যাঁর, অন্তহীন জ্ঞান
তিনি কি চাহেন জীব, হেন ক্ষীণপ্রাণ
জ্ঞানে, কর্ম্মে সুগোচর করিবে তাঁহায় ?
অসম্ভব বিশ্বাত্মার হেন অভিপ্রায়।
সম্রাট যদ্যপি কভু ভৃত্যের ভবনে
রহেন অতিথি হয়ে। শয়নে, ভোজনে
রাজযোগ্য দ্রব্যে ভৃত্য তুষিবে তাঁহারে,
সম্রাটের হেন আশা জন্মিতে কি পারে ?
চাহেন সম্রাট, শুধু, ভক্তিমান হয়ে,
যা' কিছু, ভৃত্যের আছে, দিবে তাঁরে লয়ে।
ভৃত্যেরে কহেন তিনি, "হয়োনা চিন্তিত ;
যা' তোমার আছে, দাও, হ'ব তাহে প্রীত।"
তাই হরি বিদুরের তণ্ডুলের কণে
পরম সন্তোষ, তৃপ্তি লভেছিলা মনে।
না থাকুক কর্ম্ম, মাতঃ! না থাকুক জ্ঞান,
থাকে যদি ভক্তি, মোরা করি তা'ই দান।
বিশ্বের সম্রাট্ তুষ্ট হ'বেন নিশ্চিত,
সন্দেহ কৃপায় তাঁর না হয় উচিত।

তুমি ত মা! ভক্তিমতী। দেখেছি কৈশোরে,
তুলসীর মূলে তুমি বসাইয়া মোরে
ডাকিতে যখন 'এস এস হরি' বলে
সিক্ত হ'ত গণ্ড তব নয়নের জলে।
শুনাইতে যবে তুমি ধ্রুবের আখ্যান,
কি আনন্দে যেন তব পূর্ণ হ'ত প্রাণ।
কি চিন্তা তোমার তবে? দয়াময় হরি
দিবেন তোমারে ত্রাণ করুণা বিতরি'।
তিনি যে সতত ব্যস্ত ভক্ত-অন্বেষণে
সে কথা কেন, মা! তব না পড়ি'ছে মনে?
ভক্ত যদি তাঁর পানে এক পদ যায়,
দশ পদ আসি' তিনি বুকে ল'ন তায়।
অসীম সাম্রাজ্য তাঁর, ঐশ্বর্য্য অতুল,
ভক্ত-সংখ্যা-গণনায় তথাপি আকুল।
কোটি কোটি লোক, সত্য, আরাধে তাঁহারে;
কিন্তু ভক্ত কয়জন তা'দের মাঝারে?
কেহ চাহে পদ, মান, কেহ চাহে ধন;
নিস্বার্থ তাঁহারে ভালবাসে কয়জন?
তাই তিনি, শুদ্ধ ভক্তি অন্বেষণ তরে,
ভ্রমেন ব্যাকুল হয়ে আসি' ঘরে ঘরে।

প্রিয় তাঁর দ্বারাবতী, প্রিয় বৃন্দাবন,
ততোধিক প্রিয় তাঁর ভক্তি-পূত মন।
যে আনন্দ পান তিনি তুলসী-চন্দনে,
পান ততোধিক ভক্ত-অঙ্গ-পরশনে।
আছে যবে ভক্তি তব কি চিন্তা তোমার ?
অবহেলে ভব-সিন্ধু হ'বে তুমি পার।
ধন্য আমি গর্ভে তব লভেছি জনম,
তুমি শিখায়েছ ভক্তি, ধরম, করম।
আমি কি শিখা'ব তোমা' ? হরির কৃপায়
শিখেছি যা' কিছু, মাতঃ! বলিব তোমায়।
হরির চরণে করি' আত্ম-সমর্পণ,
কহিও তাঁহারে ;—'মোর সাধনের ধন!
জীবন-সম্বল! অন্য কিছু নাহি চাই,
শেষ দিনে যেন তব দরশন পাই।
ঘটে যদি দুঃখ, তাপ, ক্ষোভ নাহি তায় ;
বঞ্চিত করোনা শুধু তোমার কৃপায়।
নাহি জানি শাস্ত্র-মর্ম্ম, নাহি তত্ত্ব-জ্ঞান,
নাহি বুঝি তন্ত্র, যন্ত্র, * আরাধনা, ধ্যান।
এইমাত্র জানি তুমি পতিত-পাবন,
তাই শ্রীচরণে তব লয়েছি শরণ।

* যন্ত্র = দেবাদির তন্ত্র-সম্মত অধিষ্ঠান-চক্র।

পাষাণীরে কৃপাগুণে করেছ উদ্ধার,
দাও চরণের রেণু দাসীরে তোমার।
করুণার কণা যদি বিতর, ঠাকুর!
কোটি জনমের পাপ সব হ'বে দূর।
যত পাপ এ দাসীর থাক্, দয়াময়!
তব দয়া হ'তে কভু অধিক তা' নয়।
দেখ, প্রভো! বদ্ধ হয়ে সংসার-মায়ায়,
বৃথা কার্য্যে যায় দিন, পাশরি' তোমায়।
শ্রীচরণে এই ভিক্ষা চাহি, দয়াময়!
তোমাতেই যেন চিত্ত সমর্পিত রয়।
হও তুমি ধ্যান, জ্ঞান, শরণ আমার
এই চাই, অন্য কিছু নাহি চাই আর।'
এইভাবে যদি তুমি আরাধ তাঁহায়,
না হ'বে বঞ্চিত, কভু, তাঁর করুণায়।
তোমার চরণে আমি নিবেদিনু যাহা,
বধূরে তোমার তুমি শিখাইও তাহা।
তোমার নিঃস্বার্থ প্রেম, ভক্তি দরশনে
অহেতুকী ভক্তি তা'র উপজিবে মনে।
উভয়ে পাইবে শান্তি, তৃপ্ত হ'বে মন,
সংসার মোদের হ'বে পুণ্য তপোবন।"
শ্বশ্রূ, বধূ এক সাথে কহিলা দু'জনে,
"ঘুচিল সংশয়, তৃপ্তি পাইলাম মনে।"

মাতা ক'ন ;—"বিশ্ব-স্রষ্টা বটে দয়াময়,
তাই তিনি জীবাত্মায় অমর, অক্ষয়,
করেছেন কৃপাগুণে ; দিয়া পদতরী
তরা'বেন ভবসিন্ধু, সর্ব্বপাপ হরি'।"
এত বলি' উঠি' তিনি যান কর্ম্মান্তরে :
নিরখি' পতিরে সতী ক'ন মৃদু স্বরে ;—
"প্রশান্ত যে দিন, নাথ! করেছে গমন,
সে দিন হইতে মোর সমুৎসুক মন,
শুনিবারে অপ্রত্যক্ষ পরলোক-কথা ;
বলুন আমারে, এবে, রহেছে সে যথা,
কতদূর হেথা হ'তে ? কেমন সে দেশ ?
আছে সেথা স্বর্গ-সুখ, নরকের ক্লেশ ?
সে দেশ-নিবাসী যা'রা তা'রা পরস্পর
কি সম্বন্ধে বদ্ধ ? এই পৃথিবী ভিতর,
আছে যা'রা, রচিয়াছে তা'রা ত সংসার,
পিতা পুত্র, পতি পত্নী, এক পরিবার।
সে লোকেও এইরূপ সম্বন্ধ কি রয় ?
কিম্বা সেথা আছে যা'রা কেহ কা'র(ও) নয়।
সহ্য করি' প্রশান্তের বিয়োগ-বেদন
আর(ও) এক কথা চাহে জানিবারে মন।
এই যে আমরা দোঁহে, লভি' পরস্পর,
ভুঞ্জিতেছি স্বর্গসুখ মর্ত্ত্যের ভিতর।

পুনর্ব্বার মোদের কি না হ'বে মিলন ?
এত প্রেম হ'বে ব্যর্থ ? হ'বে অকারণ ?
এক দণ্ড যদি আমি না হেরি তোমায়,
সত্য সত্য যেন মোর প্রাণ ফাটি' যায়।
বিচ্ছেদ যদ্যাপি ঘটে চিরদিন তরে,
আত্মা ত অমর মোর, সহিবে কি করে ?
জানি এ দুজ্ঞেয় কথা ; তবু মোর মন
তোমার সিদ্ধান্ত চায় করিতে শ্রবণ।
তোমার সদৃশ জ্ঞানী নাহি পা'ব আর,
দাও সদুত্তর, নাথ ! প্রশ্নের আমার।"
অনন্ত রহিলা স্থির ; স্মরি' গুরুদেবে,
কহিলেন :—"শুন, প্রিয়ে ! বলিতেছি, এবে,
সিদ্ধান্ত আমার যাহা। প্রশান্ত কোথায়,
না পারি বলিতে ; মোর দৃষ্টি নাহি যায়,
ততদূর। এইমাত্র পারি বুঝিবারে,
বিশ্বের বিধাতা যিনি, হাতে ধরি তা'রে,
রেখেছেন তথা, যথা, লভি' যোগ্য জ্ঞান
করিবে সে শ্রেষ্ঠতর প্রদেশে প্রয়াণ।
বুঝি' যোগ্যপাত্র তিনি দিয়াছেন ভার,
দিতে তা'রে শিক্ষা, দীক্ষা উপযুক্ত তা'র।
হয়ত তাহারা তা'র জননী, জনক,
কিম্বা নিঃসম্বন্ধ, মাত্র, পালক, রক্ষক।

কহিয়াছি পূর্ব্বে তোমা' যোগ্য যে যেমন,
তা'র উপযুক্ত লোকে করে সে গমন।
সাত্ত্বিক যে সত্ত্বগুণ-পূর্ণ লোকে যায়,
পাপ, কুবাসনা, সেথা, নাহি স্পর্শে তা'য়।
কুপ্রবৃত্তি যা'র মাঝে থাকে বর্ত্তমান,
তা'রে দেন, হেন লোকে বিভু ন্যায়বান;
যথা লভি' শিক্ষা, তা'র চিত্ত শুদ্ধ হয়,
তথা হ'তে শ্রেষ্ঠলোকে লভে সে আশ্রয়।
পাপীর নরকে শাস্তি, পুরাণ-বর্ণিত,
তপ্ত তৈল, কৃমিকুণ্ড যদিও কল্পিত,
তথাপি পাপের শাস্তি অযৌক্তিক নয়;
কিন্তু তাহা ভিন্নরূপ, রাখিও প্রত্যয়।
পিতার যে ক্লেশ কুপুত্রের আচরণে,
সতীর যে মনোব্যথা পতির পতনে,
স্বদেশের, স্বজাতির নিরখি লাঞ্ছনা,
স্বদেশ-ভক্তের মনে জন্মে যে বেদনা,
নরক তা' হ'তে, কভু, নহে ক্লেশকর,
শিক্ষা হেতু সে নরক ভোগ করে নর।
সাধুর যে সুখ সুখী করি' অন্যজনে,
জ্ঞানার্থী যে সুখ পান শাস্ত্র-অধ্যয়নে,
ইষ্টদেবে পূজা করি' ভক্তের হৃদয়,
যে আনন্দে মগ্ন রহি' আত্মহারা হয়,

স্বর্গসুখ ততোধিক কিবা হ'বে আর ?
না বুঝিয়া স্বর্গ খুঁজে উদ্‌ভ্রান্ত সংসার।
এই ভূমণ্ডলে, প্রিয়ে! বিরাজে প্রমাণ,
স্বরগ, নরক দুই, হেথা বর্ত্তমান।
যে আনন্দ করি ভোগ মোরা তিনজনে,
সুদুর্ল্লভ, জেন, তাহা অমর-ভবনে।
কহে যদি কেহ মোরে, 'ত্যজি' মর্ত্তভূমি,
চাহ কি স্বর্গের সুখ ভুঞ্জিবারে তুমি ?'
অকুণ্ঠিত চিত্তে আমি দিই প্রত্যুত্তর,
'রয়েছি ত স্বর্গে আমি, কোথা স্বর্গান্তর ?
যদি পার ব্রহ্মাসনে করা'তে মিলন,
পৃথিবী ত্যজিয়া পারি করিতে গমন।'
কিন্তু, প্রিয়ে! আমাদের বহু প্রতিবাসী,
নিত্য নিত্য, কহে মোরে' আঁখিজলে ভাসি'।
'মুহূর্ত্ত রহিতে, হেথা, সাধ নাহি আর,
নরক এ হ'তে ভাল, পাইব নিস্তার।'
প্রশান্ত নিষ্পাপ ছিল, আছিল নির্ম্মল,
অবশ্যই লভিবেক গুণোচিত ফল।
গিয়াছে সে কর্ম্মগুণে যোগ্য লোকে তা'র,
এই স্থির; অন্য কথা কল্পনা অসার।
যে নিয়ম বর্ত্তমান মানব-সমাজে,
নাহি হয় বোধ, তাহা সর্ব্বত্র বিরাজে।

পৃথিবী সর্ব্বাংশে অন্য গ্রহতুল্য নয়,
তা'র যা' বিশিষ্ট ধর্ম্ম তা'ই তাহে রয়।
পৃথিবীতে আছে কত বিভিন্ন প্রদেশ,
নহে সমতুল্য তা'রা, নহে অবিশেষ।
সাম্যেতে বৈষম্য আছে জেন তুমি মনে,
পরলোকবাসী যারা সংসার-বন্ধনে,
হয়ত সংবদ্ধ নয়! তবু, নিরন্তর,
স্নেহে, প্রেমে বদ্ধ, হিত সাধে পরস্পর।
সুপ্রবৃত্তি যাহা, যাহা কল্যাণের মূল,
যে লোকে হউক, তাহা রহে অনুকূল,
আত্মার উন্নতি-পথে। ভিন্ন যথা লোক,
ভিন্ন তথা সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু, শোক।
রহি' জীব, পাপ-তাপ-পূর্ণ এ সংসারে,
মৃত্যুমাত্র প্রস্থান যে করে একবারে,
নিত্যানন্দময় দেশে, সম্ভব তা' নয়;
লোক লোকান্তরে তা'র গতাগতি হয়।
জন্মে যথা প্রাণী, শ্রেষ্ঠ হ'তে শ্রেষ্ঠতর,
সেইরূপ মর হ'তে জনমে অমর।
লোক-ভেদে সুখ, দুঃখ বিবর্ত্তিত হয়,
অবশেষে পূর্ণব্রহ্মে পায় জীব লয়।
এইবার দিব শেষ প্রশ্নের উত্তর;
জানি আমি কিবা চায় তোমার অন্তর।

উভয়েই চাহি মোরা চির সম্মিলন,
কিন্তু সে বাসনা, কভু, না হ'বে পূরণ,
যদি দোঁহে নাহি হই এক মনঃপ্রাণ।
উভয়ের মাঝে যদি র'হে ব্যবধান,
ধর্ম্মে, কর্ম্মে, অনুষ্ঠানে, আশা-আকাঙ্ক্ষায়,
নাহি হই সুখে সুখী, ব্যথিত ব্যথায়,
তবে সম্মিলন-আশা দুরাশা কেবল ;
চান বিভু দম্পতির চরম মঙ্গল।
যাহারা মিলন চায় ভোগ-তৃপ্তি তরে,
আত্মার কল্যাণ নাহি অন্বেষণ করে,
নহে সুখী, নহে তৃপ্ত, লভি' পরস্পর,
বিরোধে, বিদ্বেষে কাল যাপে নিরন্তর।
থাক্ তাহাদের মাঝে যথেচ্ছ বন্ধন,
ছিন্ন হ'বে তাহা, প্রিয়ে! ঘটিলে মরণ।
একাধারে ন্যায়বান, দয়াময় হরি,
তাই তিনি সে বন্ধন দেন ছিন্ন করি'।
মরণে সম্বন্ধ লোপ নাহি হয় যদি,
যাতনার,উভয়ের না থাকে অবধি।
মিলনে দম্পতি যদি প্রীতি নাহি পায়,
তা' হ'তে বিচ্ছেদ ভাল ; শান্তি মিলে তা'য়।
কিন্তু যাহাদের আত্মা অজর, অমর,
চাহে, সাথে সাথে দোঁহে রহি' পরস্পর,

একের কল্যাণে হ'বে অন্যের সহায়,
তাহাদের সম্মিলনে নাহি অন্তরায়।
চান বিভু সর্ব্বসুখে সুখী জীব হয়,
কিন্তু সে সুখেতে যেন পাপ নাহি রয়।
বদ্ধ হ'য়ে পরস্পর প্রণয়-বন্ধনে,
দম্পতি নিযুক্ত র'বে তাঁর আরাধনে;
সাধিবে উভয়ে মিলি' প্রিয়কার্য্য তাঁ'র,
তা' হ'তে বিভুর কিবা তৃপ্তিকর আর?
দম্পতির যুগ্মধর্ম্ম তাঁহে বর্ত্তমান,
তাই তিনি উভয়ের চাহেন কল্যাণ।
তিনি মাতা স্নেহময়ী, পিতা শাস্তিদাতা,
তিনি অন্নজলদাত্রী, তিনি ভয়ত্রাতা।
যে সম্বন্ধ বর্ত্তমান দম্পতির মাঝে,
ভ্রাতা ভগ্নী, পিতা পুত্রে তাহা না বিরাজে।
তাই, প্রিয়ে! প্রেমময়, স্নেহময় হরি
দেন দম্পতিরে চির সম্মিলিত করি'।
আলোকে আলোকে হয় মিলন যেমন,
আত্মায় আত্মায় হয় মিলন তেমন।
সম্মিলন উভয়ের হয় হেন যবে,
ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ চলি' যায় তবে।
সূক্ষ্ম দেহে দুই আত্মা রহি' বর্ত্তমান,
লভেন পরমানন্দ, লভেন প্রজ্ঞান।

স্থূলদেহে ত্বক্ মাত্র ত্বক্ স্পর্শ করে,
অস্থি, মাংস, মেদ নাহি স্পর্শে পরস্পরে।
তাহাতেই মর্ত্ত্য জীব মুগ্ধ হয়ে যায়,
অপার্থিব সুখ বলি' জ্ঞান করে তা'য়।
দেখ ভাবি' কি আনন্দ হয় সঞ্চারিত
দম্পতির সূক্ষ্মদেহ হলে সম্মিলিত।
প্রতি অণু মিলে যায় প্রতি অণু সনে,
নিত্য স্পর্শে প্রেমানন্দ উথলয়ে মনে।
সে মিলন পূর্ণ; ঘুচে সব ব্যবধান,
দেহে মগ্ন হয় দেহ, প্রাণে মগ্ন প্রাণ।
উপভোগ-সাধ নাহি বর্ত্তমান রয়;
অনুভূতি-মাত্রে প্রাণ পরিতৃপ্ত হয়।
চিন্তা তব নাহি, প্রিয়ে! উভয়ের মাঝে
বিধির স্বহস্ত-বদ্ধ বন্ধন বিরাজে।
কে তাহা করিবে ছিন্ন? মিলিব আবার,
লোক লোকান্তরে; নহে অবিদিত তাঁর,
বাসনা মোদের। যদি স্মৃতি নাহি রয়,
তথাপি সম্বন্ধ দুই রহিবে হৃদয়।
তাহাতেই পা'ব তৃপ্তি; কিবা ক্ষতি তা'র?
যদি রহি এক, আর স্মৃতি মুছে যায়।
তুমি অগ্রে যাও কিম্বা আমি অগ্রে যাই,
চির মিলনের পথে বাধা তাহে নাই।

সে বিচ্ছেদ ক্ষণস্থায়ী, চলিব দু'জনে,
যিনি স্বামী উভয়ের তাঁর অন্বেষণে।
কৃপাময়, অবশেষে, করিবেন দান,
উভয়েরে কৃপাগুণে তাঁর মাঝে স্থান।
না রহিব ভিন্ন দোঁহে, পা'ব তাঁহে লয়,
সিন্ধুমাঝে মিশে যথা বারিবিন্দু-দ্বয়।
কি আনন্দ, কি যে সুখ, কি তৃপ্তি তাহায়,
অনুমান-যোগ্য ; নহে প্রকাশ্য ভাষায় !"
পতির আশ্বাস-বাক্যে পুলকিত মতি।
চলিলা আপন কর্ম্মে প্রণমিয়া সতী।

অষ্টম অধ্যায়

কর্ম্মযোগ।

অনন্তের ভদ্রাসনে, সরোবর-তীরে,
বিরাজে অশ্বত্থ এক ; মহাকায় তরু,
বিদারি' আকাশ, ঊর্দ্ধে তুলিয়াছে শির,
ব্যাপিয়াছে বহু দূর শাখা প্রশাখায়।
শত শত পাখী, আসি' বাঁধি' তাহে নীড়,
সুখে বাস করে সবে ; মুখরিত তরু
প্রভাতে, প্রদোষে, নিত্য, মধুর সঙ্গীতে।
তাপ-ক্লান্ত ধেনু, বৎস, ছায়ায় তাহার,
মধ্যাহ্নে দাঁড়ায় আসি'। কহে জনশ্রুতি,
অনন্তের পিতামহ, ভট্ট পঞ্চানন,
সিদ্ধ পঞ্চানন বলি' খ্যাতি যাঁর দেশে,
সে তরুর মূলে বসি' সাধিতেন যোগ ;
তাই শ্বশ্রূ, বধূ দোঁহে, গুরু সম জ্ঞানে,
সেবেন সে তরুবরে। স্নান সমাপিয়া,
কলসে লইয়া বারি, করি' প্রদক্ষিণ,
সেচন করেন মূলে ; সন্ধ্যার প্রদীপ

দেন সেথা নিশাগমে। অনন্ত কখন(ও),
ছাত্রবৃন্দ লয়ে, বসি' সে তরুর মূলে
হ'ন শাস্ত্র-চর্চ্চা-রত। একাধারে তরু,
ছিল গৃহ, চতুষ্পাঠী, তীর্থ, তপোবন।
অনন্তের শিষ্য এক, দূর গ্রামাগত,
যাবেন ফিরিয়া গৃহে, পাঠ সমাপিয়া,
তাই গুরু, লয়ে তাঁরে, বসিয়া বিরলে,
দিতেছেন উপদেশ বিবিধ বিষয়ে।
জ্ঞান, কর্ম্ম, গৃহাশ্রম আলোচ্য দোঁহার।
অবহিত * শিষ্য, হেরি', কহিছেন গুরু,
শ্রুতি-প্রোক্ত কথা, করি' অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ;—
"এই যে অশ্বত্থ বৃক্ষ, বিরাজে সম্মুখে,
সংসারের সহ আছে সাদৃশ্য ইহার।
বহু জীবাশ্রয় তরু ; অনু-ক্ষুদ্র কীট,
মহাকায় হস্তী করে আনন্দে সম্ভোগ
ফল, পত্র তা'র ; তরু ছায়া বিতরণে
করে স্নিগ্ধ অবিভেদে পশু, পাখী নরে।
পার্থক্য ইহার এই ; ক'ন জ্ঞানিজন,
ঊর্দ্ধে মূল ব্রহ্ম, নিম্নে শাখাপত্রগণ।

* অবহিত = মনোযোগী।

[১]

ব্রহ্ম শুভ্র, জ্যোতির্ম্ময়,
অমৃত তাঁহারে কয়,
আশ্রয় করিয়া তাঁয় আছে ত্রিভুবন ;
অতিক্রম করে তাঁরে নাহি হেন জন। *

[২]

যা কিছু জগতে এই হের স্পন্দমান,
উদ্ভূত তা' ব্রহ্ম হ'তে, তিনি বিশ্বপ্রাণ।
উদ্যত বজ্রের সম,
তিনি সুপ্রচণ্ডতম,
স্বরূপ তাঁহার হেন ধ্যায় যেই জন,
জ্ঞান-গুণে লভে সেই অনন্ত জীবন ; †

---

* ঊর্দ্ধমূলোৎবাক্ শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃত মুচ্যতে।
তস্মিল্লোকাঃশ্রিতাঃ সর্ব্বে তদুনাত্যেতি কশ্চন।
এতদ্বৈতৎ
কঠ ২য় অধ্যায় ৩য়া বল্লী ১ম শ্লোক।

† যদিদংকিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥
কঠ ২য় অঃ ৩য়া ব, ২য় শ্লোকঃ।

[৩]

অশব্দ, অস্পর্শ তিনি, অরূপ অব্যয়,
রসহীন, গন্ধহীন, অনাদি, অক্ষয়।
বুদ্ধির অতীত তিনি, ধ্রুব সনাতন,
ধ্যানে তাঁর মৃত্যু-পাশ হয় বিমোচন। *

[৪]

রূপ তাঁর দর্শনীয় নহে কদাচন,
দেখিবারে তাঁয় কভু না পায় নয়ন ;
সংশয় রহিত মনে,
ধ্যায় যদি ধীরজনে,
তা' হ'লে স্বরূপ তাঁর হয় সুগোচর,
যেইজন বুঝে তাঁরে হয় সে অমর। †

---

* অশব্দমস্পর্শমরূপ মব্যয়ং
তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চয়ং।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরংধ্রুবং
নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥
কঠ ১ম অঃ, ৩য়া বঃ, ১৫শ শ্লোকঃ।

† ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য,
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা, মনীষা, মনসা ভিক্লৃপ্তো
য এনং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥
কঠ ২য় অঃ, ৩য় বঃ, ৯ম শ্লোকঃ।

[৫]

ভয়ে তাঁর প্রজ্বলিত হয় হুতাশন,
ভয়ে তাঁর করে রবি তাপ বিতরণ।
তাঁর ভয়ে বায়ু বয়,
ইন্দ্র বারি বরষয়,
মৃত্যু ধায় অব্যাহত পৃথিবী ভিতরে;
তাঁহার আজ্ঞায় সবে নিজ কর্ম্ম করে। *

[৬]

অবিনাশী যিনি বিশ্বে নশ্বরের মাঝে;
চৈতন্য-শকতি তাঁর চেতনে বিরাজে।
একা তিনি, তবু বিশ্বে আছে যতজন,
সকলের কাম্য বস্তু করেন প্রেরণ।
ধীর জন নিত্য তাঁয় নিরখি অন্তরে,
লভেন পরমাশান্তি; না পায় অপরে। †

---

* ভয়াদস্যাগ্নি স্তপতি, ভয়াৎ তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ, বায়ুশ্চ, মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।
কঠ ২য় অঃ, ৩য় বঃ, ৩য় শ্লোকঃ।

† নিত্যোৎনিত্যানাং চেতন শ্চেতনানা
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্
তমাত্মস্থং যেৎনুপশ্যন্তি ধীরা
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্"
কঠ ২য় অঃ, ২য় বঃ, ১৩ শ্লোকঃ।

[৭]

নিত্য ব্রহ্মধাম যাহা আনন্দে উজ্জ্বল,
না শোভে তথায় চন্দ্র, সূর্য্য, তারাদল।
না ভাতে বিদ্যুৎ তথা, কোথা অগ্নি রয়,
তাঁহারি ভাতিতে সর্ব্ব অনুভাত হয়। *
দীপ্তিতে তাঁহার সর্ব্ব হয় দীপ্তিমান,
তিনি ব্রহ্ম জ্যোতিরূপ পবিত্র, মহান।

[৮]

অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ হ'য়ে,
অতি সূক্ষ্ম তনু ল'য়ে
নির্ধূম জ্যোতির সম করেন বিরাজ ;
তাঁহারি শকতি বলে,
চরাচরে সবে চলে,
ভূত, ভাবী, বর্ত্তমান ব্রহ্মাণ্ডের মাঝ।

* ন তত্র সূর্য্যোভাতি, ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্ত মনুভাতি † সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥
কঠ ২য় অঃ, ২য় বঃ, ১৫শ শ্লোকঃ।

† অনুভাতি—প্রতিবিম্বপাতে সমুজ্জ্বল।

কাল মানে পরাজয়,
নাহি বৃদ্ধি, নাহি ক্ষয়,
আজিও যেমন, কাল র'বেন তেমন,
চাহ তুমি যেই জ্ঞান,
কহিনু তা' মতিমান!
তিনি ব্রহ্ম, শুন এই নিগূঢ় বচন। *
শিখায়েছি এই তত্ত্ব বহুবার তোমা'
আজ বিদায়ের দিনে বিশেষ করিয়া
কহিনু আবার; তুমি রাখিও স্মরণে।
উত্তরিলা শিষ্য;—"দেব! স্বরূপ তাঁহার,
বুঝিনু কিঞ্চিৎ; এবে চাহি জানিবারে,
কিরূপে আত্মায় তাঁরে উপলব্ধি হয়।"
কহিলেন গুরু;—"শুন শ্রুতির বচন!
স্বয়ম্ভু বিধাতা যিনি,
করেছেন বিধি তিনি,
বাহ্যেন্দ্রিয় মানবের বহির্মুখে ধায়;

---

* অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষো জ্যোতিরিবাধুমকঃ
ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য, স উ শ্বঃ।
এতদ্বৈতৎ
কঠ ২য় অঃ: ১মা বঃ, ১৩ শ্লোকঃ।

রূপ, রস, গন্ধ তরে,
সদা অন্বেষণ করে,
পরমাত্মা যিনি তাঁরে দেখিতে না চায়।
শুধু ধীর জ্ঞানিজন,
অমৃতে লোলুপ মন,
যতনে ইন্দ্রিয়-গ্রাম করি' আকর্ষণ,
তন্ময় করিয়া হিয়া,
অন্তর-ইন্দ্রিয় দিয়া,
আত্মস্থিত ব্রহ্মে নিত্য করেন দর্শন।
বিষয়-সুখের আশে,
প্রসারিত মৃত্যু-পাশে,
সতত প্রবেশ করে বাল-বুদ্ধি জন;

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ
তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মান মৈক্ষ
দাবৃত্ত-চক্ষু রমৃতত্ব মিচ্ছন্।
পরাচঃ কামানন্থযন্তি বালাঃ,
তে মৃত্যোর্যান্তি বিততস্য পাশম্।
অথধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা
ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে॥

কঠ ২য় অঃ, ১ম বঃ, ১ম, ২য় শ্লোক।

অমৃতের আস্বাদন,
করি, ভাই, জ্ঞানিজন,
ধ্রুব ত্যজি' অধ্রুব না চান কদাচন।
ইন্দ্রিয় সংযম ধীর করিবেন মনে;
মনের সংযম হবে আত্মায় যতনে।
সংযম করিতে হবে তাঁহাতে আত্মার,
শান্ত, পরমাত্মা যিনি নিত্য নির্ব্বিকার।"
উত্তরিলা শিষ্য ;—"দেব! ইন্দ্রিয়-সংযম,
বহু কৃচ্ছ্রসাধ্য ; তাই, কুন্তীর নন্দন,
কহিলেন বাসুদেবে ; 'নিগ্রহ মনের,
বায়ুর নিগ্রহ সম, দুঃসাধ্য, দুষ্কর।'
সাধারণ জন তবে কোন্ সাধনায়,
হয়ে সিদ্ধ, মুক্তি-লাভ করিবে সংসারে ?"
"আছে পন্থা, সুপ্রশস্ত, ঋষি-প্রদর্শিত,"
উত্তর করিলা গুরু ;—"ইন্দ্রিয়-সংযমে,
আত্মায় মনের লয় দুঃসাধ্য যদ্যপি,
কর কর্ম্ম-অনুষ্ঠান ; নিষ্ফল না হয়
সাত্বিক সুকর্ম্ম বিশ্বে, বিধির বিধানে।
অর্জ্জুনের প্রশ্ন আছে স্মরণ তোমার,
স্মর এবে, প্রত্যুত্তরে কহিলা যা' হরি।
'আমাতে যদ্যপি চিত্ত স্থির নাহি হয়,
অভ্যাস-যোগেতে মোরে চাহ, ধনঞ্জয়।

না পার অভ্যাসে, কর কর্ম্ম অনুষ্ঠান,
মোর প্রীতি হেতু কর্ম্মে পাবে তুমি ত্রাণ।" *
বিনয়ে কহিলা শিষ্য ; "করুন নির্দ্দেশ,
কর্ম্ম মম, দীন আমি, বিদিত দেবের।"
"দীন তুমি ?" সুগম্ভীর উত্তরিলা গুরু ;
"দীন তুমি এ বিশ্বাস রহে যদি প্রাণে
কেমনে সাধিবে কর্ম্ম ? কিসে তুমি দীন ?
অর্থে কিম্বা দেহ-বলে ? শুনেছ কি কভু
শুভকর্ম্ম অসম্পূর্ণ রহিয়াছে কোথা
অর্থাভাবে ? অনুষ্ঠাতা বাক্যে, কায়মনে
করি' আত্ম-সমর্পণ হয়েছে বিফল ?
ন্যূন যদি দেহ-বলে রাখ এ বিশ্বাস
শক্তিমূল নহে দেহ, শক্তি আত্মা মাঝে,
কি চিন্তা কি ভয় তবে ? কিসে তুমি দীন ;
মহা মহীয়ান দেব নিয়ন্তা যাহার,
সে কি ক্ষুদ্র, সে কি দীন ? হেরিয়াছ তুমি

---

* অথ চিত্তং সমাধাতুং নশক্নোষিময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততোমামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥
অভ্যাসেৎপ্যসমর্থোৎসি মৎকর্ম্মপরমোভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥
গীতা ১২ অধ্যায় ৯, ১০ শ্লোক।

একটী প্রহরী, রাজকার্য্যে নিয়োজিত,
ভ্রূভঙ্গে চালিত করে শত শত জনে।
জানে সে দুর্ব্বল একা ; কিন্তু বুঝে মনে
রাজশক্তি, কোটি বাহুবলে বলবতী,
বিরাজে পশ্চাতে তা'র, তাই সে সবল।
ভক্ত যদি বুঝে মনে, নিয়োজিত আমি
প্রভুর আদিষ্ট কার্য্যে, পশ্চাতে আমার
দাঁড়ায়ে বিরাট বেশে সর্ব্বশক্তিমান্,
কেন সে ভাবিবে ক্ষুদ্র, দীন, হীন আমি।
সুধায়েছ তুমি মোরে কোন্ সাধনায়
সাধারণ জন মুক্তি লভিবে সংসারে।
দিব প্রত্যুত্তর তা'র ; বুঝ কিন্তু আগে
কা'রে তুমি বল মুক্তি। মুক্তি দুঃখ হ'তে ?
প্রার্থনীয় বটে তাহা ; কিন্তু তুমি বল
বিনা কর্ম্মে কিসে দুঃখ হবে অবসান ?
মুক্তি নহে জ্ঞানে, বৎস ! মুক্তি নহে প্রেমে,
মুক্তি জ্ঞান, প্রেম সহ কর্ম্মের মিলনে।
প্রেমে সমুদ্ভূত বিশ্ব, জ্ঞানে নিয়ন্ত্রিত,
কর্ম্মে সঞ্জীবিত ; তিন বিভূতি, বিভুর।
জ্ঞান প্রেমময় তিনি, কিন্তু কর্ম্মশীল।
বিরাম, বিশ্রাম তাঁর নাহি ক্ষণ তরে ;
জলে, স্থলে, অন্তরিক্ষে, আঁধারে, আলোকে,

অন্তরে, বাহিরে লক্ষি' জীবের কল্যাণ
সাধিছেন সদা কর্ম্ম ; জ্ঞান, প্রেম তাঁর
অনুস্যূত, * বিরাজিত প্রতি কর্ম্মমাঝে।
নিদ্রাজড় যবে মোরা, অনিদ্রিত তিনি
সর্ব্বভূতে, সর্ব্বজীবে শক্তি আপনার
করি'ছেন সঞ্চারিত। প্রযত্নে তাঁহার
গ্রহ, উপগ্রহ ধায় নিজ নিজ পথে ;
বহে বায়ু, জ্বলে অগ্নি, জীবের শরীরে
ধায় রক্তস্রোত, বীজ হয় অঙ্কুরিত।
যে কোমল কর তাঁর কুসুমের দলে
সাজায় পরাগ, আঁকে আখণ্ডল † ধনু,
তাঁ'র(ই) সঞ্চালনে উঠে ঝটিকা ভীষণ,
কাঁপে পৃথ্বী, মহাসিন্ধু হয় উদ্বেলিত।
তিনি শিব শুভদাতা, তিনি রুদ্র ভীম,
সৃষ্টি, স্থিতি, ধ্বংস ঘটে তাঁহারি বিধানে।
কর্ম্মময় বিশ্ব ; কর্ম্ম প্রণোদক তিনি।
নহে ইহলোকে মাত্র ; লোক লোকান্তরে
তাঁহারি বিধানে জীব যায় নিরন্তর
কর্ম্ম সমাধান হেতু। হেন কর্ম্ম হ'তে
প্রার্থিত কি মুক্তি তব ? জানিও নিশ্চিত

---

* অনুস্যূত = গ্রথিত, সম্বদ্ধ। † আখণ্ডল = ইন্দ্র।

বৃথা পাঠ, বৃথা পূজা, বৃথা জপ, ধ্যান,
মানব মানব-হিতে, কর্ম্ম অনুষ্ঠানে
রহে যদি উদাসীন। কর্ম্মহীন হয়ে
ভারতের এ দুর্দ্দশা; ভ্রান্তি-বশে লোক
ভাবে পূজা, ধ্যান মাত্র কর্ত্তব্য তাহার,
অন্য কর্ম্ম হীন, ত্যাজ্য। বিধির আদেশে
করে কর্ম্ম নর, তবে কোন্ কর্ম্ম হীন?
রাজা পালে প্রজা; ভূমি কর্ষে কৃষীবল *
যুঝে যোদ্ধা, মলাকর্ষী †· বহে মলভার;
দেখ ভাবি' কা'র কর্ম্ম পার ত্যজিবারে?
প্রতি কর্ম্ম, ঘটে যাহে জীবের কল্যাণ,
কিবা কাষ্ঠচ্ছেদ, কিবা-বেদমন্ত্র-পাঠ,
অবলম্ব্য, গ্রহণীয়; কর্ম্মাধিপ যিনি
ফলত্যাগী সর্ব্ব কর্ম্মে পূজা করে তাঁরে।"
ধীরে উত্তরিলা শিষ্য;—"উৎসুক হৃদয়
জানিবারে, কোন্ কর্ম্ম ঈপ্সিত দেবের"
"কি বলিব?" ছাড়ি' শ্বাস, উত্তরিলা গুরু;
"সর্ব্ব অঙ্গে ক্ষত যা'র কৈমনে কহিব,
কোথায় ঔষধ তা'র প্রযোজ্য প্রথমে।
মূর্ত্তিমতী অন্নপূর্ণা বিরাজিতা যেথা

* কৃষীবল—কৃষক, চাষা। †· মলাকর্ষী—ম্যাথর।

তবু অন্নাভাবে লোক অস্থি-চর্ম্ম-শেষ,
যে দেশে পূজিতা বাণী হ'ন গৃহে গৃহে
তবু কোটি কোটি নর বর্ণজ্ঞানহীন,
যেথা মহামারী করে সর্ব্বধ্বংসী বেশে,
জনহীন জনপদ, সেথায় কি বল,
হ'বে কর্ম্ম নির্দ্দেশিতে ? সর্ব্বশক্তিমান,
কর্ম্মাধিপে স্মরি' কর্ম্ম করো নির্ব্বাচন।
বিদ্যার্থীরে দিও বিদ্যা, অন্ন বুভুক্ষেরে,
শিখাইও শিল্পকারে, কৃষকে, বণিকে
যা'র যাহা বৃত্তি তাহে উন্নতি সাধিতে।
কত দ্রব্য অন্যদেশে হ'য়ে উদ্ভাবিত
সাধি'ছে নরের হিত ; ভারত কেবল
আছে তৃপ্ত সনাতন পঞ্চসূনা * ল'য়ে।
শিল্প হ'ক, কৃষি হ'ক, হ'ক গো-পালন,
বৈশ্য ব্যবসায় নহে ঘৃণার্হ কদাপি।
দুগ্ধাভাবে শিশু যেথা মণ্ড করে পান,
লজ্জা নিবারিতে নারী বসন না পায়,
সে দেশে একটী গবী য়ে করে পালন,

---

* পঞ্চসূনা = উনন, শিলনোড়া, ঝাঁটা, উদূখল-মুসল, এবং কলসী-পিঁড়ি। এই পাঁচটী গৃহস্থের গৃহে বধাস্থান ও বধের উপাদান বলিয়া পরিচিত। এখানে সে অর্থে প্রয়োগ হয় নাই।

একটী কার্পাস-সূত্র বয়ন যে করে,
সে করে দেশের হিত, সেবে সে সমাজে।
আছে কর্ম্ম বহুবিধ ; নিজ শক্তি বুঝি'-
লইও কর্ম্মের ভার, অসাধ্য সাধনে
করিও না বল-ক্ষয়, কি ক'ব অধিক ?
দগ্ধপ্রায় এ ভারত জাতিধর্ম্ম-দ্বেষে,
নিবাইও সে অনল প্রেম-বরষণে।
বুঝাইও, নির্ব্বিশেষে, হিন্দু মুসলমানে
আছে স্থান উভয়ের ভারতের বুকে।
বুঝাইও উচ্চবর্ণে অস্পৃশ্য, অন্ত্যজ
সবে সৃষ্ট বিধাতার। নিম্নবর্ণে রাখি'
অজ্ঞ, উপেক্ষিত ব্যর্থ উন্নতি-প্রয়াস ;
পারে না সে দাঁড়াইতে পদ ভগ্ন যার।
হয়ে ফলত্যাগী, হেন কর্ম্ম-অনুষ্ঠানে,
পার যদি আপনারে সিদ্ধ করিবারে
বন্ধন হইতে মুক্তি লভ্য হবে তব।
যথা ত্রিপথগা গঙ্গা * মানবের তথা
ত্রিবিধ কর্ত্তব্য হেথা আছে বর্ত্তমান ;
আত্ম, আত্মজন আর সমাজের প্রতি।
উপার্জ্জিয়া জ্ঞান, ভক্তি শিখিয়াছ তুমি

* ত্রিপথগা—স্বর্গ, মর্ত্ত্য, ও পাতালগামিনী। স্বর্গে মন্দাকিনী, মর্ত্ত্যে ভাগীরথী, পাতালে ভোগবতী।

আত্মত্রাণে কর্ত্তব্য যা'। কর্ম্ম-অনুষ্ঠানে
সমাজের প্রতি, বৎস! কর্ত্তব্য যা' তব
কহিয়াছি সাধিবারে। দোঁহার মিলন
হয় আত্মজন প্রতি কর্ত্তব্য সাধনে।
গৃহস্থ-আশ্রম সৃষ্ট আত্মজন লয়ে;
সুগৃহস্থ তিনি যিনি, অনাসক্তচিতে,
সাধেন আপন কর্ম্ম। হেরিয়াছ তুমি
রাখি' দৃষ্টি শিরস্থিত বারিকুম্ভ 'পরি
নাচে তালে তালে নটী। বাজে সভামাঝে
সারঙ্গ, ত্রিতন্ত্রী, বীণা; উঠে করতালি;
শত জন অনিমেষে চাহে তা'র পানে;
কিন্তু তা'র চিত্ত লগ্ন রহে কুম্ভ 'পরে
না হেরে কাহারে, তাই নাহি পড়ে জল,
নাহি হয় তাল-ভঙ্গ। সুগৃহস্থ তথা,
রাখি' চিত্ত সমর্পিত শ্রীহরির পদে,
আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম, হ'ক তুচ্ছ তাহা,
কিম্বা হ'ক সুমহান; সাধেন সতত,
রহি' অবিচল সুখে, দুঃখে, প্রলোভনে।
আকৈশোর ব্রহ্মচারী গুরুদেব মোর,
তথাপি গৃহস্থাশ্রম হেন প্রিয় তাঁর
পাঠাইলা মোরে, সেথা রহিবার তরে।
তাঁহার কথিত এই গৃহ-ধর্ম্মনীতি

রাখিও লিখিয়া, পা'বে দেখিতে তাহাতে
গৃহীর কর্ত্তব্য যত বিবৃত সংক্ষেপে।"
এত বলি' গুরুপদে প্রণমি' উদ্দেশে
কহিলা অনন্ত নিজ শিষ্যে সম্বোধিয়া।
"লীলাময় যিনি, যাঁর রচিত ভুবন,
তাঁর সৃষ্ট গৃহাশ্রম, পুণ্য-নিকেতন।
মাতা, পিতা, পত্নী, পুত্র, পোষ্য, ভৃত্য লয়ে
গৃহস্থ রহিবে হেথা শুদ্ধ, শান্ত হয়ে।
পূজিবে দেবতাজ্ঞানে মাতায়, পিতায়,
আত্মপর সর্ব্বজনে তুষিবে সেবায়।
ধর্ম্মপথে রহি' অর্থ করি' উপার্জ্জন
স্বজনে, অনাথে, দীনে করিবে পালন।
বিশ্বাস, ভকতি, আশা রাখিয়া অন্তরে
উপার্জ্জিবে জ্ঞান, ধর্ম্ম পরম আদরে।
ইন্দ্রিয়-বিজয়ী হ'বে দৃঢ়চেতা বীর,
স্বদেশ-স্বজাতি-হিতে পাতি' দিবে শির।
নারী হ'বে পুরুষের সহায়, সঙ্গিনী,
পতিব্রতা, কর্ম্মশীলা, মধুরভাষিণী।
কর্ত্তব্য-সাধনে যুক্ত র'বে পরস্পর;
যথা শিব তথা শক্তি, না আছে অন্তর।
সম্পদে, বিপদে দোঁহে র'বে একপ্রাণ,
দোঁহে মিলি' সংসারের সাধিবে কল্যাণ।

বিসর্জ্জিবে আত্ম-সুখ অপরের তরে,
পাশরিবে দুঃখ, শোক হেরি' পরস্পরে।
ধন, জন, পদ, মান যাঁহার কৃপায়,
কায়মনোবাক্যে সদা আরাধিবে তাঁ'য়।
জীবনের কর্ম্মফল অর্পি', নারায়ণে
অন্তিমে বিদায় ল'বে সহাস্য বদনে।'
  সমাপিয়া ব্রহ্মচর্য্য চলিয়াছ তুমি
পশিতে গৃহস্থাশ্রমে; এই উপদেশ
হ'ক অবলম্ব্য তব, হইবে কল্যাণ।"
  প্রণমি' কহিলা শিষ্য;—"পালিব-আদেশ
প্রাণপণে, আজ হ'তে প্রতিজ্ঞা আমার।
অন্তরাল হ'তে, দেব! সঞ্চারিয়া বল
করিবেন কৃতকৃত্য, এই নিবেদন।"
এতবলি' পুনর্ব্বার নমিলা চরণে।
  বিদায় লইলা শিষ্য; চাহি ঊর্দ্ধ পানে
অনন্ত কহিলা;—"দেব! সর্ব্বজ্ঞাতা তুমি,
ব্যাকুল হৃদয় তব নাম প্রচারিতে,
দেহ যোগ্য শিষ্য মোরে, এ প্রার্থনা পদে।

———

নবম অধ্যায়।

দীক্ষাদান।

রজনীর অর্দ্ধ যাম হয়েছে বিগত ;
সুপ্ত হরিপুর ; নাহি জন-কোলাহল ;
নীরব বিহগ-কণ্ঠ। শুধু ঝিল্লীকুল
গায় ঝিঁ ঝিঁ ঝিঁ ঝিঁ রবে অশ্রান্ত সঙ্গীত।
শুধু নিশানিল-স্পর্শে অশ্বত্থের শাখে
উঠে পত্ পত্ শব্দ ; টুপ্ টাপ্ টপ্
পড়ে তরুমূলে শুধু শিশিরের নীর ;
সূচীভেদ্য * অন্ধকারে সমাবৃত গ্রাম।
দেবীর মন্দিরদ্বারে, পশুরক্ত-লোভে
আকৃষ্ট, জম্বুক এক ডাকিল সহসা ;
প্রাচীন তক্ষক, শুনি', গর্জ্জিয়া গভীরে
দিল প্রত্যুত্তর তা'র। পেচকের দল
কর্কশ বচনে যেন শাসিল উভয়ে ;
পূরিল মন্দির-ভূমি তীব্র কোলাহলে,
ক্ষণতরে ; পুনর্ব্বার হইল নীরব।

* সূচীভেদ্য—সূচীদ্বারা ভেদ করিবার উপযুক্ত ; গাঢ়,নিবিড়।

অনন্ত এখন(ও) বসি' নিজ পূজা-গৃহে,
একাদশী তিথি আজ, রহি' উপবাসে,
করি'ছেন মন্ত্র জপ ; দৃষ্টি অনিমেষ
লক্ষ্মী-জনার্দ্দন পানে। সম্মুখে তাঁহার
দিব্য চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি, ক্ষোদিত পাষাণে ;
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম শোভে চারি করে।
দুষ্টের দমন হেতু ধৃত চক্র, গদা,
সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ব্যক্ত ফুল্ল শতদলে,
আহ্বানিতে পাপী, তাপী, তৃষিত মানবে
পাঞ্চজন্য * অন্য করে। বামে মূর্ত্তিমতী,
ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী, ক্ষীরাব্ধি-তনয়া। †

পূর্ণ হ'ল জপ-সংখ্যা ; তথাপি হৃদয়
অশান্ত, উদ্বিগ্ন, যেন, কি অভাব-বোধে।
অকস্মাৎ দ্বার হ'তে পশিল শ্রবণে
মৃদু করাঘাত-শব্দ, ক্রমে উচ্চতর,
শুনি' দুই তিনবার, উন্মোচিলা দ্বার।
হেরিলা বিস্ময়ে দ্বারে নিস্পন্দ, নীরব
দাঁড়াইয়া দুঃশাসন ; আঁখি-যুগ হ'তে
দর দর ঝরে অশ্রু, বিমলিন মুখ।
নিরখি' অনন্ত দুই বাহু প্রসারিয়া

* পাঞ্চজন্য = শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খ। † ক্ষীরাব্ধিতনয়া = লক্ষ্মী।

সাষ্টাঙ্গে পড়িলা ভূমে ; ধরি' পদ তাঁর
করিলা প্রয়াস নিজ শিরে স্থাপিবারে।
অনন্ত, অমনি, ব্যগ্র, উঠাইয়া তাঁয়,
বাঁধি' বাহুপাশে, দিয়া গাঢ় আলিঙ্গন,
জিজ্ঞাসিলা, "আগমন কেন অসময়ে ?"
"চাহি প্রাণভিক্ষা আমি, দেহ ভিক্ষা মোরে"
উত্তরিলা দুঃশাসন গদগদ ভাষে।
"কি হয়েছে ?" সবিস্ময়ে অনন্ত কহিলা
বধেছ কি কা'রে, আজ, ক্রোধের আবেশে ?
রাজ-কর্ম্মচারী কেহ লভি' কি সংবাদ
ঘুরিছে পশ্চাতে তব ? বল বিবরিয়া।"
"বধি নাই আজ কা'রে, বধি নাই কভু,"
উত্তরিলা দুঃশাসন ; "নরহত্যা হ'তে
কিন্তু মহাপাপ-স্পৃষ্ঠ জীবন আমার ;
হইয়াছি আত্মঘাতী ; শান্তি নাহি তাই।
জাগরণে, কি স্বপনে শুনি যেন কেহ
কহি'ছে ডাকিয়া মোরে ; 'যা'বে দূর পথে,
দুঃশাসন !' বল, কোথা পাথেয় তোমার।'
নিরুত্তর রহি আমি ; কিন্তু মর্ম্মদেশে
কি যেন দারুণ ব্যথা করি অনুভব।

যথা যাই, সেই স্বর শুনি অবিরাম,
'দুঃশাসন ! বল, কোথা পাথেয় তোমার।'
রোধি কর্ণ-ছিদ্র আমি অঙ্গুলি-প্রবেশে
কিন্তু সেই স্বর যেন কহে বক্ষ ভেদি'
'দুঃশাসন ! বল, কোথা পাথেয় তোমার।'
যাই জনতার মাঝে, যাই দেবালয়ে,
যাই মৃতজনে লয়ে দহিতে শ্মশানে,
সে স্বর আসিয়া মোর কহে শ্রুতি-মূলে,
'দুঃশাসন ! বল, কোথা পাথেয় তোমার।'
নাহি নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বলহীন দেহ,
কণ্ঠাগত প্রায় প্রাণ। আসিয়াছি তাই
অসময়ে দ্বারে তব, রক্ষা কর মোরে।"
অনন্ত গম্ভীর, স্থির ; মধুর বচনে
জিজ্ঞাসিলা ;—"কিবা তুমি চাহ মোর কাছে ?"
"চাহি দীক্ষা" দুঃশাসন দিলা প্রত্যুত্তর,
রুদ্ধ কণ্ঠে, দীর্ঘশ্বাস-কম্পান্বিত দেহে।
"গিয়াছিনু আজ আমি দেবীর মন্দিরে
জানা'তে হৃদয়-ব্যথা। আরতির শেষে
পড়েছিনু, অচৈতন্য, অঙ্গনের মাঝে ;
হেরিলাম মূর্ত্তিমতী দেবী, উগ্রতারা,
নামি' পীঠ হতে, মোর বসি' শিরোদেশে,
কহিছেন ; 'গুরুরূপে বরি' অনন্তেরে

লহ দীক্ষা তা'র কাছে, পা'বে পরিত্রাণ।
অনন্ত আমার ভক্ত ; নিজ ইষ্টদেবে
হেরে সে আমার মাঝে, নিরখে আমারে
ইষ্টদেব মাঝে তা'র ; দেখে অধিষ্ঠিত
ব্রহ্ম প্রতি জড়ে, জীবে ; যাও তা'র কাছে।'
আসিয়াছি, তাই, আমি দেবীর আদেশে।
সুতের অভাব যত বুঝেন জননী,
না বুঝে অপর তত ; তাই জগন্মাতা,
মূর্ত্তিমতী হয়ে, মোরে দিয়াছেন বলি'
উদ্ধারের পথ মোর। হও অনুকূল,
পাইয়াছি আজ্ঞা তাঁর, কর কৃপা তুমি।
পাপী বলে যদি তুমি ত্যাগ কর মোরে,
দিব প্রাণ এই দণ্ডে তোমার সাক্ষাতে।"
অনন্ত, অমনি, তাঁরে বাঁধি' বাহুপাশে,
কহিলা ;—"সার্থক আজ তপ, জপ মোর ;
দিব দীক্ষা, এস তুমি স্নান সমাপিয়া।
লহ এই নববস্ত্র, নব উপবীত,
দ্বিজত্ব লভিবে নব। পূজাপাত্র হ'তে
লহ পুষ্পমাল্য, লহ দূর্ব্বা সচন্দন,
এস অবিলম্বে ; আমি বসিনু আসনে।"
পুলকিত দুঃশাসন, বুঝিলা অন্তরে
কি যেন আনন্দরসে সিক্ত হ'ল প্রাণ ;

বসিলা গুরুর পার্শ্বে, স্নান সমাপিয়া,
পরি' নববস্ত্র, মাল্যে হয়ে বিভূষিত।
গভীর নিশীথ ; ধ্যানে মগ্না বসুমতী,
না আছে দর্শক অন্য ; শুধু নভঃ হ'তে
অসংখ্য নক্ষত্র, মুক্ত বাতায়ন-পথে,
হেরিছে নীরবে যেন কার্য্য উভয়ের।
জ্বলে পীঠতলে দীপ নিষ্কম্প শিখায়,
ধূপের সৌরভে গৃহ হয় আমোদিত,
আত্মা-পরমাত্মা-রূপে লক্ষ্মী-জনার্দ্দন
বিরাজিত পুরোভাগে। গুরু, শিষ্য দোঁহে
চিন্তামগ্ন, বাক্যহীন ; বাসনা শিষ্যের
পাপে লভিবারে ত্রাণ আত্ম-সমর্পণে ;
বাসনা গুরুর, তা'র লয়ে পাপ-ভার,
অখণ্ড মণ্ডলাকারে ব্যাপ্ত বিশ্বে যিনি
দেখাইতে তাঁর পদ, মোক্ষধাম ভবে।
অনন্ত নয়ন মুদি', নিজ গুরুদেবে
করিলেন ধ্যান, মুখ হ'ল হর্ষোজ্জ্বল।
সমাপিয়া যথারীতি পূজা, হোম, পাঠ,
ডাকি' দুঃশাসনে নিজ আসন সমীপে
স্পর্শি' ব্রহ্মরন্ধ্র, জপি' মন্ত্র একাক্ষর,
কহিলা মধুর ভাবে :—"আজ হ'তে তব
লইলাম পাপভার আপনার শিরে,

মুক্ত তুমি, মুক্ত তুমি, মুক্ত হ'লে তুমি।"
নিবেদিলা দুঃশাসন সজল নয়নে,
"একি দেব! একি কর্ম্ম? মহাপাপী আমি,
আমার পাপের ভার কি হেতু আপনি
লইলেন নিজ শিরে? আত্ম-কর্ম্ম-ফল
ভুঞ্জিব আপনি আমি।" উত্তরিলা গুরু;—
"চিন্তিত হয়োনা তুমি, উভয়ের ভার
লইবেন তিনি, যিনি পতিত-পাবন।"
কৃতকৃতা দুঃশাসন; প্রণমিয়া পদে,
জিজ্ঞাসিলা "দক্ষিণা কি দিব শ্রীচরণে?"
হাসি' উত্তরিলা গুরু; "সর্ব্বস্ব তোমার।"
"আজ হ'তে যাহা কিছু আছে কিঙ্করের"
আনন্দে কহিলা শিষ্য, জোড় করি' কর,
"হইল প্রভুর তাহা; দান-পত্র লিখি'
দিব, যথারীতি, ধর্ম্ম-শাস্ত্র অনুসারে।"
"রাখ তব দানপত্র" স্মিত মুখে গুরু
কহিলা সম্বোধি' শিষ্যে। ' ভূসম্পত্তি তব,
গৃহ, সরোবর, নহে সর্ব্বস্ব তোমার,
সমধিক মূল্যবান আর যাহা আছে
চাহি তাহা। জান তুমি চিররীতি মোর
না লই শিষ্যের বিত্ত; বিতরণ তরে
লই শিষ্যদত্ত দান। সর্ব্বস্ব তোমার

শ্রীহরির নাম এবে ; প্রীতি হেতু মোর
কর গিয়া দান তাহা গ্রামবাসী সবে।
আছে বহু যুবজন অনুগত তব,
অস্ত্র-বিদ্যা, মল্ল-বিদ্যা শিখিবার তরে
সেবে তোমা গুরু ভাবে। তা'সবারে লয়ে
হরিপুরে গৃহে গৃহে, ভিন্ন গ্রামে কভু,
কীর্ত্তন-আনন্দে সবে দাও মাতাইয়া ;
যা'ব তোমাদের সাথে অবসর-ক্রমে।
থাকে যদি ভক্তি তব শ্রীহরি আপনি
দাঁড়া'বেন মূর্ত্তিমান তোমাদের মাঝে।
যাও এবে গৃহে তুমি, ধন্য হ'নু আজ
লভি' শিষ্যরূপে তোমা !" এত বলি তাঁরে
দিলা গাঢ় আলিঙ্গন ; শ্রীগুরু-পরশে
কি আনন্দ দুঃশাসন বুঝিলা, অমনি,
রোমাঞ্চিত হ'ল দেহ, পুলকাশ্রু-ধারে
সিক্ত হ'ল গণ্ডদ্বয়। "পালিব আদেশ"
বলি' নমি' গুরুপদে লইলা বিদায়।

তদবধি, নিত্য নিত্য, আরতির শেষে
দুঃশাসন উপবিষ্ট গুরু-পদতলে
ভক্তি-শাস্ত্রে উপদেশ করিত গ্রহণ,
জিজ্ঞাসিত নানা প্রশ্ন। করি' গীতা পাঠ
সুধাইল একদিন, "কোন্ সাধনায়

পারে ভক্ত বিশ্বরূপ করিতে দর্শন ?"

উত্তরিলা গুরু ;—"বৎস ! যে সাধনা বলে

বিশ্বের বিভিন্ন সত্ত্বা যায় লুপ্ত হ'য়ে ;

প্রতিজড়ে, প্রতি জীবে হেরে নেত্র শুধু

অশরীরী ব্রহ্মে যত শরীরীর মাঝে।

স্মর তুমি, গীতায় যা' কহিলা শ্রীহরি

ধনঞ্জয়ে, বিশ্বরূপ দর্শনের পরে।

'যে রূপ আমার আজ হেরিলে নয়নে,

নহে দর্শনীয় তাহা বেদ-অধ্যয়নে।

দানফলে, যজ্ঞফলে, কিম্বা তপস্যায়

সে রূপ আমার কেহ দেখিতে না পায়।

মোর প্রতি অবিচল ভক্তি রহে যা'র ;

দর্শনীয় হই আমি একমাত্র তা'র।

অবিচল ভক্তি যার অন্তরে বিরাজে

দেখে, বুঝে, প্রবেশ সে করে মোর মাঝে।' *

ভক্তিগুণে নর তাঁরে হেরে বিরাজিত

জলে, স্থলে, শূন্যে ; দেখে সর্ব্ব ব্রহ্মময়।

---

* নাহং বেদৈর্ন তপসা নদানেন নচেজ্যয়া

শক্য এবং বিধোদ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা।

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবং বিধোঽর্জ্জুন !

জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ।

গীতা ১১ অধ্যায় ৫৩।৫৪ শ্লোক।

শিশু ধ্রুব, সিদ্ধ হ'য়ে এই সাধনায়,
অবিভেদে কাননের তরু, লতা, জীবে
প্রাণারাম হরি বলি' দিত আলিঙ্গন।
তাই শ্রুতি বলেছেন উদ্দেশিয়া তাঁরে ;—

'তিনিই আকাশচারী
দেবতা তপন,
অন্তরীক্ষবাসী তিনি
দেব সমীরণ।
অগ্নি তিনি, বেদী মধ্যে
বসতি তাঁহার,
তিনি সোমরস, স্থিত
কলস মাঝার,
নররূপে, দেবরূপে
তিনি বিরাজিত,
কিবা যজ্ঞে, কিবা ব্যোমে
তিনি, প্রতিষ্ঠিত।
মুকুতা, মকর তিনি
সাগরের জলে,
তিনি ব্রীহি, যব যাহা
জন্মে ধরাতলে।
তিনি নদী, জলময়ী,
পর্ব্বতবাহিনী,

তিনি সত্য, সুমহান্,
সর্ব্বময় তিনি।' *
তিনি সর্ব্বে, সর্ব্ব তাঁহে করিছে বিরাজ,
বিশ্বরূপ দর্শনের মূলমন্ত্র এই।"
"বুঝিলাম", দুঃশাসন কহিলা বিনয়ে,
"শাস্ত্রজ্ঞান মাত্রে তিনি না হ'ন গোচর ;
শাস্ত্রজ্ঞান, চর্ম্মচক্ষু দুই ব্যর্থ হেথা ;
অন্তর আত্মায় তাঁরে করি অনুভব
যে করে সাধন হ'ন ধ্যানগম্য তার।"
"বুঝিয়াছ সার তুমি" উত্তরিলা গুরু ;
"সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, মহা জ্ঞানী ঋষি
শুকদেব বলেছেন তাই ভক্ত জনে ;
'পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্র করি' আলোড়ন
বিচারিনু এই, সদা ধ্যেয় নারায়ণ।' †
ভক্তের কর্ত্তব্য যাহা মহামুনি ব্যাস
বলেছেন ভাগবতে ; কর তা' শ্রবণ।

* হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরীক্ষসৎ
হোতা, বেদিষদতিথি র্দুরোণসৎ।
নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসৎ
অব্জা, গোজা, ঋতজা, অদ্রিজা, ঋতং বৃহৎ ॥
কঠ ২য় অঃ ২য়াবল্লী ২ শ্লোক।

† আলোড্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ
ইদমেক সুনিষ্পন্নং ধ্যেয়ো নারায়ণঃ সদা।

'বাণী র'বে রত তাঁর গুণানুকথনে,
কর্ণ রবে, অবহিত মহিমা শ্রবণে।
হস্ত র'বে সদা তাঁর কর্ম্মে নিয়োজিত,
মন র'বে নিত্য তাঁর চরণে অর্পিত।
তিনি সর্ব্বব্যাপী, এই বিশ্ব তাঁর ধাম,
স্মরি' শির, সদা নত, করিবে প্রণাম।
তাঁহার প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি ভক্ত সাধুজন
এই ভাবি' নেত্র সদা করিবে দর্শন।' *
হ'ক এই মূলমন্ত্র সাধনের তব,
শুধু জ্ঞানে, শুধু ধ্যানে লভ্য ন'ন তিনি।
ভক্তিপূত কর্ম্মে নর লাভ করে তাঁয়,
রাখিও সতত মনে। কৈশোর হইতে
সাধিয়াছ বহুকর্ম্ম; জীবের সেবায়
উৎসৃষ্ট করেছ প্রাণ; ক্ষীণপাপ তুমি।
বুঝিয়াছ শাস্ত্র-মর্ম্ম; দাও এবে জীবে
হরিনাম, ভবসিন্ধু উত্তরণে তরী।

---

* বাণী গুণানুকথনে, শ্রবণৌ কথায়াং
হস্তৌ চ কর্ম্মসু, মন স্তব পাদয়োর্নঃ।
স্মৃত্যাং শির স্তব নিবাস জগৎ-প্রণামে,
দৃষ্টি সতাং দরশনেঽস্তু ভবত্তনূনাম্॥
শ্রীমৎভাগবত ১০।১০।৩৮

রোগীরে ঔষধ দান, অন্ন ক্ষুধাতুরে,
ব্যথিতে সান্ত্বনা—সব(ই) পুণ্য কর্ম্ম বটে,
কিন্তু কিছু নাহি শ্রেষ্ঠ নাম-দান হ'তে।
তাই সর্ব্বত্যাগী ভক্ত বিদুর দ্বাপরে
ব'লেছেন বিচারিয়া ; জ্ঞান সুদুর্ল্লভ,
কর্ম্ম কৃচ্ছ্রসাধ্য, কিন্তু হরিনাম-গান
সুসাধ্য সবার, হ'ক পাপী, তাপী, দীন।
'বাণী র'বে রত তাঁর গুণানুকথনে'
ভাগবত-বাক্য এই হউক সার্থক
জীবনে তোমার, এবে। ত্যজি' লজ্জা-ভয়,
যেখানে যখন যা'বে, শুনা'বে সবায়
উচ্চকণ্ঠে হরিনাম, সংসারের সার।
লহ এই স্তোত্রমালা, মানব-জীবনে,
কখন কি ঘটে, কেহ না পারে বলিতে।
তাই জ্ঞানিজন, সদা, রহেন তৎপর
সর্ব্বকালে, সর্ব্বকার্য্যে আরাধিতে তাঁরে।
যা' ঘটুক ভাগ্যে তব, সম্পদে, বিপদে,
আত্ম-নিবেদনে, নিত্য আরাধনা-কালে,
পড়িও যতনে ; শান্তি, তৃপ্তি পা'বে তাহে।"
এত বলি' পীঠ হ'তে ভূর্জ্জপত্র এক
দিলা দুঃশাসন-করে ; ছিল বিলিখিত।

সম্পদে।

সব সুমঙ্গল মোর তোমার কৃপায়,
হে মঙ্গলরূপা! আমি প্রণমি তোমায়।
প্রতিপদে কৃপা তব হেরি বর্ত্তমান
আনন্দ-সাগরে যেন ভাসে মোর প্রাণ।
না জানি কতই, দেব! করুণা তোমার,
দিয়াছ আমারে হেন সুখের সংসার!
দিয়াছ আত্মীয়, বন্ধু, নন্দন, নন্দিনী,
সুখে, দুঃখে সমপ্রাণা দিয়াছ সঙ্গিনী।
নাহি রোগ, শোক গৃহে; যথা প্রয়োজন,
পাইয়াছি ভোগ্য বস্তু, পাইয়াছি ধন।
সবে ভালবাসে মোরে, শত্রু কেহ নাই;
গুণ-পক্ষপাতী মোর হেরি সর্ব্ব ঠাঁই।
কত অযাচিত স্নেহ, কতই সম্মান,
যেথা যাই, সেথা লোক করে মোরে দান।
যে দিকে নিরখি, দেখি শান্তিময়ী ধরা,
নাহি হিংসা, নাহি দ্বেষ, সদানন্দে ভরা।
ভাবি যবে, নেত্র মোর জলে ভাসি' যায়,
ধন্য হরি! ধন্য হরি প্রণমি তোমায়।
দিয়াছ সকল, প্রভো! কি চাহিব আর,
চাহি শুধু, থা'ক্ মতি চরণে তোমার।

প্রতি বস্তু, যেন মোর মনে সদা রয়,
তব কৃপাদত্ত, মোর গুণার্জ্জিত নয়।
তব কার্য্যে নিয়োজিত থাকুক এ কর,
সতত তোমারে ধ্যান করুক্ অন্তর।
তোমাতেই করি, নিত্য, আত্ম-সমর্পণ
তোমার সেবায় যেন যায় এ জীবন।
কর্ম্মদোষে ঘটে যদি ভাগ্য-বিপর্য্যয়,
তোমা প্রতি অসন্তোষ যেন নাহি হয়।
রহে যেন তব পদে অচলা ভকতি,
রহে যেন দুঃখ, শোক সহিতে শকতি।
তোমার মঙ্গল-হস্ত রক্ষিছে আমায়,
এ বিশ্বাস, ক্ষণতরে, যেন নাহি যায়।
কত দুঃখী, কত তাপী আছে ভূমণ্ডলে,
ভাসিতেছে নিরন্তর নয়নের জলে;
আমারে যেমন সুখী করিয়াছ, হরি;
তা'দিগে তেমনি কর, করুণা বিতরি'।
দূর কর হাহাকার, কলহ, বিবাদ;
শান্তিময়ী হ'ক ধরা কর আশীর্ব্বাদ।
তব নামে সুধাপূর্ণ হ'ক ত্রিভুবন,
তব শ্রীচরণে করি এই নিবেদন।

বিপদে।

হে দয়াল ! দীনবন্ধো ! হে মঙ্গলময় !
দয়া করে দীনে, আজ, দাও পদাশ্রয়।
গরজিছে বিপদের ঝটিকা ভীষণ,
বুঝি এ জীবন-তরী হয় নিমগন।
বিপদ-কাণ্ডারী তুমি কোথা এ সময় ?
দেখা দাও, ডাকে তব অধম তনয়।
অগতির গতি তুমি কহে সর্ব্বজন,
তাই আসিয়াছি পদে লইতে শরণ।
সংসার গড়িয়াছিনু যা' সবে লইয়া,
দেখ তা'রা, একে একে, যেতেছে চলিয়া।
শূন্য হইতেছে বক্ষ; এস তবে, হরি!
দাঁড়াও আপনি সেথা করুণা বিতরি'।
তুমি মোর হও সখা, জননী, জনক;
তুমি মোর হও গুরু, রক্ষক, পালক।
দিয়াছিলে ধন, মান গিয়াছে সকল,
পূর্ব্বস্মৃতি, অশ্রুবিন্দু হয়েছে সম্বল।
যত আশা করেছিনু হৃদয়ে পোষণ,
একটীও তা'র, নাথ! না হ'ল পূরণ।
যা' সবে আপন বলি' লইনু আশ্রয়
দেখ, তা'রা গেল চলি' হেরি' অসময়।

আপন বলিতে মোর ভবে কেহ নাই,
কি সজনে, কি বিজনে শান্তি নাহি পাই।
মরমের ব্যথা মোর কহিব কাহারে,
শোন তুমি, সব কথা নিবেদি তোমারে।
অতীতের তরে ক্ষোভ নাহি করি আর;
'ভয় নাই' শুধু তুমি বল একবার।
তোমার আশ্বাস-বাণী শুনিলে, ঠাকুর!
যা' কিছু অভাব আছে সব হ'বে দূর।
কর নাথ! কর মোরে সহিষ্ণুতা দান,
সঞ্চারি' তোমার বল কর বলীয়ান।
মোর মত পাপী যদি নাহি থাকে আর,
দয়ালু ত নাহি কেহ সদৃশ তোমার।
তুমি যে দীনের বন্ধু, পতিতপাবন,
অধমে ত্যজিবে হয়ে অধম-তারণ?
তুমি যদি ত্যজ, নাথ! কোথা পাপী যা'বে?
নরক হইতে ত্রাণ কেমনে সে পা'বে?
বিপদ সম্পদ হ'বে তোমার কৃপায়,
ভুলনা, ভুলনা, নাথ! ভুলনা আমায়।
কি আর জানাব পদে? জানিছ সকল,
কর তাই, হয় যাহে চরম-মঙ্গল।

আত্ম-নিবেদন।

(১)

হে মম হৃদয়-নাথ !
হৃদে এস, একবার ;
পাশরি মরম-ব্যথা
শ্রীমুখ হেরি তোমার।

(২)

তুমিত রহেছ, প্রিয় !
ব্যাপ্ত করি ত্রিভুবন ;
দেখিতে না পাই আমি,
মোহে অন্ধ দু'নয়ন।

(৩)

বল, নাথ ! বল মোরে
সেদিন আসিবে কবে,
প্রতি জীবে, প্রতি জড়ে
তোমারে হেরিব যবে।

(৪)

তোমার উদয়ে মোর
মানস-কমল ফুটে,
তোমার পরশে মোর
শরীরে রোমাঞ্চ উঠে ;

(৫)

তবু যেন, জ্ঞান হয়
তুমি কত আছ দূরে ;
'আয় আয় আয়' বলি'
ডাকিছ করুণ-সুরে।

(৬)

এইত এসেছি আমি,
রাখ বুকে শ্রীচরণ ;
ত্রিতাপ-তাপিত দেহে
হ'ক সুধা বরষণ।

(৭)

অযাচিত কৃপা-গুণে
সকলি দিয়াছ তুমি ;
দারা, পুত্র, ধন, জন,
সুখের মরত-ভূমি।

(৮)

অধম, পতিত আমি,
তবু ভালবাস মোরে ;
নিজে পড়িয়াছ বাঁধা,
বাঁধিয়াছ প্রেমডোরে।

(৯)

তৃপ্ত হইয়াছে প্রাণ,
বলিবার কিছু নাই ;
জনমে জনমে শুধু
তোমারে সেবিতে চাই।

(১০)

যে লোকে, যে ভাবে, থাকি,
হই সুরাসুর, নর
তোমার চরণে যেন
ভক্তি রহে নিরন্তর।

(১১)

পাঠাইয়াছিলে হেথা
হের, সাধিয়াছি কাজ,
দাও, নাথ ! দাও এবে
বিরাম তোমার মাঝ।

(১২)

তোমাতে লভিয়া লয়
লুপ্ত হ'ক দেহ, মন ;
করুক্ আমার আত্মা
তব রস আস্বাদন।

(১৩)

চাহি, নাথ! সব সাধ
তোমাতেই তৃপ্ত হ'বে;
এক হয়ে হ'ব দুই,
অভেদে প্রভেদ র'বে।

(১৪)

তুমি মোর মাতা, পিতা,
তুমি মোর হ'বে পতি,
তুমি প্রভু, আমি দাস,
চরমে তুমিই গতি।

(১৫)

কি আর অধিক ক'ব
তুমিত অন্তরযামী,
জানিছ অন্তরে রহি'
যাহা কিছু চাহি আমি।

(১৬)

জ্ঞানাজ্ঞান-কৃত মোর
অপরাধ ক্ষমা করি'
শ্রীচরণে দেহ স্থান
পতিত-পাবন হরি।"

মুগ্ধ দুঃশাসন, পাঠ করি' বার বার,
রাখিলা তা নিজ শিরে। নমি' গুরুপদে

জিজ্ঞাসিলা ; "মল্লক্রীড়া ত্যজিব কি, প্রভো !
"কভু নয়" স্মিতমুখে উত্তরিলা গুরু ;—
"মল্লবিদ্যা নহে বিঘ্ন ধর্ম্ম-সাধনের ;
চাহি আমি হরিপুরে প্রতি যুবা যেন
শিখে মল্লবিদ্যা, হয় যোগ্য শিষ্য তব।"
হৃষ্টচিত্তে দুঃশাসন ফিরিলা ভবনে,
আরম্ভিলা সঙ্কীর্ত্তন পরদিন হ'তে।

দশম অধ্যায়।

সাধন-মার্গ।

অনন্তের বহু ছাত্র জানিবারে চায়,
ব্রহ্ম-সাধনের কিবা প্রকৃষ্ট উপায়।
তাই গুরু মনোমত ছাত্র কয় জনে
দিতেছেন উপদেশ ডাকিয়া বিজনে।
ভদ্রাসনে তাঁর এক ছিল সরোবর,
নির্ম্মল সলিলে পূর্ণ, অতি মনোহর।
তট তা'র চিরশ্যাম ছিল দূর্ব্বাদলে,
চতুষ্পার্শ্বে ছিল তরু, অবনত ফলে।
শ্বেত, রক্ত কত তাহে ফুটিত কমল,
গুঞ্জরিত মধুলোভে আসি' অলি দল।
বলাকা, ডাহুক তা'র বিহরিত তীরে,
নিরাপদ-মীন-দল সন্তরিত নীরে।
প্রফুল্ল চম্পক-গন্ধ করিয়া হরণ
নিদাঘে বহিত, সেথা, সুমন্দ পবন।
দয়েল, কোকিল, গায়ি সুমধুর গীত,
ভাবুকে, ভক্তেরে সদা করিত মোহিত।

কি শোভা হইত যবে পূর্ণ শশধর,
করি' প্রতিবিম্বপাত জলের উপর,
নাচিত আনন্দে, যেন, হিল্লোলের সনে,
কাঁপিত সরসী-বক্ষ মৃদু সমীরণে।
সায়াহ্নে বসিয়া, সেথা, সোপান উপরে
ছাত্রগণে ! ডাকি গুরু ক'ন স্নেহভরে ;—

[১]

নয়নে ব্রহ্মেরে কেহ দেখিতে না পায়
বচনেও ব্যক্ত তাঁরে করা নাহি যায়।
মননেও কেহ তাঁরে
ধারণা করিতে নারে,
আছেন, সুদৃঢ় এই বুঝেন যাঁহারা,
উপলব্ধি তাঁর, মাত্র, করেন তাঁহারা।

[২]

নাহি তাঁর রূপ, তবু পরম সুন্দর,
নাহি তাঁর কণ্ঠ, তবু শ্রুত হয় স্বর।
বিরাট মূরতি ধরি,'
ত্রিভুবন ব্যাপ্ত করি,'
আছেন ; অথচ ক্ষুদ্র মানবের মাঝ,
নিরন্তর গুপ্তভাবে করেন বিরাজ।

[৩]

সাধারণ জন কিন্তু এ ভাবে তাঁহায়,
আরাধনা করি' মনে তৃপ্তি নাহি পায়,
তাই সেই নিরাকারে,
ধ্যান, জ্ঞান অনুসারে,
আকার আরোপ করি' করে পূজার্চ্চনা ;
দেয় হস্ত, পদ, বেশ যা'র যা কল্পনা।

[৪]

বাহ্যেন্দ্রিয়, স্বভাবতঃ, বহির্ম্মুখে ধায়,
না পারে ধরিতে ধ্যানে পরম-আত্মায়।
রূপ, রস, গন্ধ তরে,
সদা অন্বেষণ করে,
সাকার পূজার তাই যোগ্য অনুষ্ঠান,
ধূপ, দীপ, পাদ্য, অর্ঘ্য, বাদ্য, বলিদান।

[৫]

বলেছেন শ্রুতি ;—শুধু, ধীর জ্ঞানিজন,
যতনে ইন্দ্রিয়গ্রাম করি' আকর্ষণ,
তন্ময় করিয়া হিয়া,
অন্তর-ইন্দ্রিয় দিয়া,
আত্মস্থিত ব্রহ্মে, নিত্য, করেন দর্শন।
বাহ্য উপচারে * নাহি হয় প্রয়োজন।

* উপচার = পূজাসামগ্রী।

[৬]

চিত্ত যা'র অসংযত, স্বল্প যা'র জ্ঞান,
সাকার পূজন তা'র সাধনে সোপান।
কিন্তু যিনি প্রজ্ঞাবলে,
শাসিয়া ইন্দ্রিয়-দলে,
পারেন রাখিতে স্থির চিত্ত আপনার,
সুপ্রশস্ত নিরাকার সাধন তাঁহার।

[৭]

হ'ক নিরাকার কিম্বা সাকার সাধন,
শুচি, সুস্থ শরীরের দোঁহে প্রয়োজন.
যে কর্ম্ম করিলে হয়,
দৌর্ব্বল্য, শরীর-ক্ষয়,
সাধক, যতনে, তাহা করি' পরিহার,
রাখিবেন পূজাক্ষম দেহ আপনার।

[৮]

দেহ যদি সুস্থ থাকে, সুস্থ রহে মন,
সুখ-সাধ্য হয় পূজা, পাঠ, আরাধন।
অসুস্থ শরীর লয়ে,
অশান্ত মানস হয়ে,
পূজক রহেন যদি, ব্যর্থ হয় তাঁর,
সাকার-পূজন কিম্বা ধ্যান নিরাকার।

[৯]

প্রাণায়াম * উপবাস, আমিষ-বর্জ্জন,
ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, শৌচ, সাত্ত্বিক ভোজন,
যাঁর উপযুক্ত যাহা,
নির্ব্বাচন করি তাহা,
লইলে ভক্তের হয় সাধনে মঙ্গল,
স্বেচ্ছাচারে দেহ, মন না রহে সবল।

[১০]

চিত্তশুদ্ধি সাধনার দ্বিতীয় সোপান;
বিনা শুদ্ধি কখন(ও) না জন্মে ব্রহ্মজ্ঞান।
ক্রোধে হ'লে উত্তেজিত,
লোভে, মোহে বিচলিত,
সাধকের চিত্ত লগ্ন না রহে পূজায়,
দুর্গম সাধন-পথ ক্ষুরধারা প্রায়।

[১১]

চাপল্য, আত্মাভিমান, পরধর্ম্ম-দ্বেষ,
সাধনার মহাশত্রু জেন সবিশেষ।

---

* প্রাণায়াম=যোগানুমোদিত ক্রিয়া-বিশেষ। নাসিকার এক ছিদ্র রুদ্ধ করিয়া অন্য ছিদ্র দ্বারা প্রশ্বাস বায়ুর পূরণ ও উভয় ছিদ্র রুদ্ধ করিয়া অন্তরে বায়ুরোধ রূপ কুম্ভক, পরে অন্য ছিদ্র দ্বারা নিশ্বাস বায়ুর রেচন। এই ক্রিয়া দ্বারা শরীর সুস্থ ও মন সংযত হয়।

ভোগ-সুখ-প্রলোভনে
ভ্রষ্ট হয় বহুজনে,
কেহ বা নরকে ডুবে রূপ-পিপাসায়,
সিদ্ধি-লাভে আছে হেন বহু অন্তরায়।

[১২]

নৈষ্ঠুর্য্য সাধন-পথে, ব্যাঘাত অপর,
শুষ্ক করি দেয় তাহা ভক্তের অন্তর।
প্রতি জীবে ভগবান,
করিছেন অধিষ্ঠান,
প্রেমময় তিনি, ইহা রাখিলে স্মরণে,
সর্ব্বজীব প্রতি প্রেম উপজয় মনে।

[১৩]

অকারণে ক্লেশ কভু নাহি দিবে কা'রে,
সবে সুখ-দুঃখ-বোধ করে এ সংসারে।
অবজ্ঞার মৃদু হাসে,
কঠোর অপ্রিয় ভাষে,
মানবের মনে যত মর্ম্মপীড়া হয়,
শারীরিক ক্লেশ তা'র সমতুল্য নয়।

[১৪]

হ'ক কৃমি হ'ক নর, প্রভুর আমার,
সৃষ্ট সবে ; তা'রা মোর নিজ পরিবার ;

সাধকের মনে যদি,
এ বিশ্বাস নিরবধি,
রহে, তবে নাহি হয় এত অত্যাচার ;
নাহি উঠে পৃথিবীতে এত হাহাকার।

[১৫]

কহি শুন, সাধনার যাহা অনুকূল,
সাধকের লক্ষ্য মুক্তি, ভক্তি তা'র মূল।
জ্ঞান যদি ভক্তি সনে,
রহে সাধকের মনে,
তা' হ'তে ঈপ্সিত কিছু নাহি এ সংসারে,
জ্ঞানগম্য, ভক্তিলভ্য শাস্ত্র কহে তাঁরে।

[১৬]

স্মরণ রাখিও এই শ্রুতির বচন ;
নয়ন না পারে তাঁরে করিতে গ্রহণ।
অপর ইন্দ্রিয় তাঁরে,
গ্রহণ করিতে নারে,
না হয় গ্রহণ বাক্যে, কর্ম্মে, তপস্যায়,
সুনির্ম্মল জ্ঞান, শুধু, ধ্যানে ধরে তাঁয়। *

* ন চক্ষুষা গৃহ্যতে, নাপি বাচা,
নান্যৈর্দেবৈ, স্তপসা, কর্ম্মণা বা
জ্ঞান-প্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব
স্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ॥
মুণ্ডকোপনিষৎ ৩য় মুণ্ডক ১০ খণ্ড ৮ম শ্লোক।

[১৭]

তুলনায় ব্রহ্মজ্ঞান শ্রেষ্ঠ সুনিশ্চয় ;
তথাপি জড়ের জ্ঞান বর্জ্জনীয় নয়।
জড়-জ্ঞানে জন্মে শক্তি,
জড়-জ্ঞানে জন্মে ভক্তি,
কিবা জড়, কিবা জীব তাঁহারি সৃজন ;
আছে উভয়ের মাঝে অচ্ছেদ্য বন্ধন।

[১৮]

সর্ব্ববিধ জ্ঞান, তাই, অর্জ্জিবে যতনে,
গুরু-মুখে, শাস্ত্র-পাঠে, শ্রবণে, মননে।
চিনিতে, বুঝিতে তাঁরে,
জ্ঞান বিনা কেবা পারে ?
কি শকতি, কিবা প্রেম বিশ্বে বিরাজিত,
বুঝিবে যখন জ্ঞানে, হ'বে পুলকিত।

[১৯]

সাধুসঙ্গ, সদালাপ, পর-উপকার,
সাধনের পথে, জেন, পাথেয় সম্ভার।
হয়ে সমাহিত মন,
নিত্য তাঁর আরাধন,
কর যদি, মগ্ন থাক তাঁহার চিন্তায়,
বুঝিবে কি শান্তি তাহে, কি আনন্দ তা'য়।

[২০]

না থাকে অপর কিছু, ভক্তি দিও তাঁরে,
ভক্তি বিনা মুক্তি কভু না মিলে সংসারে।
থাকে যদি দৃঢ়া ভক্তি,
পা'বে অমানুষী শক্তি,
কিন্তু, যেন, সর্ব্বকার্য্যে, মনে তব রয়,
ভক্তি অহেতুকী, নাহি চাহে বিনিময়।

[২১]

দাও তুমি ধন, জন সেবিব তোমায়,
ধর্ম্ম-ব্যবসায়ি-মুখে মাত্র শোভা পায়।
নাহি চাহি প্রতিদান,
দারা, পুত্র, যশঃ মান,
কৃতার্থ হইব ভালবাসিয়া তোমায় ;
কহে ভক্ত আপনার ইষ্ট দেবতায়।

[২২]

আসিলে বিপদ ভক্ত কাতর না হয়,
জানে সে, চরণে যাঁর লয়েছে আশ্রয়,
তিনি করিবেন ত্রাণ,
তৃপ্ত, তাই, তা'র প্রাণ ;
কহে সে :—"কৃপায় তাঁর হ'বে সুমঙ্গল.
তিনি মোর ত্রাতা, পাতা, সুহায়, সম্বল।"

[২৩]

তন্নিষ্ঠতা সাধনের চরম সোপান ;
তচ্চিত্ত হইবে ভক্ত, তদর্পিত-প্রাণ।
কৃপা তাঁর প্রতিশ্বাসে,
কৃপা তাঁর প্রতিগ্রাসে,
করি' অনুভব, মগ্ন রহিবে তাঁহায় ;
পা'বে সুখ, পা'বে শান্তি তাঁহারি চিন্তায় ;
ভক্তের আখ্যান এক কহিব এখন,
বুঝিবে তা হ'তে কিবা ভক্তির লক্ষণ।
চিন্তারণ্যে শূদ্র এক নাম ঋষি-দাস,
আচরি' কঠোর তপ করিতেন বাস।
গৃহ তাঁর ছিল এক তরুর কোটরে,
তৃপ্ত বনফলে, অঙ্গ আবরি' চীবরে। *
শূদ্রের না আছে বেদপাঠে অধিকার,
তাই তিনি নামগান করেছিলা সার।
প্রভাত, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা, স্বপ্নে, জাগরণে
হরি-কথা বিনা কিছু না পড়িত মনে।
তুলসীর মূলে কভু পড়িতেন লুটি,'
কোথা হরি হরি বলে ধাইতেন ছুটি'।
বসিতেন যবে তিনি হরির পূজনে,
কহিতেন সম্বোধিয়া দেব নারায়ণে।

* চীবর = ছিন্ন বস্ত্র খণ্ড।

নয়নে বহিত ধারা, গদ্‌গদ স্বর,
'কবে, হরি! দয়া হ'বে দীনের উপর।
দূর পথ, ক্লেশ যদি হয় আসিবারে,
দাও অনুমতি, তবে, যাইতে আমারে।
যেখানে ডাকিবে তুমি যাইব তথায়,
এইমাত্র চাহি, শুধু, হেরিব তোমায়।
যদি নাহি দিবে দেখা কিহেতু আহ্বানে
দেখিবার সাধ বল জাগাইলে প্রাণে?
শুনিবারে পাই যেন তোমার মুরলী
ডাকে মোরে, নিরন্তর, 'আয় আয় বলি'।
অদৃশ্য পরশে মোরে আত্মহারা করি,'
একি লীলা! দেখা কেন নাহি দাও, হরি?
এ দীর্ঘ বিরহ-ব্যথা সহে না যে আর,
দেখা দাও দেখা দাও, প্রাণেশ আমার!'

এইরূপে গত হ'ল অনেক বৎসর;
না হ'ল হরির দয়া তাঁহার উপর।
জরা আক্রমিল, ক্রমে, শুক্ল হ'ল কেশ,
বলিত * হইল অঙ্গ, অস্থি-চর্ম্ম-শেষ।
তথাপি নিবিষ্ট রহি হরির সেবায়,
না পড়িত মনে তিনি আক্রান্ত জরায়।

* বলিত = বলিযুক্ত; বলি = চর্ম্মশৈথিল্য।

একদা প্রভাতে, স্নান, পূজা সমাপিয়া,
তরুমূলে তপোধন আছেন বসিয়া।
পালিত কুরঙ্গ এক কর হ'তে তাঁর,
আনন্দে নীবার * ল'য়ে করি'ছে আহার।
কভু শৃঙ্গে করে তাঁর অঙ্গ ঘরষণ
কভু অনিমেষে তাঁর নিরখে বদন ;
কণ্টক ফুটেছে তা'র হেরিয়া চরণে,
ধীরে ধীরে তুলি তিনি দেন সযতনে।
হেনকালে বীণাধ্বনি উঠে সুললিত,
সাথে সাথে যেন কেহ গায় এই গীত।
'তত্ত্বাতীত তুমি হরি! তব তত্ত্ব কেবা জানে?
জ্ঞানী, গুণী কেহ কভু তোমারে না পায় ধ্যানে।
প্রলয়-সিন্ধুসলিলে তুমি বেদ উদ্ধারিলে,
বুদ্ধরূপে বেদকর্ম্ম তুমিই নাশিলে জ্ঞানে।
রামরূপে করি লীলা সলিলে ভাসালে শিলা,
পাষাণেরে উদ্ধারিলা চরণের রেণুদানে।
মায়ায় মোহিত করি রেখেছ সবারে, হরি!
নাশ মায়া, আঁখি ভরি, নিরখি তোমারে প্রাণে।'

পুলকিত সাধুবর, হেরিলা নয়নে,
আসিছেন দেব-ঋষি তাঁর তপোবনে।

---

* নীবার—উড়িধান, নিকৃষ্ট জাতীয় একরূপ ধান্য।

প্রশান্ত বদন কান্তি, স্মিত-সমুজ্জ্বল ;
নাম-গানে দরদর নেত্রে ঝরে জল।
দৃষ্টিমাত্র দেবর্ষিরে অতি ব্যগ্র হ'য়ে,
অভ্যর্থিতে যান তিনি পাদ্য, অর্ঘ্য ল'য়ে।
দোঁহারে দেখিয়া দোঁহে পুলকিত মন,
ভাবেন, কি ভাগ্য! হ'ল সাধু-দরশন।
দেবর্ষি কহেন ;—"তব জানাও কুশল,
আশ্রমে ত কভু নাহি পশে দাবানল ?
মিলে ত আহার্য্য ফল, তুলসী, চন্দন ?
সুলভ ত বারি হেথা ? মৃগপক্ষিগণ,
সকলে ত আছে সুখে ?" ক'ন সাধুবর ;—
"আছি আমি, হেথা, যেন রাজরাজেশ্বর।
এই যে প্রাচীন শাল তাহার কোটরে,
রেখেছেন হরি গৃহ রচি' মোর তরে।
কৌপীন, করঙ্ক, * যষ্টি রাখি তা'র মাঝে,
তথাপি শয়ন-স্থান পর্য্যাপ্ত † বিরাজে।
কুটীর বাঁধিতে মোর পাছে ক্লেশ হয়,
তাই, এই গৃহ দিয়াছেন দয়াময়।
আমলকী তরু, হেথা, দেখ সুপ্রচুর,
সম্বৎসর দেয় ফল, কষায়-মধুর।

* করঙ্ক = কমণ্ডলু। † পর্য্যাপ্ত = প্রচুর।

শৈলে সুবেষ্টিত, দাবানল-ভীতি নাই ;
তুলসী, চন্দন মোর ইচ্ছামত, পাই।
পাষাণ ভেদিয়া, দেখ, হরির কৃপায়,
নির্ম্মল নির্ঝর-বারি অবিরাম ধায় ;
পুষিয়াছি শুক, শারী বসি শাখা 'পরে,
প্রভাতে, প্রদোষে তা'রা হরিনাম করে।
দিয়াছেন সব মোরে ; শুধু আমি চাই,
অবিচ্ছেদ যেন তাঁর দরশন পাই !
রহিয়াছি বহু দিন আশা লয়ে মনে,
আসিবেন যবে তিনি, সাজাব যতনে।
এই বনফুল-মালা রেখেছি গাঁথিয়া,
আনিয়াছি শিখিপাখা, দেখ, কুড়াইয়া।
এই আমলকীগুলি রেখেছি সাজায়ে,
ঘষেছি চন্দন, অঙ্গে দিব তা' মাখায়ে।
নিত্য আয়োজন মোর ব্যর্থ হ'য়ে যায়,
কবে হরি আসি' দেখা দিবেন আমায় ?
স্বর্গে, মর্ত্ত্যে আপনার অব্যাহত গতি, *
মোর অনুরোধে যান যথায় শ্রীপতি।
কহিবেন তাঁরে ;—'দীন শূদ্র একজন
নিরন্তর তোমা লাগি করি'ছে রোদন।

* অব্যাহত = বাধাশূন্য ; অপ্রতিহত।

চতুর্ব্বর্গ ফল সে ত কিছুই না চায়,
চাহে শুধু অবিচ্ছেদ হেরিবে তোমায়।
বসা'বে তোমারে তা'র হৃদয়-আসনে,
পাদ্যরূপে অশ্রুধারা ঢালিবে চরণে।
ভক্তিপুষ্পে গাঁথি মালা পরাইবে গলে,
ডাকিবে, মনের সাধে, প্রাণপ্রিয় বলে।
কবে তা'র সে বাসনা পূরাইবে, হরি!
দূত আমি তা'র, মোরে বল কৃপা করি।"
দেবর্ষি কহেন, "আমি যাইব তথায়,
জানাব তোমারে তাঁর যাহা অভিপ্রায়।"
এত বলি' ত্বরা করি' গোলোকেতে গিয়া,
কহেন হরিরে মৃদু-মধুর ভৎসিয়া ;—
"না জানি, শ্রীহরি! তব কিবা ব্যবহার,
ভক্তজনে ক্লেশ দিয়া আনন্দ তোমার।
তৃষিত চাতক সম আছে তপোধন,
যাও তুমি, গিয়া তারে দাও দরশন।
দেবর্ষির বাক্যে হরি কহেন হাসিয়া,
"একবার নিজে তুমি দেখ পরীক্ষিয়া।
মোর সনে অবিচ্ছেদ মিলন যে চায়,
সে কেমন ভক্ত, তুমি জানায়ো আমায়।
সত্য সত্য সে আমার ভক্ত যদি হয়,
দেখা আমি দিব তা'রে, কহিনু নিশ্চয়।"

নারদ কহেন ;—"কি না জান অন্তর্য্যামী,
তথাপি তোমার বাক্যে চলিলাম আমি।"
এত বলি যান তিনি যথা তপোধন,
দেবর্ষিরে দেখি সাধু হরষিত মন।
জিজ্ঞাসেন "শ্রীহরির কিবা অভিপ্রায়,
কতদিন পরে দেখা দিবেন আমায় ?"
নারদ কহেন,—"তাহা কি হ'বে শ্রবণে ?
চক্রীর যা' চক্র তাহা বুঝে কোন্ জনে ?
ভকতের প্রতি তাঁর নাহি দয়া-লেশ ,
ছাড় আশা, কেন আর বৃথা পাও ক্লেশ।"
সাধু ক'ন ;—"হেন কথা বলনা, ঠাকুর,
হরি মোর দয়াময়, নহেন নিঠুর।
আমি যে এখনও তাঁর দেখা নাহি পাই,
সে আমার কর্ম্মফল, তাঁর দোষ নাই।
অকপটে যদি আমি ডাকিতাম তাঁরে,
অমনি আসিয়া হরি দাঁড়াতেন দ্বারে।
জানাও এখন মোরে তাঁর অভিপ্রায়,
ভাল, মন্দ যাহা হ'ক্ তোমার কি দায় ?"
দেবর্ষি কহেন, "যদি চাহ শুনিবারে,
বলিব তা', দোষ কিন্তু দিও না আমারে।
এই চিন্তারণ্যে আছে লক্ষ তরুবর,
আছে শত শাখা প্রতি বৃক্ষের উপর।

প্রতি শাখা মাঝে আছে পত্র পঞ্চশত,
গণনায় পত্র-সংখ্যা হইবেক যত,
ততবর্ষ পরে তুমি পাইবে তাঁহায়,
কহিলেন এই কথা জানা'তে তোমায়।"
শুনিয়া সাধুর মনে আনন্দ না ধরে,
হাসে, কাঁদে, নাচে আর জয়ধ্বনি করে।
নারদ কহেন ;—"তুমি ! হ'লে কি পাগল ?
বুঝিলে কি গণনায় কত গুণ-ফল ?"
সাধু ক'ন ; "দেব ঋষি ! তুমি জ্ঞানবান,
কা'র হেন ভাগ্য, বল, আমার সমান ?
গণনায় গুণফল যাহা কিছু হয়,
অনন্তের তুলনায় স্বল্প কি তা' নয় ?
এতদিন পা'ব আমি আরাধিতে তাঁরে,
তা' হ'তে সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে ?
তাঁরে পূজি, তাঁরে ভজি যে আনন্দ পাই ;
তার সনে বিনিময়ে ইন্দ্রত্ব না চাই।
সেই ত পরম সুখ ; অতিরিক্ত তা'র
চাহিতে ভক্তের কিছু নাহি অধিকার।
কি করুণা তাঁর তা' কি পারি বর্ণিবারে
এতদিন পাব আমি পূজিতে তাঁহারে !
ধন্য হরি ! ধন্য হরি ! ধন্য দয়াময় !
কৃপাসিন্ধু না হ'লে কি এত কৃপা হয়।

তার পর অবিচ্ছেদ ঘটিবে মিলন,"
সাধুর না সরে বাণী, ঝরে দু'নয়ন।
দেবর্ষি বলিতে 'দে দে' উচ্চারিত হয়,
ভাব দেখি তপোধন মানেন বিস্ময়।
কহেন তাঁহারে ;—"তুমি ভক্ত-চূড়ামণি
তোমারে দর্শন হরি দিবেন এখনি।"
না, হইতে কথা শেষ, আপনি শ্রীহরি
দাঁড়ালেন সেথা আসি' নিজ মূর্ত্তি ধরি।
মোহন মুরলী তাঁর বিরাজিত করে,
চরণে নূপুর বাজে রুণু রুণু স্বরে।
অঙ্গে পীতধড়া কিবা করে ঝলমল,
শিখিপুচ্ছে শোভা পায় সুচারু কুন্তল।
গলে বনমালা দোলে, শ্রীবৎস—লাঞ্ছন,
ফুল্ল কোকনদ সম যুগল চরণ ;
নবীন নীরদ বর্ণ, সুকোমল কায়,
অঙ্গের সৌরভে অলি মুগ্ধ হ'য়ে ধায়।
সাধুরে হৃদয়ে ধরি' দেন আলিঙ্গন,
পরমাত্মা সনে হ'ল আত্মার মিলন।
বুঝহ এখন সবে, ভক্তি কা'রে কয়,
ভক্তি শুধু ভগবানে অনুরক্তি নয়।
ভক্তি তাঁর দানে সদা পরিতৃপ্তি পায়,
পায় সুখ, পায় শান্তি তাঁহার পূজায়।

তাঁর করুণায় করি' বিশ্বাস স্থাপন,
ভক্তি তাঁরে নিরন্তর করে অন্বেষণ।
না হয় নিরাশ দেশ-কাল-ব্যবধানে,
চরমে পরমদেবে আত্ম-বশে আনে।
কহিনু যা' এতক্ষণ ব্যাখ্যান তাহার,
শুন, এবে ; থাকে শক্তি পূজ নিরাকার।
সেই শ্রেষ্ঠ পূজা ; কিন্তু বিচারিও মনে,
যোগ্য কিনা তুমি তাঁর অমূর্ত্ত সাধনে।
পরীক্ষা করিয়া দেখ, স্বরূপ তাঁহার
আছে কিনা প্রতিভাত অন্তরে তোমার।
সাজুজ্যে কি তাঁর তব চিত্ত উচ্ছ্বসিত ?
অনুভবে তোমার কি দেহ রোমাঞ্চিত ?
তা' না হ'লে শূন্য ধ্যানে কিবা প্রয়োজন ?
সে কেবল বৃথাশ্রম, আত্ম-প্রবঞ্চন।
আছে বহু দোষ, সত্য, সাকার-পূজায়,
বাহ্য অনুষ্ঠানে লোক ভুলে দেবতায়।
কিন্তু পূজকের যদি চিত্ত স্থির রয়,
জন্মে নিষ্ঠা, মূর্ত্তিপূজা অবজ্ঞেয় নয়।
যে ভাবেই কর পূজা, নিত্য সদাচারে
রাখি' শুদ্ধ দেহ, মন পূজিবে তাঁহারে।
ইন্দ্রিয় তোমার দাস, তুমি তা'র নও,
ব্রহ্ম-অংশে জন্ম তব, তুমি ব্রহ্ম হও।

চলেছ উন্নতি-পথে ব্রহ্ম-কৃপাবলে,
স্খলিত হইবে পদ পাপে লগ্ন হ'লে।
এ বিশ্বাস রহে যদি হৃদে বর্ত্তমান,
নীচ-বৃত্তি কভু তাহে না পাইবে স্থান।
রমণীর রূপ যদি করে আকর্ষণ
নিজ মাতৃমূর্ত্তি চিত্তে করিবে স্মরণ।
আসে যদি লোভ, তবে, আর্য্য-ঋষিগণে
করি অনুধ্যান তা'য় রাখিবে শাসনে।
কুশাসন শায়ী, করি' বনফলাহার
কত তত্ত্ব করেছেন তাঁহারা প্রচার।
রাজার মুকুটমণি লুঠেছে চরণে,
তথাপি লালসা-শূন্য, বীতলোভ-ধনে।
এরূপে ইন্দ্রিয়গণে করিয়া বিজয়
বসিবে পূজায়, হয়ে তদ্গত, তন্ময়।
সাময়িক পূজা নহে প্রকৃত পূজন,
প্রতি কার্য্য তাঁরি পূজা করিবে স্মরণ।
দেখিবে পরীক্ষা করি' চিত্ত আপনার
আছে কিনা দম্ভ, দ্বেষ, ইন্দ্রিয়-বিকার।
সত্য কি তাঁহারে তুমি ভালবাস মনে?
পাও সুখ তাঁর কথা কীর্ত্তনে, শ্রবণে?
তাঁর প্রিয় কার্য্য যাহা, করিতে কি চাও?
তাঁর ভক্ত সনে মিলি' আনন্দ কি পাও?

বিপদেতে পড় গিয়া তাঁহার চরণে,
সম্পদে কি তাঁর কথা পড়ে তব মনে ?
অপরে যে উপদেশ কর তুমি দান,
নিজে ত পালন তাহা কর যথাজ্ঞান।
কা'রে ভালবাস তুমি ? তাঁরে না তোমারে ?
তাঁর না নিজের চাহ গৌরব-প্রচারে ?
পেয়েছ যা' তাহে তব কৃতজ্ঞ কি মন ?
অথবা অভাব মাত্র কর নিবেদন ?
পা'বে ফল এইরূপ আত্ম-পরীক্ষায়,
জানাইবে সব কথা ইষ্ট দেবতায়।
আরও এক কথা সবে করিও স্মরণ ;
হ'ক নিরাকার কিম্বা সাকার সাধন ;
যতনে করিবে ত্যাগ বাহ্য আড়ম্বর,
কি দিবে তাঁহারে যিনি ব্রহ্মাণ্ড-ঈশ্বর ?
বাক্য রহে স্তব্ধ হয়ে যাঁহার স্মরণে,
শাস্ত্র-পাঠে তুমি তাঁরে তুষিবে কেমনে ?
কেহ করে সামগান তাঁর প্রীতি তরে ;
কেহ শুধু 'হরি হরি' উচ্চারণ করে।
শুনেন উভয় তিনি ; নাহি ভেদ-জ্ঞান,
দ্বিজ শূদ্র, ধনী দুঃখী তাঁহার সমান।
রাজা দেন ক্ষীর, সর পূরি' স্বর্ণথালা,
হীরার মুকুট দেন, মুকুতার মালা।

দীন দেয় পত্রপুটে ভিক্ষার তণ্ডুল,
দেয় তুলসীর দল, দেয় বনফুল।
সমান আদরে হরি করেন গ্রহণ,
তাই লোকে বলে 'ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন'।
অন্ধ যথা হারাইলে যষ্টি আপনার,
যষ্টি যষ্টি বলি' উঠে করিয়া চীৎকার।
যারে দেখে জিজ্ঞাসয় যষ্টির বারতা,
"যষ্টি যষ্টি" বিনা তা'র নাহি অন্য কথা।
সেইরূপ, হয়ে তুমি ব্যাকুল হৃদয়,
অন্বেষহ যদি, দেখা দিবেন নিশ্চয়।
যে নামে ডাকিবে তুমি, সেই তাঁর নাম,
যেখানে খুঁজিবে তাঁরে, সেই তাঁর ধাম।
সর্ব্বনদী শেষে যথা মিলে পারাবারে,
সর্ব্বধর্ম্ম সেইরূপ লক্ষ্য করে তাঁরে।
তিনি শিব, তিনি সূর্য্য, তিনি গজানন,
তিনি দেবী উগ্রতারা, তিনি জনার্দ্দন। *
এই কথা নিরন্তর, রাখিলে স্মরণে,
বৃথা মতভেদে বিঘ্ন না হ'বে সাধনে।

---

* হিন্দুর পূজিত পঞ্চ দেব। ইঁহাদিগেরই আরাধনা হইতে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর ও গাণপত্য এই পাঁচটী প্রধান হিন্দু ধর্ম্মসম্প্রদায় হইয়াছে।

মানবের যাহে যত প্রয়োজন হয়,
ততই সুলভ তাহা, দেখ, বিশ্বময়।
আলোক, বাতাস মিলে যথায়, তথায়,
সব হ'তে প্রয়োজন আছে বিশ্বাত্মায়।
তবে তিনি সুদুর্লভ র'বেন কেমনে ?
জানিও নিশ্চিত তাঁরে পাইবে সাধনে।
তাঁরে পাইবারে এই কেবল নিয়ম,
অহেতুকী ভক্তি আর নিষ্কাম করম।
দুর্লভ উভয় সত্য ; কিন্তু বুঝ মনে,
আছে বহু ক্লেশ গিরিশৃঙ্গ-আরোহণে।
চরণে কণ্টক বিঁধে, আঘাতে প্রস্তর,
বিষকীটে দংশি' দেহ করে জরজর।
কোথাও পঙ্কিল ভূমি, কোথা গুল্মবন,
কোথা অজগর, কোথা, শ্বাপদ ভীষণ।
তবু কত সাধুজন ধ্যান, পূজা তরে,
সহি' শত ক্লেশ যান শৃঙ্গের উপরে।
কি নির্ম্মল বারি সেথা ! কি নীল আকাশ,
কি উজ্জ্বল রবিকর ; কি স্নিগ্ধ বাতাস।
নীরবতা কিবা শান্তি আনি' দেয় প্রাণে,
বিশ্বের অস্তিত্ব যেন লুপ্ত হয় ধ্যানে।
উপলব্ধি করি' তাঁরে হৃদয় মাঝারে,
আরোহণ-ক্লেশ ভক্ত ভুলে একবারে।

সাধনার পথে যবে হ'বে অগ্রসর,
আসিবে, হয়ত, হেন বিঘ্ন বহুতর।
মায়া, মোহ, স্তুতি, নিন্দা নানা বাধা দিবে,
নৈরাশ্য আসিয়া 'তোমা' ফিরিতে কহিবে।
কিন্তু যদি কৃপা তাঁর পাও একবার,
বুঝিবে কি সুখ তাহে, কি তুচ্ছ সংসার।
কি সমীর, কি আলোক লভিবে তাহায়,
কি শীতল বারি তব জুড়াইবে কায়।
হয়োনা চিন্তিত, তিনি ভকত-বৎসল।
যেভাবে সাধন কর হ'বেনা নিষ্ফল।
কহিলাম সাধনার প্রকৃষ্ট উপায়;
সিদ্ধ হও, সিদ্ধ হও হরির কৃপায়।"
প্রণমিয়া গুরুপদে, হরষিত মনে,
ছাত্রগণ, একে একে, ফিরিলা ভবনে।

একাদশ অধ্যায়।

ইহলোক।

অনন্ত ধনাঢ্য এবে। পিতামহে তাঁর
হেরি' যোগসিদ্ধ, বলী অলৌকিক বলে,
বর্দ্ধমানাধিপ কেহ করেছিলা দান
বিস্তৃত ভূখণ্ড এক, ব্রহ্মোত্তররূপে।
নদীতীরবর্ত্তী ভূমি ; ছিল এক দিন
ফল-শস্যে পূর্ণ, বহু-কৃষক-সেবিত।
পঞ্চাশৎ বর্ষাধিক নদীর প্রবাহ
রেখেছিল গ্রাসি' তাহা। দৈবের ঘটনে
ফিরিল নদীর গতি, জাগিল * সে ভূমি,
হ'ল ক্রমে ফলে, ফুলে, শস্যে সুশোভিত।
চাষ আরম্ভিল প্রজা, গৃহস্থ বসিল ;
প্রচুর রাজস্ব হ'ল উপস্বত্ব তা'র।
মাতার গৃহীত ঋণ পরিশোধ তরে
অনন্তের ছিল চিন্তা। ঋণদাতা কভু

* জাগিল—জল হইতে উঠিল।

না কহিত তাঁরে কিছু; ঔষধে তাঁহার
একমাত্র কন্যা তা'র লভেছিল প্রাণ,
অভিযোগ করে নাই, তাই, কোনদিন;
কিন্তু ক্ষতিবোধ সদা করিত অন্তরে।
কহিত, প্রসঙ্গক্রমে, প্রতিবাসী জনে;—
"যা'ক্ জলে ডুবে মোর মুদ্রা পঞ্চ শত,
কিন্তু মহৌষধে তা'র দুহিতা যে মোর
বাঁচিয়া উঠেছে প্রাণে, সেই মহালাভ।"
অনন্ত ডাকিয়া তারে, জননীর ঋণ
করিলেন পরিশোধ। দ্বিগুণ কুশীদ
ন্যায্য প্রাপ্য হ'তে লভি' তৃপ্ত ঋণদাতা,
পথে, ঘাটে, হাটে যা'রে হেরিত, যখন,
কহিত, "অনন্ত ভট্ট সত্য সাধু বটে।"
সম্পত্তি-রক্ষণ তরে, আবশ্যক যাহা
করিলা ব্যবস্থা তা'র; হ'ল কর্ম্মচারী,
পদাতিক, কোষাগার, তরণী, শিবিকা।
কিন্তু অনাসক্ত নিজে ভাবিতেন মনে,
ন্যাসরূপে মাত্র অর্থ দত্ত মোর করে।
তাই, অযাচিতভাবে, প্রজার কল্যাণে
করিতেন অর্থ দান। স্থাপি' বিদ্যালয়,
খনন করিয়া কূপ, বাঁধি' সেতু, পথ,
রোপি' ফল-তরু দূরদেশ-সমানীত,

পালি' ধেনু, বৎস, দুগ্ধ-বিতরণ তরে,
সাধিতেন প্রজা-হিত। আয়, ব্যয় প্রতি
রাখিতেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। 'সবিস্ময়ে লোক
জিজ্ঞাসিত পরস্পরে; 'চিত্ত লগ্ন যাঁর
নিরন্তর পরব্রহ্মে, কিরূপে তাঁহার
হেন বৈষয়িকী বুদ্ধি, তীক্ষ্ণদৃষ্টি হেন।
নিজে পরিতৃপ্ত যিনি করঙ্ক, কৌপীনে
কেন আয় বৃদ্ধি তরে বাসনা তাঁহার।'
অনন্তের অনুরাগী শত শত জন
আছিলেন হরিপুরে। কিন্তু এ সংসারে
হেন সাধু মহাজন কে আছেন কোথা
না আছে বিদ্বেষ্টা যাঁর? তাই, কেহ কেহ
দিত দোষ অনুষ্ঠিত নিত্য কার্য্যে তাঁর।
কহিত তাহারা;—"জ্ঞানী অধ্যাপক হয়ে
কেন তিনি নিজে জল করেন সেচন
কৃষি-ক্ষেত্রে, তরুমূলে? কোন্ প্রয়োজনে
স্বকরে করেন সেবা পীড়িতা গাভীরে?
আছে যবে কর্ম্মচারী লিখেন কি হেতু
নিজে নিজ আয়, ব্যয়? আছে দাস, দাসী,
কেন তবে পথ, ঘাট করেন মার্জ্জন
নীচ শূদ্র সম? ত্যজি শাস্ত্র-আলোচনা
কর্ম্মচারিগণে ল'য়ে রাজস্ব-সংগ্রহে

কেন দেন উপদেশ ? সত্য যদি তাঁর
রহিত নৈষ্ঠিকী * ভক্তি, সর্ব্ব কর্ম্ম ভুলি'
ধ্যান মাত্র ল'য়ে তিনি যাপিতেন কাল।"
কেহ বা কহিত ;—"দেখ, বহু বর্ষাবধি
করিতেছি লক্ষ্য আমি, প্রকৃতি তাহার
নহে বিপ্রোচিত, ক্ষত্র-বৈশ্য-শূদ্র সম।
আছে শাস্ত্র-জ্ঞান ; কিন্তু মুগ্ধ অবিদ্যায়
করে নীচ কর্ম্ম, ভালবাসে নীচজনে।
ত্যজি মণি, কাচ লয়ে রহে যেই জন,
প্রজ্ঞাবান বলি' তা'রে গণিব কেমনে ?"
শুনিয়া সে কথা কেহ, হয়ত, কহিত ;—
"এ সকল তুচ্ছ দোষ ; আছে মহা গুণ,
হেন মাতৃভক্তি কা'রও না পা'বে দেখিতে।
মাতৃ-আজ্ঞা বিনা যেন না ফেলে নিঃশ্বাস
মাতা তা'র ইষ্টদেবী, মুক্তি-প্রদায়িনী।"
প্রথম উত্তর দিত, ঈষৎ হাসিয়া ;
"জানি, জানি, জানি আমি, কুটুম্ব সে মোর
জানি তা'র ব্যবহার। সত্য আছে তা'র
মাতৃভক্তি ; আছে কিন্তু নিজ পত্নী প্রতি
প্রেম সমধিক ; নহে কল্পনা আমার,

* নৈষ্ঠিকী—নিত্যানিত্য বস্তু-বিবেক সম্পন্না

প্রৌঢ়, প্রৌঢ়া * দোঁহে ; তবু গিয়াছি যখনি
দেখিয়াছি পতি, পত্নী আছে সুখে সুখে,
কপোত-মিথুন সম। শাস্ত্র-আলোচনা,
পূজা, পাঠ এক সাথে। এখনও যদ্যপি
এত মোহ তা'র মনে, না জানি যৌবনে
ছিল সে, কি অন্ধপ্রায়! জনমে বিস্ময়,
ভাবি য'বে, কেমনে সে ত্যজিয়া প্রিয়ায়
গিয়াছিল হিমালয়ে তপশ্চর্য্যা তরে।"

দম্পতি সে কথা শুনি' হাসিতেন সুখে ;
কহিতেন পতি :—"প্রিয়ে! গ্রামবাসী মোর
হইয়াছে যোগসিদ্ধ বিনা সাধনায় ;
তাই মোরা, নিরন্তর, রহি সুখে সুখে,
অপ্রত্যক্ষ দৃশ্য এই পায় দেখিবারে।"

মাতা, পত্নী অনন্তের, যুগ্ম বাহু সম,
সহায় অভীষ্ট কর্ম্মে। বলহীনা মাতা
না পারেন বাহিরিতে ; তথাপি শুনিলে
প্রতিবাসী দরিদ্রের জন্মেছে সন্তান,
দেন আজ্ঞা প্রেরিবারে, দুগ্ধ প্রতিদিন
যদবধি মাতৃস্তনে দুগ্ধ নাহি হয়,
পর্য্যাপ্ত শিশুর তরে। দাসী এক তাঁর

* প্রৌঢ়—প্রবীণ, অতিক্রান্ত-যৌবন।

ছিল নিয়োজিত, নিত্য, লইতে সংবাদ
কোথায় প্রসূতি, শিশু কে আছে কেমন ;
কোথা কোন্ বিধবার কি আছে অভাব
পূজা-ব্রত-অনুষ্ঠানে। পত্নী অনন্তের
শুনিতেন যবে কোন নবোঢ়া * বালিকা
যা'বে পতি-গৃহে, কিন্তু জনক তাহার
অক্ষম কন্যারে দিতে বসন, ভূষণ,
জননীর কাছে তা'র দিতেন পাঠায়ে
নব বস্ত্র, অলঙ্কার, অলক্ত, সিন্দূর।
নাহি ছিল হরিপুরে পটু তাঁর সম
সুপথ্য রন্ধনে কেহ ; নিত্য কর্ম্ম তাঁর
ছিল দীনে পথ্য দান। সে প্রসন্ন মুখ
হেরিলে পীড়িত শিশু, ভুলিয়া মাতায়,
আসিত তাঁহার ক্রোড়ে। অনন্ত হেরিয়া
কহিতেন ;—"দেখ, প্রিয়ে ! কি কৃপা বিভুর !
সহস্র প্রশান্ত আজ তব হরিপুরে।"
অনন্তের নিজ কার্য্যে না ছিল অবধি ;
ছিল অধ্যাপন, ছিল ঔষধ-প্রদান,
ছিল অন্ধ-পঙ্গু-জনে অন্ন বিতরণ,
নিত্য কর্ম্ম তাঁর। আর(ও) ছিল তা'র সাথে

* নবোঢ়া = নব বিবাহিতা।

সর্ব্বভূত-সেবা ; প্রেমে, করুণায় তাঁর
কাক, পারাবত গৃহে, মীন সরোবরে
খাদ্য লাভে হ'ত তৃপ্ত। ধেনু, বৎস কত,
মধ্যাহ্নে, অশ্বত্থমূলে স্থাপিত আধারে,
পাইত সুস্নিগ্ধ বারি ; কীট, পিপীলিকা
লভিত শর্করা, মধু তরুর কোটরে।
মহাজন বাক্য এই,—প্রভাত হইতে
সায়াহ্ন পর্য্যন্ত, পুনঃ, সায়াহ্ন হইতে
প্রভাত অবধি আমি যাহা কিছু করি,
জগন্মাতঃ! সকলই তোমারি পূজন,—*
সার্থক হইয়াছিল অক্ষরে অক্ষরে।

অনন্তের সাথে তাঁর শিষ্য দুঃশাসন
কা'র(ও) প্রশংসার পাত্র, কার(ও) কটূক্তির
হইলেন অচিরাৎ। কেহবা কহিত ;—
"কিযে তা'র ধর্ম্ম আমি না পারি বুঝিতে ;
এই ছুটে পথে "জয় জগন্মাতা" বলি'
এই "হরি হরি" বলে কাঁদে দরদর ;
যথা গুরু তথা শিষ্য।" অন্য কোন জন,
শুনিয়া সে কথা, কহে অতি মৃদুস্বরে ;—
"কাজ নাই, আর, বৃথা হেন আলোচনে,

* প্রাতরুত্থায় সায়াহ্নং সায়াহ্নাৎ প্রাতরেবচ।
যৎ করোমি, জগন্মাত! তদেব তব পূজনম্।

দুঃশাসন শুনে যদি ঘটিবে বিপদ।”
প্রথম কহিল হাসি’ ;—“গিয়াছে সেদিন,
যত দিন আছিল সে দেবীর সেবক,
তত দিন ছিল তেজ, বাহুবল তা’র ;
কিন্তু বিষ্ণু-মন্ত্রে, এবে, করি’ দীক্ষালাভ
হয়েছে সে হিম-ক্লিষ্ট বিষধর সম।
এখন সে, সত্য সত্য, তৃণাদপি নীচ,
সহিষ্ণু তরুর প্রায়। দেখেছি সেদিন
ব্যবহার তা’র হট্টে, মৎস্য-ক্রয়-কালে।
চৌধুরীর * নবাগত, দ্বারবান এক,
প্রভুর সন্তোষ হ’বে বিচারিয়া মনে,
দত্ত-মূল্য মৎস্য তা’র লইল কাড়িয়া
ধীবরের কর হ’তে ; না শুনিল কথা,
কটূক্তি করিল আর (ও)। দুঃশাসন হেরি’,
নীরবে ত্যজিল স্থান ; হ’ত পূর্ব্বে যদি
একটী চপেটাঘাতে তেওয়ারীর সুত
হারাতেন দন্তগুলি। লোকে বলে বটে,
কলিযুগে একমাত্র হরিনাম সার,
কিন্তু মোর জ্ঞান হয় নিস্তেজ মানবে,
না করে অপর ধর্ম্ম বৈষ্ণব যেমন।”

* চৌধুরী—হট্টের ইজারদারকে অনেক স্থানে সম্মানার্থে চৌধুরী বলা হয়।

"করিয়াছ মহাভ্রম ;" দ্বিতীয় কহিল ;
"এই যদি বুঝে থাক ধর্ম্ম বৈষ্ণবের।
অপরাধী জনে যোগ্য শাস্তি দিতে, বল,
বৈষ্ণব বিমুখ কবে ? জাননা কি তুমি
ভ্রাতৃহন্তা যক্ষগণে ভক্ত-চূড়ামণি
ধ্রুব, ধনুর্ব্বাণ লয়ে, করিলা শাসন,
না ডরিলা রক্তপাতে। প্রাচীন ভারতে
কে ছিল বৈষ্ণব, বল, ভীষ্মের সদৃশ ?
কে ছিল তেমন বীর ? গর্ব্বী শিশুপালে
যা কহিলা ভীষ্ম, রাজসূয়-যজ্ঞ-শেষে,
পড়ে কি স্মরণে তব ? শিক্ষা দিল কেবা
নৃশংস পরশুরামে ক্ষত্র-কুল-রিপু ?
বৈষ্ণব নির্ব্বীর্য্য নয়, নহে তেজোহীন ;
যুগে যুগে গর্ব্বী জনে খর্ব্বিলেন যিনি,
তাঁর উপাসক হয়ে বৈষ্ণব কি কভু
পারে নিজ তেজোবীর্য্য দিতে বিসর্জ্জন ?
বৈষ্ণব নিরখে তা'র ইষ্ট দেবতায়
বর্ত্তমান প্রতিজীবে, তাই, নাহি চাহে
বৃথা দ্বন্দ্ব, রক্তপাত ; রহে শান্ত হয়ে।"
প্রথম কহিল ;—"ভাই ! যত বল তুমি,
কলির প্রকৃষ্ট ধর্ম্ম শক্তি-উপাসনা ;
নাহি কেহ শ্রেষ্ঠ মাতা উগ্রতারা হ'তে

উদ্ধার করিতে ভক্তে। এক করে অসি,
অন্য করে ছিন্ন মুণ্ড প্রকাশিছে যেন
অরাতির কিবা দণ্ড যোগ্য এ সংসারে।
করেছেন মহাভ্রম নিমাই, নিতাই, *
না বধিয়া, ক্ষমা করি, জগাই, মাধায়ে।"
কেহ কহে; "যত দোষী হ'ক দুঃশাসন,
তবু মোর ক্লেশ হয় ভাবি, তা'র কথা।
ছিল, সে রক্ষক রূপে হরিপুর মাঝে;
কিন্তু আমি বুঝিতেছি কি ঘটিবে শেষে,
দেবীর কোপেতে তা'র না র'বে নিস্তার;
অরাজক, অরক্ষক হ'বে হরিপুর।"
এইরূপ নানা কথা কহে গ্রামবাসী।
বহুকাল হ'তে প্রথা ছিল হরিপুরে,
আষাঢ়-পূর্ণিমা গতে, মহা সমারোহে,
হইত দেবীর পূজা। পক্ষ কালাবধি
নৃত্য-গীত-বাদ্যে পূর্ণ রহিত মন্দির;
হ'ত মল্লক্রীড়া, হ'ত বিবিধ কৌতুক;
যা'র যথা শক্তি, সবে দিত পূজা, বলি।
পূর্ণ হ'ত প্রতি গৃহ আনন্দ উৎসবে:
প্রবাস হইতে লোক ফিরিত ভবনে,
আসিত দুহিতা নিজ পতি-গৃহ হ'তে;

* নিমাই নিতাই—শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ।

আত্মীয়, কুটুম্ব, বন্ধু, কুটুম্বিনীগণ
আসিতেন গীত, বাদ্য শ্রবণের তরে।
শকটে, নৌকায় লয়ে' দ্রব্য নানাবিধ
দূর গ্রাম হ'তে আসি ব্যবসায়িদল,
রচি' পর্ণশালা, বাস করিত তথায়।
নানা স্থান হ'তে হ'ত যাত্রি-সমাগম;
উপেক্ষিয়া, সমভাবে, প্রচণ্ড-উত্তাপ,
বরষার ধারা, দেবী-দর্শনের সুখে
গীতবাদ্যে, মহোৎসাহে রহিত তাহারা।
পূর্ণ গৃহস্থের গৃহ, না মিলিত স্থান;
তাই, নবাগত জন আসি' তরুতলে,
রন্ধন, শয়ন করি' কাটাইত কাল।
সহস্র সহস্র কণ্ঠে 'জয় উগ্রতারা'
'জয় জয় মহাদেবী' 'জয় জগন্মাতা'
ধ্বনিত হইত গ্রামে দিবস, রজনী।
স্রোত সম পশুরক্ত প্রণালী বহিয়া
ছুটিত দিবস-ত্রয়। মন্দির-অঙ্গনে
শতাধিক বিপ্র, বসি' সমস্বরে যবে,
করিতেন চণ্ডীপাঠ, গাইতেন মিলি'
"সর্ব্ব-মঙ্গল-মঙ্গল্যে! শিবে! সর্ব্বার্থসাধিকে!"
শ্রবণ করিত লোক রোমাঞ্চিত দেহে।
সন্ধ্যার আরতি-শেষে হ'ত চণ্ডী-গান;

হরিপুরবাসী কোন গায়কের দল,
মৃদঙ্গ, মন্দিরা লয়ে, ঢুলায়ে চামর,
শুনাইত সর্ব্বজনে ব্যাধ কালকেতু
কেমনে লভিলা রাজ্য দেবীর কৃপায়।
গাইত গায়ক যবে, গদ গদ স্বরে,
মরম-পীড়িতা, সতী খুল্লনা, কিরূপে,
অঞ্চলের ধনে তাঁর পতি-অন্বেষণে,
চণ্ডার চরণে সঁপি, দিলা পাঠাইয়া,
বিসর্জ্জিত নেত্রজল শ্রোতৃবৃন্দ শুনি'।
যবনিকা-অন্তরালে কত পুত্রবতী
রহিতেন বাক্যহীনা, চিত্রার্পিতা প্রায়;
নয়নের নীরে সিক্ত হইত বসন।
কোথায় সে দিন এবে? বঙ্গনারী আজ
লভি'ছেন কিবা শিক্ষা রঙ্গমঞ্চ হ'তে।
আষাঢ়ের পৌর্ণমাসী হয়েছে বিগত;
মগ্ন হরিপুর, এবে, আনন্দ-সাগরে,
চলিয়াছে পূজা, পাঠ চিরপ্রথামত।
মেলার সপ্তম দিনে, মন্দির-অঙ্গনে,
না ধরে দর্শক আর। পিপীলিকা সম
মুণ্ডে মুণ্ডে, স্কন্ধে স্কন্ধে, দাঁড়ায়েছে লোক;
তিলমাত্র নাহি স্থান। এক পার্শ্বে তা'র
হইয়াছে যোগ্য ভূমি মল্লক্রীড়া তরে।

স্মরি' পূর্ব্বাপর রীতি গ্রাম্য যুবজন
ভিন্নগ্রামাগত মল্ল যুবজন সনে
যুঝি' দেখাইবে স্ব. স্ব, বীরত্ব, কৌশল।
দুঃশাসন, সাথে লয়ে নিজ শিষ্যগণে,
উপবিষ্ট একপার্শ্বে। দারুময় বেদী
হইয়াছে বিনির্ম্মিত ; অনন্ত, তথায়,
অগ্রে লয়ে মন্দিরের বৃদ্ধ পুরোহিতে,
আসীন সহাস্যমুখে। বহুজন তাঁরে
কহিতেছে প্রণমিয়া, "করুন আশিস
গ্রামের গৌরব যেন হ্রাস নাহি হয়।"
ঈষৎ হাস্যের রেখা অধরে তাঁহার,
কহি'ছে নীরব ভাষে চিন্তা নাহি কিছু।
আরম্ভ হইল ক্রীড়া ; সাধারণ জন,
আসি', জোড়ে জোড়ে, সেথা, পশিল সমরে।
কভু হরিপুরবাসী, কভু অন্য কেহ
লভিল বিজয় দ্বন্দ্বে। দুঃশাসনে যত
পার্শ্ব-গ্রামবাসী মল্ল চিনিত সকলে,
তাই কেহ তা'রে নাহি আহ্বানিল রণে।
ক্রীড়া প্রায় শেষ ; লোক ত্যজে মল্লভূমি,
সহসা দর্শকগণ হেরিল বিস্ময়ে,
আষাঢ়ের মেঘসম কৃষ্ণ-নীল কায়,
সুবিশাল, স্থূল বপু মল্ল এক আসি'

দাঁড়াইল ক্রীড়াস্থলে। বাহ্বাস্ফোট, করি'
জলদ-গম্ভীর স্বরে কহিল সে ডাকি :—
"কে আছ পুরুষ এই হরিপুর মাঝে,
আসি' যুদ্ধ দাও মোরে। না হয় সাহস,
নারীবেশ পরি' সবে ত্যজ মল্লভূমি।"
ধৈর্য্যচ্যুত গ্রামবাসী। শুনিল সকলে,
ভিন্ন হট্টস্থিত দ্বন্দ্বী ব্যবসায়িগণ,
বহু পুরস্কার দানে হয়ে প্রতিশ্রুত,
হরিপুরবাসিগণে লাঞ্ছিবার তরে,
আনায়েছে তা'রে কোন(ও) দূরদেশ হ'তে।
মল্লযুদ্ধে সুপ্রতিষ্ট ছিল হরিপুর,
তাই, এই গর্ব্ববাক্যে হ'য়ে মর্ম্মাহত
গ্রামবাসী বহু যুবা দাঁড়াইল উঠি'
যুদ্ধদান-অভিলাষে। অনন্ত ইঙ্গিতে
নিষেধ করিয়া সবে, দুঃশাসন পানে
চাহিলেন স্মিতমুখে। দীক্ষালাভ হ'তে
দুঃশাসন পশে নাই দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে হেন,
পূজা, পাঠ মাত্র লয়ে কাটাইত কাল।
কহিলেন গুরু তাঁরে সম্বোধন করি ;—
"গ্রামের গৌরব, তাত * আজ তব করে,

* তাত—বৎস।

মল্লযুদ্ধ নহে হেয়, নহে প্রতিকূল
সাধনার, সমাধির। স্মরি' তাঁর পদ
শার্ঙ্গ * চক্র, কৌমোদকী † ধৃত যাঁর করে
প্রবেশ করহ রণে, লভহ বিজয়।"
অমনি সহস্র কণ্ঠে "জয় উগ্রতারা"
গর্জ্জিল আনন্দে যত হরিপুরবাসী।
সাজি' মল্লোচিত বেশে, প্রণমি' দেবীরে,
লয়ে গুরু-পদধূলি, সিংহ-লম্ফ দিয়া,
দাঁড়াইলা দুঃশাসন মল্লভূমি মাঝে।
বৃষস্কন্ধ, শালপ্রাংশু, স্ফার ‡ বক্ষস্থল;
পরিঘ সদৃশ বাহু। বিগত যৌবন,
তথাপি একটী দন্ত হয়নি শিথিল,
পাকেনি একটী কেশ; ইন্দ্রিয়-সংযমে,
মিতাহারে, নিয়মিত ব্যায়ামের ফলে
যৌবনের তেজো-বীর্য্য বিরাজিত দেহে।
আরক্ত নয়নে চাহি' প্রতিদ্বন্দ্বী পানে
কহিলা সগর্ব্বে ডাকি';—"পুরুষ কি নারী
আছে এই হরিপুরে লহ পরিচয়।"
বাজিল বিষম রণ! মত্ত করিদ্বয়,
গভীর গর্জ্জনে বন করি' আলোড়িত,

* শার্ঙ্গ—বিষ্ণুর ধনু। † কৌমোদকী—বিষ্ণুর গদা।
‡ স্ফার—বিশাল।

আঘাতিয়া মুণ্ডে মুণ্ডে, শুণ্ডে জড়াইয়া,
মাতে যথা রণরঙ্গে, বিদলিত করি'
লতা, গুল্ম, ভাঙ্গি' তরু দেহের ঘর্ষণে ;
তেমতি উভয়ে আসি' ধরিলা উভয়ে।
এই বদ্ধ পরস্পর দৃঢ় বাহু-পাশে,
এই পদে, পদে বেড়ি' দাঁড়ায়ে উভয়ে,
আবার, ত্যজিয়া একে, অন্য গেছে চলি'
মল্লভূমি-প্রান্তে, কিন্তু নেত্র অনিমেষ
নিরখিছে কোথা ছিদ্র আছে অপরের।
ঘন বাহ্বাস্ফোট, ঘন গম্ভীর হুঙ্কার,
দন্তের ঘর্ষণে শব্দ উঠে কড়মড় ;
ললাট ভ্রূকুটী-ভীম, দুর্নিরীক্ষ্য দোঁহে।
মুহুর্মুহু ঝাপটিয়া ধরি' পরস্পরে,
করিছে প্রয়াস ভূমে করিতে নিক্ষেপ,
কিন্তু সুকৌশলে মুক্তি লভিছে উভয়ে।
বুঝিল দর্শকগণ দোঁহে দোঁহাকার
যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী বটে। ঘর্ম্মাক্ত উভয়ে,
মল্লভূমি হ'তে চূর্ণ মৃত্তিকা লইয়া
মাখাইলা পরস্পরে। প্রহর অবধি
চলিল সমর হেন ; বুঝিয়া সুযোগ,

জানুতে জানুতে বেড়ি, আকর্ষি কন্ধরা *
দুঃশাসন, অবশেষে, করিলা নিক্ষেপ
প্রতিদ্বন্দ্বী মল্লে ; বলে রহিলা চাপিয়া।
কিন্তু পৃষ্ঠদেশ তা'র না স্পর্শিল ভূমি,
রহিল সে অধোমুখে, মহিষ যেমতি
রহে স্থির, পঙ্কে মগ্ন, রৌদ্রতপ্ত যবে।
আকর্ষণ, বিকর্ষণ হইল নিষ্ফল ;
অধৈর্য্য হইল লোক। ভিন্ন গ্রাম হ'তে
কহিল আসিয়া কেহ ;—"সমান উভয়ে
হ'ক দ্বন্দ্ব শেষ হেথা।" অনন্তের পানে
চাহিলা আগ্রহে যত হরিপুরবাসী।
সকলের মনোগত বুঝি' অভিপ্রায়,
দাঁড়াইয়া বেদী 'পরে, সুগম্ভীর ভাষে,
কহিলা অনন্ত ;—"বৎস! দাও পূর্ণাহুতি
প্রজ্বলিত হোম-কুণ্ডে ; এসেছে সময়।"
শ্রুতিমাত্র দুঃশাসন, দংশিয়া অধর,
করি-শুণ্ড সম নিজ বাহু সুবিশাল,
যুগ্ম জানু-মধ্য দিয়া, করায়ে প্রবেশ,
সুবিশাল গ্রীবা তা'র বেড়ি' বাম ভুজে
উত্তোলিলা বলে তা'রে ; বিবর্ত্তিত করি'
নিজ বাহু'পরে, পৃষ্ঠ সংযোজিলা ভূমে।

* কন্ধরা = গ্রীবা হইতে পৃষ্ঠের উপরিভাগ পর্য্যন্ত।

অমনি সহস্র কণ্ঠে জয়-জয়-ধ্বনি
উঠিল চৌদিক হ'তে ; প্রতিধ্বনি তা'র
হ'ল শ্রুত, হরিপুরে, প্রতি গৃহ মাঝে।
দুঃশাসন, শিরে লয়ে দেবীর প্রসাদ,
প্রণমিলা স্মিতমুখে আসি' গুরুপদে ;
অনন্ত তুষিলা তাঁরে আলিঙ্গন-দানে।
এইরূপে দেবী পূজা হ'ল সমাপন ;
বাদ্যোদ্যমে, কোলাহলে, আনন্দ-সঙ্গীতে
মহোৎসবময় গ্রাম, রহি' কয়দিন,
ধরিল বীভৎস * মূর্ত্তি মেলা-অবসানে।
উচ্ছিষ্ট পত্রের রাশি, চুল্লীর অঙ্গার,
মৃন্ময় রন্ধন-পাত্র কুক্কুর-সেবিত,
মলপূর্ণ নদীতীর, উদ্যান, প্রান্তর,
আবর্জ্জনা-পূর্ণ পথ, দুর্গন্ধ বিকট
রহিল কেবল মাত্র নিদর্শন তা'র।
প্রতিবর্ষে, আষাঢ়ের মেলা অবসানে,
বহু গ্রামবাসী, বহু তীর্থযাত্রী জন,
অনাথ ভিক্ষুক বহু, কুখাদ্য ভোজনে,
হইত পীড়িত ; কিন্তু প্রতীকারোপায়
না ভাবিত কেহ, কভু ; 'দৈব দুর্ব্বিপাক,'
'বিধাতার লীলা' বলি' রহিত উদাস।

* বীভৎস = ঘৃণা-উদ্দীপক।

না ছিল ব্যবস্থা কোন চিকিৎসার তরে,
তাই বৈদেশিক যাত্রী হইলে পীড়িত,
আশ্রয় অভাবে, কোন সরোবর-তীরে,
পথপার্শ্বে, তরুতলে রহিত পড়িয়া।
ঔষধ দূরের কথা ; আষাঢ়ের তাপে
তাপিত হইয়া যবে "জল জল" বলি'
করিত চীৎকার, কর্ণে না পশিত কা'রও।
লয়ে পূজা-দ্রব্য, উচ্চে বাদ্য বাজাইয়া,
শত শত নর, নারী যাইত সে পথে,
কিন্তু জগন্মাতা যিনি, যাঁর পূজা তরে
চলিয়াছে সাড়ম্বরে, তনয় তাঁহার
ডাকে শুষ্ককণ্ঠে, কেহ না শুনিত তবু।
আবাল্য, অভ্যস্ত হ'য়ে দর্শনে, শ্রবণে
যাত্রীদের ক্লেশ, লোকে গিয়াছিল ভুলি'
হ'ক নিজজন কিম্বা হ'ক কেহ পর,
প্রতি মানবের আছে মানবের প্রতি,
বিপদে আশ্রয়-দান, কর্ত্তব্য মহান্।
অনন্ত, পত্নীর সনে, শ্রান্তি, ক্লান্তি ত্যজি'
করি' পীড়িতের সেবা, নিরাশ্রয় জনে
করিয়া আশ্রয়-দান, অন্ন-সত্র স্থাপি'
বৈদেশিক যাত্রী তরে, যথাশক্তি তাঁর
সাধিতেন লোকহিত। নিরখি' তাঁহারে

ঘর্ম্মাক্ত, বুভুক্ষু দীনে অন্ন-বিতরণে,
নিন্দক তাঁহার কেহ কহিল একদা
"এই কি সাধুর ধর্ম্ম? ত্যজি' পূজা, পাঠ
এত ব্যস্ত, ঘর্ম্মসিক্ত অন্ত্যজ-সেবায়?"
কহিলা অনন্ত শুনি;—"কি বলিব, ভাই!
নিজে লক্ষ্মীজনার্দ্দন সঙ্গোপনে মোরে
বলেছেন;—'নিত্য নিত্য আসিব আমরা
মধ্যাহ্ন-ভোজন তরে; সেবিতেছি তাই;
কি জানি এদের মাঝে থাকেন যদ্যপি।"
বৈদেশিক জন, হ'লে আক্রান্ত পীড়ায়,
আসিত তাঁহার গৃহে; যতনে দম্পতি
সেবিতেন তা' সবারে। লভিয়া ঔষধ
লভি' স্নেহ, সমাদর নিজ জন সম,
কহিত তাহারা, যবে লইত বিদায়;—
"জানিতাম মোরা, শুধু, দেবী উগ্রতারা
অধিষ্ঠিতা হেথা; কিন্তু নাহি জানিতাম
আরও দেব, দেবী হেথা, আছে বর্ত্তমান।
স্বর্গ পরলোকে বলি' আছিল বিশ্বাস,
ঘুচিল সে ভ্রম এবে; স্বর্গ ইহলোকে;
হেন দেব, হেন দেবী বিরাজেন যথা।"

দ্বাদশ অধ্যায়।

মহাপ্রয়াণ।

জরা, মহাকাল দূতী, লয়ে নিজ জনে,
ধীরে আসি' অনন্তের নমিয়াছে পদে।
তাই শুক্লকেশ শিরে, বলিত শরীর ;
কিন্তু যৌবনের স্ফূর্ত্তি বিরাজে অন্তরে।
মাতা, পত্নী দোঁহে তাঁর স্বর্গগতা এবে,
একাকী সংসারে ; তবু নাহি অবসাদ,
কর্ত্তব্য-সাধনে রত। করি' উষাস্নান,
পুষ্প-আহরণচ্ছলে ভ্রমি' গৃহে গৃহে,
কা'র কি অভাব, নিত্য যান জিজ্ঞাসিতে।
ক্ষুধাতুরে দেন অন্ন, ঔষধ রোগীরে,
ছাত্রগণে দেন পাঠ ; লক্ষ্মী-জনার্দ্দনে
স্বকরে গাঁথিয়া মালা সাজান আদরে,
পত্নী তাঁর পর্ব্বদিনে সাজাতেন যথা।
চিরাভ্যস্ত কর্ম্মে নাহি কোন ব্যতিক্রম,
শীত, গ্রীষ্ম, মাস, বর্ষ যায় সমভাবে।

গ্রামবাসী নর, নারী নিত্য নিত্য আসি'
লয় তাঁর আশীর্ব্বাদ ; অপুত্রক জন
মাগে আসি' পুত্রবর'; অভিযুক্ত যা'রা
রাজ-দ্বারে, চাহে জয় দর্শনের ফলে।
অনন্ত বুঝান সবে, শক্তি অলৌকিক
বিন্দুমাত্র নাহি তাঁর ; সাধারণ নরে
যে শক্তি সুলভ, মাত্র আয়ত্ত তাঁহার ;
কিন্তু নাহি বুঝে লোক, পূজে দেবজ্ঞানে।
একদিন গ্রামবাসী শুনিলা বিস্ময়ে,
অনন্ত, সর্ব্বস্ব সঁপি' গ্রাম-হিত তরে,
লয়েছেন ভিক্ষু-বৃত্তি ; পত্রের কুটীর
রচি' ভদ্রাসন-স্থিত অশ্বত্থের মূলে
করিছেন বাস তথা। আহার, বিশ্রাম,
অধ্যয়ন, অধ্যাপন সকলি তথায়,
কল্যের সম্বল-শূন্য। দানপত্রে তাঁর
লিখেছেন, লক্ষ্মী-জনার্দ্দন-সেবা-শেষে
দ্বাদশ সহস্র মুদ্রা উদ্বৃত্ত যা' র'বে,
হ'বে ব্যয় গ্রাম-হিতে, আতুর-পালনে।
মুগ্ধ গ্রামবাসী যত ; সে দিন হইতে
গ্রামবাসী নারীগণ সেবা হেতু তাঁর
শুচি, সুসংযতা হয়ে আপনারা আসি'
যোগাতেন অন্ন, পান। অনন্ত তা' হতে

দেহরক্ষা উপযোগী মুষ্টিমাত্র লয়ে
করিতেন অবশিষ্ট বিতরণ দীনে।
অনন্তের বহু ছাত্র, কৃতী, ধনী এবং,
জিজ্ঞাসিত আসি' তাঁরে, কি কর্ম্ম করিলে
হ'বে তাঁর পরিতোষ। কহিতেন শুনি'
যেবা যে কর্ম্মের যোগ্য ; সুপণ্ডিত জনে
কহিতেন "বিদ্যালয় কর প্রতিষ্ঠিত" ;
কহিতেন ধনাঢ্যেরে "আছে জলাভাব
দীর্ঘিকা খনন করি তব মাতৃ-নামে
কর তাহা সমুৎসৃষ্ট" ; গ্রাম্য ভূস্বামীরে
কহিতেন "জনহিতে সেতু, রাজপথ
করহ নির্ম্মাণ তুমি" ; কহিতেন দীনে
"পথপার্শ্বে ছায়াতরু করিয়া রোপণ
কর পুষ্ট জলদানে সম্বৎসরকাল।"
জিজ্ঞাসিত যদি কেহ নিজের অভাব
আছে কি তাঁহার কোন ?, দিতেন উত্তর :—
"সম-প্রাংশু * হয় যদি ভারবাহি-দ্বয়
না হয় কাহারও ক্লেশ, সুখে বহে ভার ;
নিজে বিশ্বম্ভর ভার বহিছেন মোর,
চাহ কি অর্পিতে স্কন্ধ সে ভার বহনে ?"

* প্রাংশু = উন্নত।

তাই হরিপুরবাসী বিচারিত মনে,
কি অধম, পাপী মোরা হেন দেবতায়
ভেবেছিনু চিরতরে দিব বিসর্জ্জন।
হেথা দুঃশাসন, স্মরি' গুরুর আদেশ
সাথে লয়ে আপনার অনুগত জনে
করিতেন মুখরিত, নিত্য, হরিপুর
শ্রীহরির নামগানে। কীর্ত্তনের দল,
মৃদঙ্গ, মন্দিরা লয়ে, উড়াইয়া ধ্বজা,
দেবীর মন্দির হ'তে, বাহিরিত যবে
বহিত আনন্দস্রোত হরিপুর মাঝে।
বরষিয়া পুষ্পাসার * শঙ্খধ্বনি করি'
পথপার্শ্বে দাঁড়াতেন কুলনারী যত;
রাখি' তুলাদণ্ড ছুটি' আসিত বণিক,
আসিত কৃষক, ক্ষেত্রে ত্যজি' হল তা'র।
নাচিত আনন্দে শিশু মৃদঙ্গের নাদে,
জয় জয় হরিধ্বনি উঠিত আকাশে।
অনন্ত, কখন(ও), নিজে কীর্ত্তনের সাথে
ভ্রমিতেন পথে, পথে। আনন্দ সেদিন
না ধরিত চিত্তে কা'রও; কত নরনারী
লইত চরণ-ধূলি। অনন্ত বিনয়ে

* পুষ্পাসার=পুষ্পবৃষ্টি।

কহিতেন সর্ব্বজনে, "দীন, হীন আমি,
কেন এ সম্মান মোরে ?" না শুনিত লোক ;
বালক আসিয়া তাঁ'রে মাখা'ত চন্দন,
বালিকা গাঁথিয়া মালা পরাইত গলে।

মধু-পূর্ণিমার দিনে কীর্ত্তনের দল
বাহিরিল সমারোহে ; সর্ব্ব অগ্রে তা'র
দুঃশাসন উচ্চকণ্ঠে আরম্ভিল গীত ;—
"এস এস এস সবে, এস এস, ভাইরে !
শ্রীহরি-চরণ-তলে সবে মিলে যাইরে।
যে নামে পাষাণ গলে, শিলা ভেসেছিল জলে,
এস আজ সবে মিলে সেই নাম গাইরে।
অপার করুণা তাঁর, হ'ক পাপী, দুরাচার,
নাম নিলে, একবার, ভয় আর নাইরে।
শোভে করে শতদল, প্রেমে যেন ঢলঢল
পাঞ্চজন্য পাপিজনে আহ্বানে সদাইরে।
নাহি ভেদাভেদ-জ্ঞান, এস হিন্দু, মুসলমান,
যে কথা কহে কোরাণ, বেদ বলে তাইরে।"

দ্বিপ্রহরাবধি হেন হ'ল সঙ্কীর্ত্তন,
মুগ্ধচিত্ত গ্রামবাসী; দুঃশাসনে কেহ
দিল পদধূলি, কেহ দিল আলিঙ্গন।

আষাঢ়ের মেলা-শেষে, দৈবের ঘটনে,
বিসূচীকা মহামারী, ভয়ঙ্কর বেশে,

দেখা দিল, একবার। সপ্তাহ মাঝারে
শতাধিক গ্রামবাসী হইল পীড়িত,
দিল প্রাণ বহুজন। প্রহরের মাঝে
জন্মি' রোগ কালমূর্ত্তি করিত ধারণ ;
না হইত উপশম ঔষধ সেবনে।
সন্ত্রস্ত হইল সবে, বহু গৃহ হ'তে
উঠিল ক্রন্দন-রোল ; শব বহিবারে
দুর্ল্লভ হইল লোক। অনন্ত ব্যাকুল,
দুঃশাসনে সাথে লয়ে, গৃহে গৃহে গিয়া,
প্রতীকারে উপদেশ করিতেন দান ;
জাগি' সারানিশা কোথা দিতেন ঔষধ ;
শুশ্রূষার যাহাদের না রহিত লোক,
নিজ গৃহে তা' সবারে দিতেন আশ্রয় ;
কিন্তু না ফলিল ফল ; সংবর্দ্ধিত রোগ
ধনী, দুঃখী, দ্বিজ, শূদ্র আক্রমিল সবে !
অনন্ত চিন্তিত, গ্রাম করি' প্রদক্ষিণ,
দেখিতেন অন্বেষিয়া রোগের নিদান। *
নিজ ব্যয়ে নিয়োজিয়া মলাকর্ষী জনে
আবর্জ্জনা, মল, ক্লেদ করিলেন দূর ;
জ্বালি' অগ্নি, বিশোধক ঔষধ প্রদানে,

* নিদান=মূল কারণ।

সংস্কৃত করিলা গ্রাম ; হ'ল স্বল্প ফল।
বহু চিন্তা, বহু ধ্যান, আরাধনা পরে
অনন্ত বুঝিলা শেষে, রোগমূল কোথা।
দেবীর অঙ্গন মাঝে ছিল এক কূপ,
সর্ব্বতীর্থ নামে খ্যাত। আছিল প্রবাদ,
মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা খনিয়া সে কূপ
করেছিলা পূর্ণ তাহা সর্ব্বতীর্থ জলে।
গঙ্গোত্রী, মানস-সরঃ, ত্রিবেণীর জল
ছিল তাহে বিরাজিত ; নিজে ভোগবতী *
পাতাল হইতে নাকি মিলেছিলা তাহে।
সেই জল বিনা পূজা না হ'ত দেবীর,
নিত্য ভোগ পাক হ'ত সে কূপের জলে ;
কিন্তু কোনকালে কেহ উত্তোলিয়া বারি
করে নাই পঙ্কোদ্ধার। শ্রাদ্ধ-পিণ্ড লোক
নিক্ষেপিত সেই জলে। আছিল বিশ্বাস
সর্ব্বপাপে মুক্ত প্রেত হ'বে তা'র ফলে।
বহির্গমনের ক্লেশ করিতে লাঘব
কভু পুষ্প, পত্র, কভু নৈবেদ্যাবশেষ
মন্দিরের বৃদ্ধা দাসী, অলক্ষিত ভাবে,
নিক্ষেপিত তা'র জলে। সুগভীর কূপ,

* ভোগবতী = পাতালবাহিনী গঙ্গা।

তাই, এতদিন, তাহা ছিল অপূরিত।
কিন্তু সলিলের বর্ণ শ্যাম, পীত, নীল
হ'য়ে ঋতুভেদে যেন করিত প্রচার
কত উদ্ভিদের, কত কীটাণুর বীজ
ছিল তাহে বর্ত্তমান, দৃশ্যাদৃশ্যভাবে।
মন্দিরের অবিদূরে, প্রান্তরের মাঝে,
ছিল এক বাপী পূর্ণ নির্ম্মল সলিলে।
কহিতেন হরিপুরবাসী বৃদ্ধগণ,
বালক যখন তাঁরা, দেখিতেন সবে
হ্রাস, বৃদ্ধি সমভাবে বাপী-কূপ-জলে।
কিন্তু বহুদিন হ'তে সেই দৃশ্য আর
পড়েনি নয়নে কা'র(ও), কলির প্রতাপে।

অনন্ত রোগীর তত্ত্ব লইয়া, অচিরে,
বুঝিলেন যেইদিন দেবী-পাদোদক,
পূজাশেষে, স্নানজল, প্রসাদের সনে
যায় যেই গৃহে, রোগ জনময়ে তথা;
ক্রমে হয় প্রসারিত প্রতিবেশী মাঝে।
ডাকি' গ্রামবাসিগণে কহিলেন তিনি;—
"নিজ ব্যয়ে কূপ আমি করিব সংস্কার,
দাও অনুমতি সবে।" জিজ্ঞাসিল কেহ,
"কেমনে দেবীর পূজা হ'বে বল তবে?
অস্নাত, অভুক্ত মাতা র'ন যদি গৃহে,

কেমনে সন্তান মুখে দিবে অন্ন, জল ?”
কহিলা অনন্ত ; “চিন্তা করিও না কেহ ;
নিজ ব্যয়ে গঙ্গাজল আনি' দূর হ'তে
দিব আমি পূজা তরে ; সপ্তাহের মাঝে
সুসংস্কৃত হ'বে কূপ, যাবে ব্যাধি-ভয়।”
অমনি উঠিল গ্রামে ঘোর আন্দোলন,
হরিপুর সৃষ্টি হ'তে হয় নাই যাহা,
কেমনে হইবে তাহা। পূজারির দল
কহিল সবারে ডাকি',—“দিব প্রাণ মোরা,
কিন্তু নাহি দিব সর্ব্বতীর্থোদক বিনা,
অন্য জল ভোগ-পাকে, দেবীর পূজায়।”
কেহ বা কহিল ;—“মূল করিয়া কর্ত্তন
কি হ'বে ঢালিলে জল শাখা-প্রশাখায় ?
দেবীর চরণাশ্রিত ছিল হরিপুর ;
তাই সেথা নাহি ছিল মহামারী-ভয়।
এবে কোথা হ'তে আনি' নাম-সঙ্কীর্ত্তন,
উদ্বেজিত করি মায়ে, কূপের সংস্কারে
যাচে রোগে অব্যাহতি।” শুনি' কেহ কয় ;
“সব অনর্থের মূল দুষ্ট দুঃশাসন,
কীর্ত্তনের নেতা সেই ; পা'বে প্রতিফল।”
অনন্ত, অটল র'হি নিন্দায়, কুৎসায়,
দুঃশাসনে সাথে লয়ে, ফিরি' গৃহে গৃহে,

বুঝান সবারে, রোগ জনমে কি হেতু,
কিসে হয় নিবারিত। কহিলেন শেষে,
সন্ধ্যার আরতি, ভোগ হ'লে সমাপন
না থাকে প্রভাতাবধি প্রয়োজন জলে।
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি ইহার ভিতর
সংস্কার করিব কূপ। দেবী-পূজা-কালে
না মিলে যদ্যপি জল সর্ব্বতীর্থ মাঝে,
যার যথা অভিরুচি, দিও দণ্ড মোরে।"
তাই শেষে হ'ল স্থির। অনন্ত আপনি,
সাথে লয়ে শতাধিক শ্রমজীবিজনে,
আরম্ভিলা কূপ হ'তে বারি-উত্তোলন ;
কেহ পুরস্কার-লোভে, কেহবা নিরখি'
অনন্ত ব্যাপৃত নিজে রশ্মি-আকর্ষণে,
করিলা দ্বিগুণ শ্রম। ছিল অল্প বারি,
না হইতে মধ্য রাত্রি হ'ল তাহা শেষ।
দুঃশাসন, হৃষ্টচিত্তে, গুরুর আদেশে
কুদ্দাল লইয়া করে, অবতরি' কূপে,
প্রহর অবধি শ্রমে, উঠাইলা যত
ছিল আবর্জ্জনা তাহে, যুগ যুগান্তের।
কত জীর্ণ পুষ্প, পত্র, চণক তণ্ডুল,
ছিন্ন রজ্জু, কুশাসন, গলিত চীবর,
কাক-মুখ-ভ্রষ্ট অস্থি, মৃদ্ভাণ্ড, শৈবাল,

হোমশেষ-পাংশু, মল-ক্লেদ-বিমিশ্রিত,
হ'ল যে বাহির, তা'র নাহি পরিমাণ।
বিকট দুর্গন্ধে অন্য সবে গেল চলি',
রহিলেন, শুধু, গুরু, শিষ্য দুইজনে,
যাবৎ আরব্ধ কার্য্য না হইল শেষ।
নির্ম্মল হইল কূপ; পঙ্ক, স্তূপাকারে,
ছিল আবরিয়া উৎস, হ'লে উদ্ঘাটিত
বাপী হ'তে আসি' জল ভূগর্ভস্থ পথে,
কল কল রবে, কূপে বহিল অমনি।
নিরখিলা গ্রামবাসী বিস্ময়ে প্রভাতে
পরিপূর্ণ সর্ব্বতীর্থ নির্ম্মল সলিলে;
আনন্দে উঠিল গ্রামে জয় জয়-ধ্বনি।
সাধারণ লোক যত করিল প্রচার,
অনন্তের তপস্যায় দেবী ভোগবতী,
তুষ্টা হ'য়ে, নিজে আসি' পাতাল হইতে
করেছেন কূপ পূর্ণ। অনন্তের প্রতি
বিদ্বেষ, আক্রোশ গ্রামে না রহিল আর;
নিন্দক আসিয়া বহু নমিল চরণে।
দুর্জ্জেয় বিধির লিপি কে পারে বুঝিতে!
নিবৃত্ত হইল রোগ। কিন্তু ভাগ্যগুণে
কূপের বিষাক্ত বায়ু, দূষিত সলিল,
প্রবেশিয়া নাসারন্ধ্রে, প্রবেশিয়া মুখে,

দুঃশাসনে রোগগ্রস্ত করিল অচিরে।
অনন্ত, আপনি, তাঁর বসি' শিরোদেশে,
করিলেন মন্ত্রপাঠ, দিলা মহৌষধ;
কিন্তু না ফলিল ফল। গুরুপদ হ'তে
স্বকরে লইয়া ধূলি অর্পি' নিজ শিরে
দুঃশাসন দিলা প্রাণ প্রফুল্ল বদনে।
কহিলা অনন্ত;—"যাও, মহাপ্রাণ বীর!
বৈকুণ্ঠে তোমারে স্থান দিবেন শ্রীপতি।"
পুত্রশোক হ'তে শোক তীব্রতররূপে
ব্যথিল অনন্তে। কিন্তু না হেরিল কেহ,
নেত্রে তার বারিবিন্দু, শ্বাস মাত্রাধিক:
রহিলেন অবিচল, আত্মকর্ম্ম-রত।
প্রসঙ্গ করিলে কেহ দুঃশাসন-কথা
কহিতেন;—"লোকহিতে অর্পে যে জীবন,
তার হ'তে পুণ্যবান নাহি কেহ ভবে।
দুই কর্ম্ম মানবের আছে এ সংসারে,
শ্রেষ্ঠ অন্য সর্ব্ব হ'তে; নিত্য অনুষ্ঠেয়।
প্রথম, প্রভুর পদে আত্ম-সমর্পণ,
দ্বিতীয় জীবের হিতে আত্ম-বলিদান;
দুঃশাসন দুই কর্ম্ম গিয়াছে সাধিয়া।
ছিল তা'র সনে মোর কর্ম্ম বিজড়িত,
তাই গুরুশিষ্যরূপে মিলেছিনু দোঁহে;

গিয়াছে সে, কর্ম্ম মোর ফুরায়েছে সাথে।"

গত মাসত্রয় ক্রমে। আসিল শরৎ,
অপূর্ব্ব সুন্দর সাজে সাজিল ধরণী;
কণ্ঠে জাতি-পুষ্প-হার, করে শতদল,
শ্যামল অঞ্চল উড়ে সুমন্দ পবনে;
ছায়াপথে, তারাদলে সুশোভিত নভঃ,
মুখরিত নদীতীর কলহংসনাদে;
সুখী চরাচর। পুণ্য ত্রয়োদশী-তিথি,
দীপ্ত জল, স্থল শুভ্র শশাঙ্ক-কিরণে;
শেফালি-সৌরভে গ্রাম হয় আমোদিত;
দেবীর মন্দির মাঝে সন্ধ্যার নৌবতে
"তারা তারা তারা" বলি' আলাপে সানাই;
সে স্বর বরষে সুধা পবন-হিল্লোলে।
অনন্ত আসীন, তথা, অশ্বত্থের মূলে
যথা পিতামহ তাঁর যোগ-সাধনায়
করেছিলা সিদ্ধিলাভ। আহ্বানে তাঁহার
ধনী, মানী বহুজন, হরিপুরবাসী,
উপবিষ্ট পুরোভাগে। মৌনে সর্ব্বজন
অনিমেষে তাঁর পানে আছেন চাহিয়া।
সন্ধ্যার প্রদীপালোকে বদন তাঁহার
কি প্রশান্ত জ্যোতিঃ যেন করি'ছে বিকাশ;
বিমুগ্ধ নিরখি' সবে। অনন্ত কহিলা,—

"আত্মীয়, সুহৃদ্, ছাত্র! শুন, সর্ব্বজন!
মহাপ্রয়াণের দিন এসেছে আমার,
তাই ডাকিয়াছি সবে লইতে বিদায়।
ক্ষমিও সকলে মোর দোষ, ত্রুটী যত;
করিয়াছি সম্পত্তির যে ব্যবস্থা আমি
গ্রাম-হিতত্তরে, সবে একযোগ হ'য়ে
রাখিও অক্ষুণ্ণ তাহা। মোর অনুরোধে
বিসংবাদ, বৃথা দ্বন্দ্ব ভুলিও সকলে।
দেখ মনে হিন্দু, আজ, এত যে লাঞ্ছিত
জাতি-জ্ঞাতি-দ্বেষ মাত্র কারণ তাহার।
ছাত্র হও, বন্ধু হও, মোর তরে কেহ
করিও না অশ্রুপাত। শ্রেষ্ঠতর লোকে
চলিয়াছি আমি, নব কর্ম্ম আরম্ভিতে;
কি ক্ষোভ, কি শোক তবে? বাঁচি কায় মনে
পরব্রহ্ম সকলের করুন কল্যাণ।
দুরারাধ্য তিনি বলি' ভাবিও না কেহ;
অন্তরে, বাহিরে তিনি করেন বিরাজ;
সুখে দুঃখে, পুণ্যে, পাপে সম্পদে বিপদে
লক্ষ্য করি কৃপা তাঁর চলিও সকলে,
লভিবে পরমানন্দ, চরম মঙ্গল।
কে বলে স্বরগ দূরে? এই ত সমীপে;
কে বলে অদৃশ্য তিনি? এই ত সম্মুখে।"

এত বলি' ছাত্রবৃন্দে করিলা ইঙ্গিত
গাইবারে গীত এক। অমনি উঠিল
শতকণ্ঠে সম্মিলিত মধুর সঙ্গীত:—
"মিটিয়াছে সব সাধ, আর কোন(ও) সাধ নাই;
রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ কিছু আর নাহি চাই।
সম মান অপমান, লাভালাভ সম জ্ঞান,
এইমাত্র চাহে প্রাণ, তবপদে স্থান পাই।
হে অরূপ! হে অব্যয়! পূর্ণ কর এ হৃদয়,
শান্তি, তবে জয় জয় নিত্যানন্দ-ধামে যাই।"

থামিল সঙ্গীত; ঋষি পদ্মাসনে স্থির,
অঙ্কে ন্যস্ত পাণিদ্বয়, নেত্র ঊর্দ্ধলোকে,
ছাড়িলা নিঃশ্বাস; প্রাণ বাহিরিল সাথে।

গ্রামবাসী, সঙ্কীর্ত্তনে মাতাইয়া পুরী,
লইলা শ্মশানে দেহ। সাজাইলা চিতা।
যথা মাতা, পত্নী তার ভস্মীভূতা দোঁহে।
মিলিল ভৌতিক দেহ পঞ্চ মহাভূতে,
মর্ত্ত্যলীলা হ'ল শেষ; আত্মা অনন্তের
ছুটিল অনন্তপথে, অনন্ত উদ্দেশে।

সম্পূর্ণ

কবিভূষণ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত

কয়েকখানি পুস্তকের পরিচয় ও তৎসম্বন্ধে অভিমত।

১। পৃথ্বীরাজ মহাকাব্য ২। শিবাজী মহাকাব্য

নামেই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয় ব্যক্ত হইবে। হিন্দুজাতির পতন পৃথ্বীরাজের এবং পুনরুত্থান শিবাজীর আলোচ্য বিষয়। যে যে কারণে এই পতন বা উত্থান ঘটিয়াছিল, ঐতিহাসিক প্রণালীক্রমে তাহা বিবৃত হইয়াছে। কবি তাঁহার কাব্যদ্বয়কে আপনার উদ্দেশ্যের উপযোগী করিতে পারিয়াছেন কিনা উপযুক্ত ব্যক্তিদিগের অভিমতগুলি তাহার পরিচয় দিবে। সুন্দর ছাপা ও বাঁধাই এবং অনেকগুলি রঙ্গিণ ছবি দ্বারা শোভিত। পুরস্কার ও উপহার দানের সম্পূর্ণ উপযোগী; প্রত্যেকের মূল্য তিন টাকা।

স্বর্গীয় সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় দশম সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণে বলিয়াছিলেন:—"এখনও, এই ঘোর বিপর্য্যাসের মধ্যেও, যে দেশে এবং যে ভাষায় পৃথ্বীরাজের ন্যায় উপাদেয় মহাকাব্য প্রণীত হয়, সে দেশের ও সেই ভাষার শক্তি যে কত বিপুল তাহা মনস্বি-মাত্রেরই সহজে বোধগম্য হইবে।

স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছিলেন:—For chastity of language, purity of diction and sublimity of thought Prithwiraj stands unsurpassed in the Bengali language * * the author's name is sure to last as long as the Bengali language shall be either written or spoken.

স্বর্গীয় স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছিলেন :—পদলালিত্যে ও অর্থগৌরবে, ভাষার সরলতাপূর্ণ মাধুর্য্যে ও ভাবের বিশদতাপূর্ণ গাম্ভীর্য্যে, ছন্দোবন্ধের বৈচিত্র্যে ও আখ্যায়িকার রচনাপারিপাট্যে এবং প্রকৃতির শোভাবর্ণনে ও চিত্রিত চরিত্র প্রস্ফুটনে—এই সমস্ত সদ্গুণে পৃথ্বীরাজ প্রথম শ্রেণীর একখানি শ্রেষ্ঠকাব্য বলিয়া অবশ্যই পরিগণিত হইবে। পৃথ্বীরাজকাব্য প্রণয়ন করিয়া আপনি বঙ্গসাহিত্যকে প্রভূত সমৃদ্ধিশালী করিয়াছেন।

মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ নবম সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণে বলিয়াছিলেন :—শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসুর পরিশুদ্ধ লেখনী হইতে সম্প্রতি পৃথ্বীরাজ নামক যে ঐতিহাসিক কাব্য প্রসূত হইয়াছে, তাহা বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্যসমূহের মধ্যে মহনীয় আসন প্রাপ্ত হইবে।

অমৃতবাজার পত্রিকা :—Each canto beams with some stirring incident, some glowing picture of the manner and customs prevailing at the time and the description is so vivid, so true to nature that the reader imagines himself as living and moving in the distant past. Once read they can never be forgotten.

বেঙ্গলী :—In melody of diction, grandeur of description, loftiness of sentiments and in faithful representation of men and manners the book deserves to be ranked with the master-pieces of our literature. Prithwiraj will, we believe, secure for the author a place among the immortal sons of Bagdevi.

নব্যভারত :—মার্জ্জিতরুচি, বিশুদ্ধভাষা এবং কাব্যোচিত সহৃদয়তায় গ্রন্থকার ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিবার এক অপূর্ব্ব সম্মোহন চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। ভাষায় বুঝাইবার শক্তি নাই, ইহা বর্ত্তমান

কালোপযোগী এক সম্মোহন মন্ত্র। * * * স্বদেশপ্রেমময়, সাত্ত্বিকতাপূর্ণ একপ মহাকাব্য এদেশে আর প্রকাশিত হয় নাই।

সঞ্জীবনী :—যোগীন্দ্রবাবু মহাকাব্যের বিষয় যেমন নির্ব্বাচন করিয়াছেন, তাঁহার স্বাভাবিক কবিত্বশক্তিতে বিষয়টী তেমনি অলঙ্কৃত করিয়াছেন। নানারসের অবতারণায় ইহা মহাকাব্য হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশ ধন্য যে এমন একখানি মহাকাব্য রচিত হইয়াছে।

হিতবাদী :-কবি কুত্রাপি অতিমানুষিক যন্ত্রপ্রয়োগ করিতে পারেন নাই; পদে পদে প্রমাণ প্রয়োগের দ্বারা স্বীয় উক্তির সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু এত বন্ধনের মধ্যেও তাঁহার রসভঙ্গ ঘটে নাই; তাঁহার তুলিকানৈপুণ্যে ইতিহাস মনোহর বর্ণে সজ্জিত হইয়াছে, যাহা স্বভাবতঃ নীরস ও বিরক্তিজনক তাহাও মাধুর্য্যময় ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। "কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্।"

বঙ্গবাসী :—আলোচ্য কাব্য ভাষায়, ভাবে, অলঙ্কারে, ঝঙ্কারে, রসে, অঙ্কনে, বর্ণনে মহাকাব্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। এক একটী বর্ণনা এমনই চিত্রাকারে ফুটিয়া উঠিয়াছে পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন রাফেলের ন্যায় কোন চিত্রকর চক্ষুর সম্মুখে ছবি আঁকিয়া তুলিলেন। * * গ্রন্থের আদ্যে ও অন্তে যে চিত্র দেখিতে পাই বাঙ্গালাসাহিত্যে তাহা অতুল। * * এতদিন পরে প্রকৃত মহাকাব্য পাইলাম। * * আলোচ্য গ্রন্থখানি মহাকাব্য বলিয়া চির প্রশংসার্হ হইয়া রহিবে এবং কবি অমরত্ব লাভ করিবেন।

সাহিত্য সংহিতা :—কবির ভাবুকতা, স্বদেশপ্রেম, বর্ণনাশক্তি, সৌন্দর্য্যবোধ, শব্দসম্পদ বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। ইতিহাসের শুষ্ক কঙ্কালে তিনি কেবল রক্তমাংসের যোজনা করেন নাই, তাহাতে প্রাণসঞ্চার পর্য্যন্ত করিয়াছেন। বর্ণনাগুণে ঘটনাবলী যেন চক্ষের

সমক্ষে প্রতিভাত হয়; দেশকালের বাধা অতিক্রম করিয়া পাঠক কাব্য-বর্ণিত চরিত্রগুলির মধ্যে আপনার সত্বা হারাইয়া ফেলেন।

শিবাজী মহাকাব্য সম্বন্ধে অভিমত।

THE BENGALEE. "For a long time it has not been our pleasure and privilege to read such an inspiring masterpiece in Bengali. The diction of Shivaji is most elegant and classical. The style as elegant and pure as almost Miltonic."

THE AMRITABAZAR PATRIKA.—"In this book the author has shown that splendid chastity of language, grandeur of discriptions, loftiness of sentiments, close study of human characters and sublimity of thought which are his own. Charms of a sweet and gracious style permeates throughout the book and each canto opens a vista of thrilling interest.

THE HINDOO PATRIOT—"It is a unique work, unique in style, in diction, in conception and execution and is decidedly a book to possess."

We do not know which to admire most the beauty of language, of thought, of the world-pictures drawn or the unpretentious wealth of historical information packed within its pages, or the beautiful get-up.

THE INDIAN MESSENGER.—What to the historians and scholars has been revealed by antiquarians and historians in a critical, dry and matter-of-fact way, has been presented by the poet of "Shivaji", to his readers in an eminently fascinating and convincing manner.

THE MODERN REVIEW :—In Jogindra Babu, historic erudition, the gift of poesy, the deep love of country which is not afraid to speak unpleasant truths, are combined with true political insight and the desire to utilise his rare talents to the best advantage in the service of the country.

সঞ্জীবনী :—"শিবাজী নিরাশান্ধকার-সমাচ্ছন্ন হতাশ্বাস প্রাণে আশার দিব্য জ্যোতি লইয়া আগমন করিয়াছে। মৃত জাতিও জাগিতে পারে, শিবাজী মহাকাব্যের ইহাই বার্ত্তা। যাহাদের কিছুই নাই, তাহারাও যে মহাজাতিতে পরিণত হইতে পারে, শিবাজী এই শিক্ষাদানের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছে। এই মহাকাব্যের বিষয় প্রাণউন্মাদক, ভাষা তেজোময়, ভাব চিরস্থায়ী। যে এই গ্রন্থ পড়িবে, সে কিছুদিন তন্ময় না হইয়া থাকিতে পারিবে না।"

মানসী :—ভাবের মহত্ত্ব, রচনার প্রশান্ত মাধুর্য্য স্থানে স্থানে তরঙ্গায়িত উচ্ছাসের অনুরূপ চিত্তস্তম্ভনকর মহিমময় গাম্ভীর্য্য, আর ঐতিহাসিক চরিত্র সমূহের উজ্জ্বল চিত্র এবং ঘটনাবলীর উজ্জ্বল জীবন্ত চিত্রবিকাশ প্রভৃতি যে সব গুণে পৃথ্বীরাজ পাঠকবর্গের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে, শিবাজীতে সেই সব গুণ সমভাবে বর্ত্তমান। সময়ের গতিতে কবির প্রতিভা ক্ষীণ হয় নাই, বরং আরও স্ফুরিত হইয়াছে।

প্রবাসী :—পাঠক গ্রন্থকারের অশেষ অধ্যয়ন, অধ্যবসায় ও বিষয় শৃঙ্খলা সন্নিবেশে দেখিয়া বিস্মিত হইবেন এবং বহু আবশ্যকীয় তথ্যদ্বারা স্বীয় জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করিতে পারিবেন। সুললিত গাম্ভীর্য্যপূর্ণ, বিশুদ্ধ ও ভাবগর্ভ বর্ণনায় কবি সিদ্ধহস্ত; কান্তার, কানন, রাজসভা, নদী, দেবালয় যুদ্ধক্ষেত্র, তীর্থ, মেলা, সর্ব্ব প্রকার চিত্র যথাযথ বর্ণ-বিন্যাসে সজীববৎ প্রতিফলিত করিতে ইঁহার তুলিকা সুনিপুণ।

নব্য ভারত:—পৃথ্বীরাজ ও শিবাজী ভারত-অভ্যুত্থান মহা-যজ্ঞের দুই মহা আহুতি। * * জাতীয় উত্থান যদি এদেশে কখনও হয় এই দুই অমূল্য গ্রন্থই তাহার সহায় হইবে। যোগীন্দ্রনাথ জীবনব্যাপী তপস্যার ফলে যে আহুতি দিলেন, ভারতবর্ষ সেই আহুতিতে ধন্য এবং কৃতার্থ হইয়াছে এবং বঙ্গভাষা গৌরবান্বিত হইয়াছে; যোগীন্দ্রনাথের জীবনধারণ সার্থক হইয়াছে।

এডুকেশান গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তা-বহ:—এই পুস্তকের প্রশংসার শেষ করা যায় না। ফলতঃ বর্তমান কালে সামাজিক প্রবন্ধ, স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস শিবাজী মহাকাব্য যুবকদিগের সর্বোৎকৃষ্ট পাঠ্য বলিয়াই মনে হয়। ছত্রপতি মহারাজ শিবাজীর পুণ্য চরিত্র অবলম্বনে লিখিত এই মহাকাব্য বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে পঠিত হউক এবং হিন্দী ভাষায় অনূদিত হইয়া উত্তর ভারতের সর্বত্র প্রচারিত হউক।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত।

এই গ্রন্থের পরিচয় প্রদান নিষ্প্রয়োজন। কেবল বাঙ্গালা ভাষায় নয়, পৃথিবীর যে কোন ভাষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবন-চরিতের সহিত ইহা তুলনীয়। টেক্‌স্‌টবুক-কমিটী ইহা পুরস্কার দানের ও পুস্তকালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ইহা অন্যতম পাঠ্য ছিল। প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তিগণ ইহার সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন দেখুন:—

THE AMRITA BAZAR PATRIKA.—"The book before us is the first regular biography in the Bengali Language, and it may compare favourably with some of the best biographical works of the west.

THE HINDOO PATRIOT.—It is one of the first class biographical works that have yet made their appearance in our language.

THE INDIAN DAILY NEWS.—The work has supplied a desideratum in the Bengali Language and ought to be in every Bengali library, private and public.

THE INDIAN MIRROR.—Like the subject of the memoir Babu Jogindra Nath Bose has immortalised himself by being the writer of the first biography, properly so called, in the Bengali Language.

THE INDIAN MESSENGER.—The author's diction is chaste and elegant, his powers of narration of a high order. The book is altogether best biography in the Bengali Language.

THE BENGALEE.—It is a noble monument of the great poet. Every Bengalee, every lover of his country and his country's literature, should provide himself with a copy of the book.

THE UNIVERSITY MAGAZINE.—The biography is one of the best written in India.

THE ENGLISHMAN.—The work has been most carefully prepared reflects great credit upon its author who has done an important service to Bengal and to her great poet.

THE STATESMAN.—In the performance of his self-imposed task, which we can well believe was also a labour of love, the author has exhibited a conscientiousness which would have done credit to a German Savant.

সঞ্জীবনী :—কি ভাষা, কি চিন্তাশীলতা, কি পাণ্ডিত্য, কি মনোহারিত্ব, সর্ব্ব বিষয়েই ইহা বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবন-চরিত। যিনি এই পুস্তক পাঠ না করিবেন, তিনি বঙ্গসাহিত্যের একটী উজ্জ্বল রত্নের পরিচয় পাইবেন না; তাঁহার বঙ্গসাহিত্যের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

বঙ্গবাসী :—যোগীন্দ্র বাবুর এই গ্রন্থের সমকক্ষতা থাকিতে পারে, এমন পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় কেন, বোধ করি, অন্য ভাষাতেও অতি অল্পই থাকিবার সম্ভাবনা। গ্রন্থখানি যে কেবল উপাদেয় এবং

মনোহর হইয়াছে তাহা নহে; এই গ্রন্থ অনেক অংশেই বাস্তবিক অপূর্ব্ব হইয়াছে।

নব্যভারত:—পৃথিবীর যে কোন ভাষায় এমন গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে দেশবাসীর গৌরব হয়।

হিতবাদী:—ইহা কেবল জীবন-চরিত নয়, একখানি উৎকৃষ্ট সমালোচনা গ্রন্থ এবং কবির সময়ের একখানি উৎকৃষ্ট আলেখ্য। মাইকেলের সৌভাগ্য যে, তিনি যোগীন্দ্র বাবুর স্থায় জীবন চরিত-লেখক পাইয়াছিলেন।

LATE BABU RAJ NARAYAN BOSE.—It is destined to be as immortal as the principal productions of the poet himself. I greatly rejoice at the appearance of such a work in the language.

মহারাজা সার্ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর:—"আপনার এ গ্রন্থ অনেকাংশে অপূর্ব্ব; ইতিপূর্ব্বে বা ইহার পরে এরূপ জীবন-চরিত বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। জীবন-চরিত্রের সহিত তীক্ষ্ণ সমালোচনা এবং কবির সময়ের যথাযথ চিত্র সন্নিবিষ্ট হওয়ায় গ্রন্থখানি অতি উপাদেয় হইয়াছে।

নবীনচন্দ্র সেন:—এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবনচরিত বাঙ্গালায় আর কখনও বাহির হয় নাই। আপনি মধুসূদনের দোষ গুণ, প্রতিভা, অপ্রতিভা নিরপেক্ষ ভাবে অঙ্কিত করিয়া পাঠকের নয়নের সম্মুখে মধুসূদনের একটী জীবিত আলেখ্য প্রকটিত করিয়াছেন। ইহাতে আপনি কি শক্তি, কি ক্লেশসহিষ্ণুতা, কি উদ্যম দেখাইয়াছেন, তাহা যিনি এই অপূর্ব্ব জীবনচরিত পড়িবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন। মধুসূদনের এবং তৎসঙ্গে বঙ্গকাব্য-সাহিত্যের এমন অন্তরদশা, কাব্যরসজ্ঞ, নিরপেক্ষ সমালোচনা বঙ্গদর্শন বান্ধব-যুগের পর আর যে পড়িয়াছি স্মরণ হয় না।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়:—চরিতবর্ণনের গ্রন্থরচনায় কোন ব্যক্তি, কোন ভাষায় আপনার অপেক্ষা কৃতিত্ব দেখাইতে পারিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ :—আপনার পুস্তক, সর্ব্বাংশে, বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্ষেত্রে একদিকে একখানি আদর্শ পুস্তক হইয়াছে।

চন্দ্রনাথ বসু :—এমন প্রাণপণে, এরূপ সরল ও বিশুদ্ধ মনে, এদেশে, এ পর্য্যন্ত, কেহ কাহারও জীবন-চরিত লিখে নাই। জীবন চরিত-লেখকদিগের মধ্যে এমন ধর্ম্মভীরু ও পক্ষপাতশূন্য ভক্ত বড়ই কম দেখিয়াছি।

শিবনাথ শাস্ত্রী :—কবিবর মধুসূদন যেমন কবিতারাজ্যে নবভাব ও নবশক্তি অবতারণা করিয়াছিলেন, তুমিও তেমনি জীবন-চরিতের নূতন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া বঙ্গসাহিত্যে কীর্ত্তিস্থাপন করিলে।

সম্প্রতি ইহার সংবর্দ্ধিত ও সংযোজিত পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা কলেজ ষ্ট্রীট **চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি কোম্পানির** দোকানে পাওয়া যায়। বিস্তৃত সংস্করণের সঙ্গে এই গ্রন্থের একটী সংক্ষিপ্ত, বিদ্যালয়-পাঠ্য সংস্করণও আছে। মূল্য যথাক্রমে তিন টাকা ও দশ আনা।

ছোট ছোট গল্প

এখন গল্প পড়ায় অনেকেরই আসক্তি জন্মিয়াছে। কিন্তু গল্পের বই প্রচুর থাকিলেও ভাল গল্পের বই দুর্লভ। এই সকল গল্পে কোন সদ্ভাব-বিরোধী প্রসঙ্গ নাই; অলৌকিক, অসম্ভব কিছু নাই; বুদ্ধিবলে, বীর্য্যবলে এবং ধর্ম্মবলে মানুষ যাহা করিতে পারে, তাহাই দেখান হইয়াছে। ঠগেরা কিরূপে নিরীহ পথিকদিগকে হত্যা করিত, লোকে কিরূপে সন্তানকে গঙ্গাসাগরে ভাসাইয়া দিত, রাজা বিক্রমাদিত্য, তালবেতালকে বশীভূত করিয়া, কিরূপে রাজ্যপালন করিয়াছিলেন, এই সকল কথা আছে। বালক বৃদ্ধ, নরনারী সকলেই ইহা পাঠে মুগ্ধ হইবেন। সুন্দর ছাপা, উৎকৃষ্ট কাগজ, তিন রঙা মনোহর ছবিতে সাজান। পুরস্কার ও উপহার দানের সম্পূর্ণ উপযোগী। মূল্য সোণার জলে রেসমী কাপড়ে ঝকঝকে বাঁধাই এক টাকা চার আনা।

অধ্যক্ষ সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী, ৩০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা ... ১৯৯৮